বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থ বিভাগ ২০২১-২০২২

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থ বিভাগ ২০২১-২২

অক্টোবর ২০২২

প্রচ্ছদ: মো: কামরুল ইসলাম
সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

মুদ্রণে: বিজি প্রেস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ ভবনের মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটপূর্ব মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন (বৃহস্পতিবার, ৯ জুন ২০২২)।-পিআইডি

মুখবন্ধ

অর্থ বিভাগের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ সম্বলিত নিয়মিত প্রকাশনা 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সরকারের রাজস্ব নীতি, বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এ বিভাগের কার্যক্রম যথাযথভাবে তুলে ধরা প্রতিবেদনটির মূল লক্ষ্য। ২০২১-২২ অর্থ বছরের এ প্রকাশনাটিতে অর্থ বিভাগের সকল অনুবিভাগ, মনিটরিং সেল, 'মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক' এর কার্যালয় এবং 'হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক' এর কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এতে অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়া, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মকৃতি ও মধ্যমেয়াদী কৌশল, অর্থ বিভাগের সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী, কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ ও বরাদ্দের তথ্যসহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট হাইলাইটস প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি অর্থ বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়নে সহায়ক হবে।

অর্থ বিভাগ সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সার্বিক সহযোগিতায় প্রতি অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়ন, সম্পদের যথাযথ বন্টনসহ প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য আর্থিক নীতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান প্রণয়ন করে থাকে। সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং অর্থনীতির ৪ টি প্রধান খাত তথা প্রকৃত, রাজস্ব, আর্থিক ও মুদ্রাখাত এবং বহিঃখাতের চলকসমূহের মধ্যমেয়াদী প্রক্ষেপণ ও টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আর্থিক খাতের সার্বিক শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। এছাড়া, সরকারের বিভিন্ন স্বায়ত্ত্বশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বাজেট এবং সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক যাবতীয় কার্যাবলী ও অর্থ বিভাগ সম্পাদন করে থাকে। সম্পাদিত কাজগুলোর প্রতিনিয়ত মানোন্নয়ন এবং নতুনমাত্রা যোগ করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ সচেষ্ট রয়েছে।

অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, সম্পাদন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট। ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সাথে যথাসময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার কাজটি সম্পন্ন করায় অনুবিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া, প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্তসমূহ সরবরাহ করে যারা সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

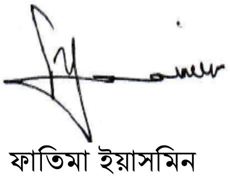

ফাতিমা ইয়াসমিন
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ

সূচীপত্র

অধ্যায়		**পৃষ্ঠা নম্বর**
	মুখবন্ধ	v
	সূচীপত্র	vii
	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	ix-xiv
১.	অর্থ বিভাগের ভিশন, মিশন ও সাংগঠনিক কাঠামো	১-৪
২.	অর্থ বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও সংস্থাসমূহের কার্যাবলী	
	২.১ বাজেট অনুবিভাগ-১	৫-৬
	২.২ বাজেট অনুবিভাগ-২	৭-৮
	২.৩ ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ	৯-১২
	২.৪ সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ	১৩-১৬
	২.৫ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ	১৭-১৮
	২.৬ ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ	১৯-২২
	২.৭ বাস্তবায়ন অনুবিভাগ	২৩-২৬
	২.৮ প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ	২৭-৩০
	২.৯ প্রবিধি অনুবিভাগ	৩১-৩৪
	২.১০ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ	৩৫-৩৬
	২.১১ মনিটরিং সেল	৩৭-৪০
	২.১২ মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়	৪১-৪২
	২.১৩ হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়	৪৩-৪৪
৩.	অর্থ বিভাগের সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম	৪৫-৪৬
৪.	অর্থ বিভাগের অর্জনসমূহ	৪৭-৫০
৫.	অর্থ নৈতিক উন্নয়ন, কর্মকৃতি ও মধ্যমেয়াদি কৌশল	
	৫.১ অর্থনৈতিক উন্নয়ন	৫১-৫৮
	৫.২ অর্থ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি ও নির্দেশকসমূহ	৫৯-৬০
	৫.৩ অর্থ বিভাগের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমুহ	৬১-৬৬
৬.	২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট হাইলাইটস	৬৭-৮০
৭.	কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ	৮১-৯৬
৮.	দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	৯৭-১০৬
৯.	অর্থ বিভাগের প্রকল্পসমূহ	১০৭-১১৬
১০.	রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন কর্মসূচিসমূহ	১১৭-১৩২
	পরিশিষ্ট	১৩৩-১৪৮
	পরিশিষ্ট-১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ	
	পরিশিষ্ট-২: সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী	
	পরিশিষ্ট-৩: অর্থ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

অর্থ বিভাগের ভিশন, মিশন ও সাংগঠনিক কাঠামো

অর্থ বিভাগের ভিশন ও মিশন

দূরদর্শী ও টেকসই সরকারি অর্থ-ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, ১৯৯৬-এর Schedule-I (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions)-অনুযায়ী অর্থ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। রাজস্ব নীতি প্রণয়ন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রণীত মুদ্রা নীতির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, সম্পদের সুষম ব্যবহার এবং অপচয় রোধে সম্পদ বণ্টন ও ব্যবহারে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের সমন্বয়ে বাজেট প্রণয়ন, তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে সহায়তা প্রদান ও বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং সার্বিকভাবে রাষ্ট্রের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অর্থ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব।

অর্থ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

অর্থ বিভাগ ১০টি অনুবিভাগ: বাজেট অনুবিভাগ-১, বাজেট অনুবিভাগ-২, ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ, প্রবিধি অনুবিভাগ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ, মনিটরিং সেল, এবং আওতাধীন ২টি অধিদপ্তর/সংস্থা: মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় এবং হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় নিয়ে গঠিত। অর্থ বিভাগের জনবল কাঠামোতে মোট অনুমোদিত পদসংখ্যা ৬০৪ (প্রথম শ্রেণীর পদ ১৪৬টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ ১৭৬টি, তৃতীয় শ্রেণীর পদ ১৬৯টি ও চতুর্থ শ্রেণীর পদ ১১৩টি)। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ৫৪৯টি এবং শূন্য পদ ৫৫টি। মনিটরিং সেল এর মোট অনুমোদিত পদসংখ্যা ৩৬ (প্রথম শ্রেণীর পদ ১৮টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ ৩টি , তৃতীয় শ্রেণীর পদ ৯টি ও চতুর্থ শ্রেণীর পদ ৬টি)। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ১৭টি এবং শূন্য পদ ১৯টি। মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং এর অধীনস্থ অফিসসমূহে মোট মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা ৫,৭৮৩। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ৩,৬৯৬টি এবং শূন্য পদ ২,০৮৭টি। হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৭,৯৭৩টি, যার মধ্যে পূরণকৃত পদ ৩,৭১৭টি এবং শূন্য পদ ৪,২৫৬টি।

অর্থ বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও সংস্থাসমূহের কার্যাবলী

বাজেট অনুবিভাগ-১

জাতীয় বাজেট প্রণয়ন ও তা যথাসময়ে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা বাজেট অনুবিভাগ-১ এর প্রধান দায়িত্ব। এ অনুবিভাগ ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ি মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেছে। এ অনুবিভাগ বাজেট বক্তৃতার পাশাপাশি বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি, সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি ও মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রভৃতি বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রকাশনাসমূহ প্রকাশ করেছে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদের সহজলভ্যতা আরও ভালোভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস (fiscal forecasting), বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন উন্নতকরণ এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ১০০ মিলিয়ন ডলারের Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) শীর্ষক পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটি বাজেট-১ অনুবিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাজেট অনুবিভাগ-২

বাজেট অনুবিভাগ-২ উন্নয়ন প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণসহ বিস্তারিত উন্নয়ন বাজেট প্রস্তুত ও প্রকাশ, উন্নয়ন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (উন্নয়ন) সংক্রান্ত বই প্রস্তুত, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পুস্তিকা এবং টেকসই উন্নয়নে বাজেটে জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের মূল কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতা বহির্ভূত কর-রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন, কর বহির্ভূত রাজস্ব ধার্য ও আদায় কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, ঋণ মিশ্রণ (Debt Mix) নির্ধারণ, বৈদেশিক ঋণের শর্ত-নির্ভরশীলতা (Conditionality) যাচাই, সরকারি ঋণের টেকসই অবস্থা (Debt Sustainability) বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ, সরকারের প্রাপ্য ডিএসএল (Debt Service Liability) এর অর্থ আদায় এবং বাজেট থেকে প্রদত্ত ঋণ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নতুন প্রকল্পে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে খসড়া SLA (Subsidiary Loan Agreement) এবং LA (Loan Agreement)-এর ওপর মতামত প্রদান; ডিএসএল (লগ্নী-পুনঃলগ্নী) হিসাব বিবরণী ও নির্দেশিকা (২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত) প্রণয়ন করেছে। এছাড়া, সরকারি ইক্যুইটির হিসাব হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ; ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেটের সংযুক্ত তহবিলের প্রাপ্তি এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের সংযুক্ত তহবিলের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ডিএসএল এর অংশের প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ডিএসএল হিসাব রিকনসাইল (Reconcile) করা, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারি মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অর্থায়ন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য বা সেবা আমদানি অর্থায়নে গৃহীত ঋণের বিপরীতে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে।

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ আর্থিক নীতি, মুদ্রানীতি, বিনিময় হার নীতি ও বহিঃখাত সংক্রান্ত বিষয়াদির বিশ্লেষণ; মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (Medium Term Macroeconomic Framework-MTMF) নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ; ও মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (Medium Term Macroeconomic Policy Statement-MTMPS) প্রণয়ন করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ এমটিএমএফ হালনাগাদকরণ, মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি প্রণয়ন, বাজেট বক্তৃতা সংকলন এবং বাজেট সমাপনী বক্তৃতা প্রণয়ন করেছে। এ অনুবিভাগ, কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির অর্থনৈতিক প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য দিকনির্দেশনায় প্রণীত ২৮টি কার্যক্রম সম্বলিত প্রায় ১,৮৭,৬৭৯ কোটি টাকার প্রণোদনা কর্মসূচীগুলোর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু করে তা নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষন করছে। এছাড়া, Standard & Poor’s (S&P), Moody’s ও Fitch আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং সংস্থার সাথে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ; Monthly Macro-fiscal Update এবং Monthly Report on Fiscal Position শীর্ষক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং তা অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ; জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদন, ধারণাপত্র/পলিসি নোট প্রণয়ন করেছে।

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ দেশের অর্থনৈতিক গতিধারা ও অগ্রগতির মূল্যায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ, রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করে থাকে। এ অনুবিভাগ ২০২১-

২২ অর্থবছরের বাজেটের অন্যতম ডকুমেন্ট হিসেবে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২' এবং 'Bangladesh Economic Review, 2022' প্রণয়ন করেছে। এছাড়া, অর্থ বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মহান জাতীয় সংসদ অধিবেশনের সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের সম্পূরক প্রশ্নসহ জবাবের খসড়া তৈরি, জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ বিভাগ সম্পর্কিত তথ্যাবলি সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে।

ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ সরকারের রাজস্ব বাজেটভুক্ত ও বাজেট বহির্ভূত যাবতীয় ব্যয় ব্যবস্থাপনাসহ সার্বিক আর্থিক শৃঙ্খলা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে কাজ করে। এছাড়া, এ অনুবিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ও কাঠামোর অতিরিক্ত নতুন পদ সৃষ্টি, অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ, সরঞ্জাম তালিকা পরিবর্তন/পরিবর্ধন, পদ উন্নীতকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবে সম্মতি/মতামত প্রদান করে থাকে। গাড়ীসহ অন্যান্য মূলধনী সরঞ্জাম সংগ্রহের অনুমোদন দিয়ে থাকে। সরকারি অর্থের প্রমিত ব্যয় ও কৃচ্ছতা সাধনের লক্ষ্যে পরিপত্র জারীসহ সহায়ক কাজ করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তার অধীনস্থ অফিসমূহের বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩৩,৪৩৯টি পদ সৃজন, ৮৪,৯৫৭টি পদ সংরক্ষণ, ৭,১৫৯টি পদ স্থায়ীকরণ ও ৫,৯৭৩টি পদ বিলুপ্তকরণে সম্মতি প্রদান করেছে।

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগের সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ/পুনর্বিবেচনা, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, বেতন কমিশন গঠন এবং বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীসমূহ হচ্ছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় মোট ৩০,৯০৮টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ, ৫৫টি টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড বিষয়ে মতামত প্রদান, ৪১টি বেতনগ্রেড উন্নীত/পুন:নির্ধারণ বিষয়ে মতামত প্রদান, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার মোট ৬১টি মামলার দফাওয়ারী জবাব প্রদান।

প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ

প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ অর্থ বিভাগের সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রতিপালন ও অর্থ বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ অনুবিভাগে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ হলোঃ অর্থ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ; ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন ও ঘোষণার জন্য প্রাক বাজেট সভা অনুষ্ঠানসহ সকল প্রকার লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রদান; অর্থ বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ১২টি মাসিক কর্মকান্ডের ও ১টি বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ; অর্থ বিভাগের সমন্বয় সভা সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদন; অর্থ বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় এবং এর অধীনস্ত দপ্তরসমূহে বিভিন্ন পদে নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদান; হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর সমূহে বিভিন্ন পদের নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদান; বাজেট প্রণয়ন ও জাতীয় সংসদে পেশ সংক্রান্ত সকল প্রকার লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান এবং বাজেট পেশ উপলক্ষে আপ্যায়ন/সাংবাদিক সম্মেলনের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ; অর্থ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মধ্যমেয়াদি বাজেট প্রণয়নের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কারিগরি সহায়তা প্রদান; ত্রৈমাসিক ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন; হিসাবের সংগতি সাধন (Reconciliation of Accounts) সম্পর্কিত কার্যাবলী; বার্ষিক উপযোজন হিসাব (Annual Appropriation Accounts) প্রণয়ন; বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ও উদ্ভাবনী (Innovation) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

প্রবিধি অনুবিভাগ

সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে কোন আর্থিক বিধিবিধান এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও পরামর্শ এ অনুবিভাগ থেকে করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ অনুবিভাগের বিভিন্ন শাখায় সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২২' এর খসড়া মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন। এছাড়া, সরকারি কর্মচারীগণের অবসরকালীন সুবিধাদি/প্রাপ্যতা/পেনশন সমর্পণের হার, ভাতা, পুরস্কার বা অনুদান সংক্রান্ত সরকারি বিভিন্ন নীতিমালা বা বিধিমালার বিষয়ে মতামত প্রদান; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনবলের পারিশ্রমিক/সম্মানী/ভাতাদি নির্ধারণ/ পুনঃনির্ধারণ; সম্মানী ভাতা প্রদানে ঘটনাত্তোর অনুমতি প্রদান সম্পর্কিত কার্যাবলী; পেনশনযোগ্য চাকরির ঘাটতিকাল প্রমার্জনে সম্মতি প্রদান; বিভিন্ন কোর্সের বৃত্তির হার পুন:নির্ধারণ ইত্যাদি। এছাড়া, নতুন বিধি বিধান প্রণয়ন/জারী করে থাকে, যেমন: ৬ মাসের কম বয়সী শিশু সন্তানসহ চাকরিতে নবযোগদানকারী মহিলা কর্মচারীগণের মাতৃত্বকালীন ছুটির (বাচ্চার বয়স ৬ মাস না হওয়া পর্যন্ত) বিধান করা সংক্রান্ত রুলস সংশোধন।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ

রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট ও আর্থিক মঞ্জুরি অনুমোদন/সম্মতি প্রদান, মনিটরিং সেলের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়, রাষ্ট্রায়ত্ত/স্ব-শাসিত/বিধিবদ্ধ সংস্থা ও অধীনস্থ অংগ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পদ সৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ, রাজস্ব বাজেটে পদ স্থানান্তর, পদ বিলুপ্তকরণ ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। ২০২১-২২ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হলো: বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণির মোট ১,৯৯৭টি পদ সৃষ্টি, ৭,৩৮৩টি পদ সংরক্ষণ, ৫৮৩টি পদ স্থায়ীকরণ করা। এছাড়া, আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী মোট ৯৭০টি সেবা ক্রয়ের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।

মনিটরিং সেল

মনিটরিং সেল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সংশ্লেষ সম্পর্কিত বিষয়াদি যেমনঃ বাজেট প্রণয়ন ও মনিটরিং, রপ্তানি পণ্যে নগদ সহায়তা প্রদান, স্ব-অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের অনুকূলে আর্থিক ছাড়পএ প্রদান, ভর্তুকি, ঋণ, গ্যারান্টি, উৎসাহ বোনাস এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন পুনর্বিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত/মতামত প্রদান করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মনিটরিং সেল ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৪১,৪৩৫.৭৩ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ এবং ২১,৪৫৮.৬৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ ধার্যপূর্বক বাজেট প্রনয়ন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন ধরনের মোট ৪৩টি খাতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে সংস্থার নিজস্ব অর্থে ২৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আর্থিক ছাড়পত্র/Liquidity Certificate প্রদান করা হয়েছে।

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারির হিসাব, বিধিবদ্ধ সংস্থা, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা ৩,০৪,০০৮টি। নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৬৯০টি। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ২,৯২,৩১৮টি। এছাড়া, দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে মোট ৩,৬৮৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ২৬২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়

হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় তার অধীনস্থ প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস, ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস অফিস, জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস এবং উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্তি ও ব্যয়/পরিশোধের মাসিক হিসাব এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে, প্রতিরক্ষা বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্তি ও ব্যয়/পরিশোধের মাসিক হিসাব একত্রিত করে মাসিক হিসাব

প্রণয়নপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। সরকারি অর্থ প্রদানের আদেশ ইএফটি'র (Electronic Fund Transper) মাধ্যমে সরাসরি গ্রাহকের ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ এবং গ্রাহককে স্বয়ংক্রিয়ভাবে SMS করে জানিয়ে দেয়ার বিদ্যমান ব্যবস্থাকে সকল সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারসহ সমাজিক সুরক্ষা নেটওয়ার্ক-ভূক্তদের জন্য সম্প্রসারণে *iBAS* ভিত্তিক ইউজার সাপোর্ট কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।এ পর্যন্ত *iBAS++* সিস্টেমে ২,১৭,৫৯৭ জন কর্মকর্তা, ৮,৪২,৯২৫ জন কর্মচারীসহ সর্বমোট ১০,৬০,৫২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন অনলাইনে ফিক্সেশন করা হয়েছে। একই সাথে অনলাইনে পেনশন ফিক্সেশন এবং কেন্দ্রীয় ডেটাবেইজ তৈরীর মাধ্যমে প্রকৃত পেনশনারের সংখ্যা বের করা সম্ভব হয়েছে। পেনশনার ডেটাবেইজ অনুযায়ী পেনশনারের সংখ্যা এখন পর্যন্ত প্রায় ৫,৮৯,৭০৩ জন। এটি একটি চলমান কার্যক্রম যেখানে পেনশনারের পাশাপাশি নতুন পেনশনারদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম

সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ডিজিটাইজ ও অনলাইনভিত্তিক করার লক্ষ্যে *iBAS++* এর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে কতিপয় সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো: সরকারি সেবাপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দানে প্রচলিত চালান ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে অটোমেশন করে এ-চালান (Automated Challan) ব্যবস্থা প্রবর্তন; সরকারি নগদ হস্তান্তর শতভাগ জি-টু-পিতে আনয়ন; পেনশনারদের পেনশন ইএফটি'র মাধ্যমে প্রদান; সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ এবং সকল সরকারি ব্যয় একটিমাত্র হিসাবের আওতাভুক্তির (Treasury Single Account-TSA) কার্যক্রম গ্রহণ।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাজেট হাইলাইটস, প্রণোদনা এবং উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন কোভিড-১৯ এর ক্ষতি কাটিয়ে কোভিড-পূর্ব ধারাবাহিকতায় পুনরুদ্ধার করছিল, তখন ইউক্রেন যুদ্ধ নজিরবিহীন মহামারী কোভিড-১৯ দ্বারা সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতিকে আরও ত্বরান্বিত করছে। বাংলাদেশও সৃষ্ট এ অর্থনৈতিক ক্ষতির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে অনাক্রম্য নয়। বিবিএস সাময়িকভাবে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২৫ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ২,৮২৪ মার্কিন ডলার প্রাক্কলন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে গড় মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৬.১৫ শতাংশ। রপ্তানি ও আমদানি উভয় ক্ষেত্রেই অসামান্য প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ৩৪.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে এবং আমদানি ব্যয় ৩৫.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌছে। ফলে সার্বিকভাবে বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। একইসাথে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় চলতি হিসাবে ভারসাম্যে (current account balance) ঘাটতির পরিমান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। এতে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকলেও সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে (overall balance) ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার প্রায় ১.৭৭ শতাংশ অবমূল্যায়ন হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অবস্থান কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩০ জুন ২০২২-এ দাড়িয়েছে ৪১.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা, সম্প্রসারিত রাজস্ব নীতি, রপ্তানিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি, স্বাভাবিক কোভিড পরিস্থিতি, জীবন-জীবিকার পুনরুদ্ধার, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন, কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন, পদ্মা সেতুসহ কয়েকটি মেগা প্রকল্পের সমাপ্তির ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আবার প্রাক-মহামারী পর্যায়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় অগ্রসর হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট হাইলাইটস

কোভিড-১৯ ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট হতে উত্তরণের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের আকার বা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬,৭৮,০৬৪কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৫.২ শতাংশ। পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪,৩১,৯৯৮ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২,৪৬,০৬৬ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪,৩৩,০০০ কোটি টাকা, যা

জিডিপি'র ৯.৭ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎস হতে ৩,৭০,০০০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এনবিআর বহির্ভূত উৎস হতে কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৮,০০০ কোটি টাকা এবং কর-বহির্ভূত খাত থেকে রাজস্ব আহরণের পরিমান ৪৫,০০০ কোটি টাকা। সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে অনুদান ব্যতীত ২,৪৫,০৬৪ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.৫ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস হতে ২.২ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৩.৩ শতাংশ নির্বাহের পরিকল্পনা রয়েছে।

কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ

কোভিড-১৯ অতিমারির ফলে বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় দেশে দেশে সরকারগণ নানা ধরনের প্রণোদনা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কোভিড-১৯ থেকে উদ্ভূত বৈশ্বিক মহামারির ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় এবং অর্থনীতির উপর এর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং দিক নির্দেশনায় সরকার স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে একটি সামগ্রিক কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এসকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার ভিত্তিতে সরকার ২৮টি কর্মসূচি সম্বলিত ১,৮৭,৬৭৯ কোটি টাকার সামগ্রিক একটি প্রণোদনা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্যাকেজ (জিডিপির ৫.৩১ শতাংশ) ঘোষণা করে যা জরুরি স্বাস্থ্য সেবা, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখা ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

অর্থ বিভাগের প্রকল্পসমূহ

২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অর্থ বিভাগের মোট ৪টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পগুলো হচ্ছে- ১) ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (IPFF II); ২) স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP); ৩) জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তিকরণ (IBFCR) এবং ৪) সাপোর্টিং টেকনিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটি। এ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ৩৮,০২৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। তন্মধ্যে জিওবি ৫,৫৭৯.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩২,৪৪৪.০০ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ের পরিমাণ ৩২,৭০৩.৫৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪,৪৬৪.৫৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৮,২৩৯.০০ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ৮৬.০০ শতাংশ।

রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহ

পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদের সহজলভ্যতা আরও ভালোভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস (fiscal forecasting), বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন উন্নতকরণ এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) শীর্ষক কর্মসূচি ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে শুরু হয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পন্ন হবে। PFM (Public Financial Management) Action Plan 2018-2023-এর ১৪টি কম্পোনেন্ট এর মধ্যে অর্থ বিভাগের অধীন ৮টি কম্পোনেন্ট SPFMS কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অধ্যায়-১
অর্থ বিভাগের ভিশন, মিশন ও সাংগঠনিক কাঠামো

ভিশন : দূরদর্শী ও টেকসই সরকারি অর্থ-ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

মিশন : বিচক্ষণ আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও সুষ্ঠু অর্থ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও সরকারের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ।

অর্থ বিভাগের বিস্তারিত কার্যাবলী

Rules of Business, ১৯৯৬-এর Schedule-I এ প্রদত্ত "Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions" মোতাবেক অর্থ বিভাগের বিস্তারিত কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- সরকারের অন্যান্য বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে রাজস্ব ও মুদ্রানীতি প্রণয়ন;
- রাজস্ব ও মুদ্রানীতি পর্যালোচনা;
- আর্থিক নীতিমালার ওপর গবেষণা এবং বিশ্লেষণ, এ সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বাজেটের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর সার-সংক্ষেপ প্রকাশ
- বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং নিরীক্ষা ও হিসাব সম্পর্কিত বিষয়াবলী;
- বাজেট এবং উপায় ও উপকরণ; উপযোজন এবং পুনঃউপযোজন;
- নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশনসমূহের বাজেট পরীক্ষা এবং অনুমোদন:
    - যে সকল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশনসমূহের বিনিয়োগকৃত পুঁজিতে লোকসান নেই, তাদের বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অনুমোদন করবে এবং শুধুমাত্র সংকলনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে;
    - যে সকল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশনসমূহে ঘাটতি দেখানো হয়, তাদের বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে অর্থ বিভাগ নিরীক্ষণ ও অনুমোদন করবে;
    - যে সকল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশনসমূহ ঋণ/অনুদানভুক্ত রয়েছে, তাদের বাজেটের সম্মতির জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে।
- বেতন স্কেল/বেতন নির্ধারণ/বিশেষ বেতন/কারিগরি বেতন/অতিরিক্ত বেতন ইত্যাদি এবং এতদবিষয়ে বিধানাবলী প্রণয়ন;
- ছুটি সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রণয়ন এবং এর অধীনে প্রয়োজনীয় আদেশ/নির্দেশ জারীকরণ;
- পেনশন/আনুতোষিক এবং অবসর সুবিধা সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রণয়ন এবং এর অধীনে প্রয়োজনীয় আদেশ/নির্দেশ জারীকরণ;
- ভ্রমণ ভাতা সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রণয়ন এবং সকল ভাতা ও প্রান্তিক সুবিধাদি মঞ্জুরি জ্ঞাপন;
- সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রণয়ন;
- ব্যয় ব্যবস্থাপনা;
- আন্তঃদেশীয়/ আন্তঃসরকার পর্যায়ে আর্থিক বিষয়াবলীর নিষ্পত্তি;

- অর্থের যোগান, মুদ্রা, ধাতবমুদ্রা এবং লিগ্যাল টেন্ডার;
- স্বর্ণ ও রূপার আমদানি ও রপ্তানি;
- সকল ধরণের নেগোশিয়্যাবল ইন্সট্রুমেন্টস, টাকশাল এবং সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস;
- নগদ সম্পদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার বাজেট ব্যবস্থাপনা;
- বৈদেশিক বিনিময়ের বিধি-বিধান;
- বিনিময় হার নীতি;
- আইএমএফ সংক্রান্ত বিষয়াবলী;
- ঋণ সংগ্রহ;
- সকল উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক বিষয় পরীক্ষাকরণ;
- হিসাব সংক্রান্ত পদ্ধতি ও বিধানাবলী, ট্রেজারি এবং সাব-ট্রেজারি সমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ;
- সরকারি হিসাব কমিটি;
- নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব যাচাই এবং নতুন ব্যয়ের পরিকল্পনাসমূহ পরীক্ষাকরণ;
- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের পারিশ্রমিক;
- ঋণ এবং সাহায্যসহ সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা;
- সাধারণ ভবিষ্য তহবিল;
- সরকারি সংস্থা যেমন- কর্পোরেশন, পৌরসভা প্রভৃতি কর্তৃক গৃহীত ঋণ বিষয়ক কার্যক্রম;
- শিল্প, ব্যবসা, কৃষি এবং গৃহায়ণের উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন;
- একীভূত জাতীয় গ্রেডসমূহ এবং বেতন স্কেল (National unified grades and scales) ও এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন;
- মন্ত্রিপরিষদ কমিটিকে বেতন ও চাকুরি প্রতিবেদন এবং এতদসম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- বেতন এবং সার্ভিস সংক্রান্ত কর্মদলকে (Working Group) সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে সরকারি অফিসসমূহ এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনসমূহ পরিদর্শন:
    - আর্থিক শৃংখলা এবং এর যুক্তিযুক্ততা ইত্যাদি পালিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
    - সরকারি তহবিল সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা এবং সরকারি পরিসম্পদ/সম্পদের অপচয় রোধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
    - সরকারি সম্পত্তি/সম্পদের লোকসান হওয়ার ফলে অনিয়ম ইত্যাদির জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা।
- আর্থিক শৃংখলা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও মিতব্যয়িতা অর্জনের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো ও আর্থিক বিধি-পদ্ধতির উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান;
- জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোতে লোকসান বা কম মুনাফার কারণগুলো পরীক্ষা করে প্রতিকারের জন্য পরামর্শ প্রদান;
- বিসিএস (নিরীক্ষা এবং হিসাব) ক্যাডার এর প্রশাসন;
- আর্থিক বিধানাবলীসহ সচিবালয় প্রশাসন;
- এই বিভাগের অধীন অফিস ও সংস্থাসমূহের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ;
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশের সাথে চুক্তি সম্পর্কিত বিষয় এবং এই বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগ;
- বিভাগে ন্যস্ত বিষয়াদি সংক্রান্ত সকল আইনের খসড়া প্রণয়ন;
- বিভাগে ন্যস্ত যে কোন বিষয়ের উপর তদন্ত অনুষ্ঠান এবং প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান/উপাত্ত সংগ্রহ; এবং
- আদালতে গৃহীত ফি ছাড়া এই বিভাগে যে কোন বিষয়ের ফি নির্ধারণ।

অর্থ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

অর্থ বিভাগ ১০টি অনুবিভাগ: বাজেট অনুবিভাগ-১, বাজেট অনুবিভাগ-২, ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ, প্রবিধি অনুবিভাগ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ, মনিটরিং সেল এবং ০২টি আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা: মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় এবং হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় নিয়ে গঠিত।

- অর্থ বিভাগের জনবল কাঠামোতে মোট অনুমোদিত পদসংখ্যা ৬০৪ (প্রথম শ্রেণীর পদ ১৪৬টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ ১৭৬টি , তৃতীয় শ্রেণীর পদ ১৬৯টি ও চতুর্থ শ্রেণীর পদ ১১৩টি)। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ৫৪৯টি এবং শূন্য পদ ৫৫টি;
- মনিটরিং সেল এর মোট অনুমোদিত পদসংখ্যা ৩৬ (প্রথম শ্রেণীর পদ ১৮টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ ৩টি , তৃতীয় শ্রেণীর পদ ৯টি ও চতুর্থ শ্রেণীর পদ ৬টি)। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ১৭টি এবং শূন্য পদ ১৯টি;
- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং এর অধীনস্থ অফিসসমূহে মোট মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা ৫,৭৮৩। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ৩,৬৯৬টি এবং শূন্য পদ ২,০৮৭টি; এবং
- হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৭,৯৭৩। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ৩৭১৭টি এবং শূন্য পদ ৪,২৫৬টি।

অর্থ বিভাগের জনবল কাঠামো:

শ্রেণি	অনুমোদিত	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
১ম শ্রেণি	১৪৬	১৪৩	০৩
২য় শ্রেণি	১৭৬	১৬১	১৫
৩য় শ্রেণি	১৬৯	১৫০	১৯
৪র্থ শ্রেণি	১১৩	৯৫	১৮
মোট	৬০৪	৫৪৯	৫৫

অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল:

শ্রেণি	অনুমোদিত	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
১ম শ্রেণি	১৮	০৮	১০
২য় শ্রেণি	০৩	০১	০২
৩য় শ্রেণি	০৯	০৫	০৪
৪র্থ শ্রেণি	০৬	০৩	০৩
মোট	৩৬	১৭	১৯

অর্থ বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা:

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
অর্থ বিভাগ (মনিটরিং সেলসহ)	৬৪০	**৫৬৬**	৭৪
মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	৫৭৮৩	৩৬৯৬	২০৮৭
হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক কার্যালয়	৭৯৭৩	৩৭১৭	৪২৫৬
সর্বমোট	১৪৩৯৬	৭৯৭৯	৬৪১৭

অধ্যায়-২
অর্থ বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও সংস্থাসমূহের কার্যাবলী

বাজেট অনুবিভাগ-১

বাজেট-১ অনুবিভাগ জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করে তা যথাসময়ে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করে। সরকারের আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বাজেট অনুবিভাগের প্রধান কাজ। বাজেট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পদ আহরণ এবং তা সুষম বন্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ অনুবিভাগ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া, সরকারের আয় ও ব্যয় পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ, বাজেটের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বন্টনযোগ্য সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ এবং শ্রেণিবিন্যাস কাঠামোর সংরক্ষণ ও আধুনিকায়ন এ অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অধিকন্তু, বাজেট মনিটরিং ও সম্পদ কমিটি এবং এ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান, আর্থিক সংশ্লেষ সম্পন্ন বিল ও অর্থ বিল প্রক্রিয়াকরণ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও তদারকি বাজেট অনুবিভাগ-১ এর কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট অনুবিভাগ-১ এর গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

- ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের সংশোধিত কর্তৃত্ব বিগত ০৭ মার্চ ২০২২ তারিখে জারি করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নপূর্বক নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক বাজেট বই প্রকাশ করা হয়েছে যাতে নিম্নেবর্ণিত বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশ করা হয়েছেঃ
    - মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো (MBF)
    - সংযুক্ত তহবিল প্রাপ্তি (বিস্তারিত)
    - মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (পরিচালন ও উন্নয়ন)
    - মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবি (পরিচালন) এবং
    - মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবি (উন্নয়ন)।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে নিম্নোক্ত বাজেট প্রকাশনাসমূহ প্রকাশ করা হয়েছেঃ
    - বাজেট বক্তৃতা
    - বাজেটের সংক্ষিপ্তসার
    - বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি
    - সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি
    - মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি
    - প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব
    - সংযুক্ত তহবিল-প্রাপ্তি
    - মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (পরিচালন ও উন্নয়ন)
    - বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন)
    - টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়নঃ বাজেট প্রতিবেদন ২০২১-২২ এবং

- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো।

➢ ২০২১-২২ অর্থবছরে নিম্নোক্ত বাজেট প্রকাশনাসমূহের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছেঃ

- Budget Speech
- Budget in Brief
- Annual Financial Statement
- Medium Term Macro Economic Policy Statement
- Consolidated Fund Receipts
- Demands for Grants and Appropriations (Operational and Development)
- Medium Term Budget Framework
- Climate Financing for Sustainable Development: Budget Report 2021-22 .

➢ ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিচালন বাজেট হতে অর্থায়নযোগ্য উন্নয়ন কর্মসূচির (PPNB) আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০১টি উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

➢ ২০২১-২২ অর্থবছরে মৃত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত সরকারি ঋণ ও সুদ মওকুফের মোট ১৩৭টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে;

➢ ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত মোট ৯৫০টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে; এবং

➢ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদের সহজলভ্যতা আরো ভালোভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস (Fiscal Forecasting), বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন উন্নতকরণ এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) নামে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ১০০ মিলিয়ন ডলারের একটি পাঁচ বছর মেয়াদি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাজেট অনুবিভাগ-২

বাজেট-২ অনুবিভাগ উন্নয়ন প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণসহ উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজের সমন্বয় এবং নতুন প্রকল্পের জন্য কোড প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিশেষ হিসাব খোলার অনুমোদন, বাণিজ্যিক ব্যাংক মনোনয়ন এবং বিশেষ হিসাব থেকে অর্থ ব্যবহারের জন্য অথরাইজেশন জারি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার, পুনর্ভরণ পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়নকালে উন্নয়ন প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটির মাধ্যমে সুপারিশ প্রদান করে থাকে। এছাড়া উন্নয়ন বাজেট সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলী এ অনুবিভাগ হতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- **উন্নয়ন বাজেট বই প্রণয়নঃ** ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (উন্নয়ন) বই ও ২০২১-২২ অর্থবছরের সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি প্রণয়ন করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ‘মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পুস্তিকা’ নামক ১টি পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- **এমটিবিএফ এর আওতায় বাজেট প্রণয়নঃ** আর্থিক ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।
- **মন্ত্রণালয়সমূহের বাজেট বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণঃ** অনুবিভাগের ১৩টি বাজেট শাখার আওতাধীন ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের IBAS++ সংস্কার বা রিফর্মের আওতায় বাজেট এক্সিকিউশন এর যথাযথ প্রয়োগ করা হচ্ছে। BIP (Budget Implementation Plan) এর মাধ্যমে ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট বিভাজন এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- **নতুন প্রকল্পের জনবল নির্ধারণঃ** নতুন প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বাজেট এবং সামষ্টিক অর্থনীতি) এর সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির মধ্যমে ২৬টি সভায় ১৬৮টি নতুন প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রয়োজনীয় পদ/জনবল নির্ধারণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- **পরিচালন বাজেট থেকে কর্মসূচি গ্রহণঃ** ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট অনুবিভাগ-২ এর আওতাধীন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১৩টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ) খাতের বরাদ্দের বিষয়ে বিশেষ হিসাব খোলার অনুমোদন, বাণিজ্যিক ব্যাংক মনোনয়ন এবং বিশেষ হিসাব থেকে অর্থ ব্যবহারের জন্য বাজেট অথরাইজেশন জারি করা হয়েছে;
- ১৩টি বাজেট শাখার আওতাধীন ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অর্থ ছাড় করা হয়েছে;

- ১৩টি বাজেট শাখার আওতাধীন ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট একনেক, ক্রয় সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপিত বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের বিভিন্ন ঋণ চুক্তি, বাণিজ্য চুক্তি ও প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের উপর অর্থ বিভাগের মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিম্নোক্ত আইন/বিধির উপর মতামত প্রদান করা হয়েছেঃ

  (১) 'মহাসড়ক রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা ২০২১ (খসড়া) উপর মতামত প্রদান' (২) 'সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড ২০২১ (খসড়া) উপর খসড়ার উপর মতামত প্রদান' (৩) নগর পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন ২০২১ এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান' (৪) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে 'বঙ্গবন্ধু পদক নীতিমালা ২০২২' এর খসড়ার উপর মতামত (৫) National Adaptation Plan (NAP)-এর ড্রাফটের উপর মতামত (৬) রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০২২ এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান ' (৭) বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০২২ এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান ' (৮) সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০২২ এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান ' (৯) বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সী (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০১৪ এর মতামত প্রদান' (১০) বিমান দুর্ঘটনা ও মারাত্মক ঘটনা তদন্ত বিধিমালা-২০২১ এ মতামত (১১) বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা ২০২২ এবং বাংলাদেশ ট্যুর গাইড (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা -২০২২ উপর মতামত প্রদান; (১২) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল তহবিল পরিচালনা বিধিমালা ২০২২ এর উপর অর্থ বিভাগের মতামত প্রদান।

- মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের যানবাহন ক্রয়ের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এর অধীন ২১টি জুট মিলের অবসানকৃত ও অবসরপ্রাপ্ত স্থায়ী শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে;
- সোনালী ব্যাংক লি: কর্তৃক বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এর অধীন ৬টি জুট মিলের অবসানকৃত ও অবসরপ্রাপ্ত স্থায়ী শ্রমিকদের অনুকূলে ইস্যুকৃত সঞ্চয়পত্রের সমপরিমাণ টাকা পুনর্ভরণ করা হয়েছে।

ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের মূল কার্যক্রম হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ এবং বাজেট অনুবিভাগসমূহের কাজের সাথে সমন্বিতভাবে কর রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এবং কর রাজস্ব আদায়ের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ; জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতা বহির্ভূত কর-রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন; কর বহির্ভূত রাজস্ব ধার্য ও আদায় কার্যক্রম পরিবীক্ষণ; ঋণ মিশ্রণ (Debt Mix) অর্থাৎ ঋণ কোন্ কোন্ সূত্র থেকে গৃহীত হবে তা নির্ধারণ; বৈদেশিক ঋণের শর্ত-নির্ভরশীলতা (Conditionality) ও সরকারি ঋণের টেকসই অবস্থা (Debt Sustainability) বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ; সরকারি বন্ডের বাজার সম্প্রসারণ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা; বাংলাদেশ সরকারের প্রাপ্য ডিএসএল (Debt Service Liability) এর অর্থ আদায়; সরকারের বাজেট থেকে প্রদত্ত ঋণ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন এবং বৈদেশিক চুক্তি সংক্রান্ত খসড়া পর্যালোচনা। ২০২১-২২ অর্থবছরে ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ এর সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

ডিএসএল

- স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানের ২৭টি সম্পূরক ঋণ চুক্তি এবং ০৩টি ঋণ চুক্তির বিষয়ে মতামত প্রদান;
- স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানে সরকার কর্তৃক প্রদেয় বৈদেশিক ও জিওবি ঋণসমূহের সুদ মওকুফ, ঋণ ইক্যুইটিতে রূপান্তর, সুদের হার পুনঃনির্ধারণ এবং প্রকল্পের অর্থছাড়ের বিষয়ে মতামত প্রদান;
- স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানের দায় দেনা/ ঋণ/মূলধন ইত্যাদি বিষয় প্রক্রিয়াকরণ ও এতদসংক্রান্ত সংক্রান্ত চাহিত তথ্য সরবরাহ;
- স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের জন্য ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল এর মেয়াদ বর্ধিতকরণের বিষয়ে মতামত প্রদান;
- সরকারের নিকট গৃহীত ডিএসএল বাবদ প্রাপ্য বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ৫২ টি পৌরসভাকে পত্র প্রেরণ;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরকারের বিনিয়োগের অবস্থান ও বিনিয়োগের বিপরীতে লভ্যাংশের তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা;
- আইবাস$_{++}$ অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে সরকারের ঋণ ও ইক্যুইটির হিসাব অটোমেশনের উদ্দেশ্যে Financial Asset Management Information System (FAMIS) তৈরির জন্য Functional Requirements Document (FRD) প্রণয়ন এবং কারিগরী সহায়তার অনুরোধ জানিয়ে SPFMS কর্মসূচি কর্তৃপক্ষ বরাবরে পত্র প্রেরণ;
- স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানের নিকট ঋণ চুক্তি/ সম্পূরক ঋণচুক্তি'র বিপরীতে সুদাসল ও মূলধনের বিপরীতে লভ্যাংশ বাবদ সরকারের পাওনা বিষয়ে প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ধারাবাহিকভাবে হিসাব সমন্বয়করণ (reconciliation); এবং
- ফাইনান্সিয়াল রিপোটিং কাউন্সিল (এফআরসি) এর অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির অর্থছাড়করণ এবং এফআরসি'র প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্নকরণ।

ট্রেজারি ব্যবস্থাপনা

মুদ্রা মুদ্রণঃ ২ ও ৫ টাকা মূল্যমানের কারেন্সি নোটে অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষর সংযোজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

প্যাডলক সরবরাহঃ নড়াইল, ঝিনাইদহ, দিনাজপুর ও মাগুরা জেলা ট্রেজারির নিরাপত্তার জন্য অর্থ বিভাগের হিসাব শাখায় রক্ষিত আমেরিকান লক কোম্পানির প্যাডলক সরবরাহ;

অচল ঘোষিত স্ট্যাম্প বিনষ্টকরণঃ পঞ্চগড়, বরগুনা ও সাতক্ষীরা জেলা ট্রেজারিতে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে অচল ঘোষিত, ব্যবহার অনুপযোগী ও চাহিদাবিহীন স্ট্যাম্পসমূহ বিনষ্টকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ট্রেজারি কার্যক্রম চালুকরণ: সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কর্ণফুলী শাখা, চট্টগ্রাম-এ ট্রেজারি কার্যক্রম (আদান-প্রদান) পরিচালনার বিষয়ে অনাপত্তি প্রদান;

বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ বরাদ্দঃ ট্রেজারি প্রতিষ্ঠান খাতের ১০,৯০২ বাজেট প্রনয়ন ও অর্থ বিতরণ এবং মুদ্রা ব্যবস্থাপনা খাতে ১২০০০০৫০২ অর্থ ছাড়করণ।

পিপিপি ইউনিট

- Rules for Public Private Partnership Technical Assistance Financing, 2018 অনুযায়ী পিপিপি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ বা চুক্তিকারী সংস্থা থেকে বর্তমানে চলমান ০৬ টি পিপিপি প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পর্যালোচনা;
- Upgrading of Gabtoli- Savar- Nabinagar Highway into 6–Lane Expressway on PPP Basis” শীর্ষক পিপিপি প্রকল্পের Viability Gap Financing (VGF) Proposal Form সংক্রান্ত পত্র প্রক্রিয়াকরণ;
- পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নার্থে অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত Viability Gap Financing (VGF) এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে Bangladesh Infrastructure Finance Fund Limited (BIFFL)-বরাবর পত্র প্রেরণ;
- Bangladesh Infrastructure Finance Fund Limited (BIFFL)- এর যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- Rules for Public Private Partnership Technical Assistance Financing, 2018 অনুযায়ী “ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে” শীর্ষক পিপিপি প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সেতু বিভাগে পত্র প্রেরণ এবং পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রাপ্তির ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- Rules for Viability Gap Financing for Public Private Partnership Projects, 2018 অনুযায়ী পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নার্থে অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত Viability Gap Financing (VGF) এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিধিমতে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য “জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর (ঢাকা-বাইপাস) সড়কটি ৪ লেনে উন্নীতকরণ” শীর্ষক পিপিপি প্রকল্পের Contracting Authority তথা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং Lenders Representative হিসেবে Bangladesh Infrastructure Finance Fund Limited (BIFFL) বরাবর পত্র প্রেরণ এবং পরবর্তীতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- Bangladesh-Japan Public Private Joint Economic Dialogue (PPED) এর ৫ম বৈঠকের প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে বিগত ১২/১২/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তথ্য প্রেরণ;
- Rules for Public Private Partnership Technical Assistance Financing, 2018 অনুযায়ী PPPTAF তহবিলের হালনাগাদ নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পিপিপি কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণ এবং পরবর্তীতে PPPTAF তহবিলের হালনাগাদ নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও কম্পট্রোলার এন্ড

অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পিপিপি কর্তৃপক্ষ বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ।

- Public-Private Partnership Activities in Bangladesh-শীর্ষক বিষয়ে ADB-এর 'Virtual Consultation Mission'- সংক্রান্ত মতামত প্রদান;
- পিপিপি কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত পিপিপি উদ্যোগে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ ও উত্থাপিত পিপিপি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান।

নগদ ও প্রচ্ছন্ন দায় ব্যবস্থাপনা

- বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারি মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অর্থায়ন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য বা সেবা আমদানি অর্থায়নে গৃহীত ৪৬,২৯০ কোটি টাকার ঋণের বিপরীতে মোট ৭২ টি রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি প্রদান;
- বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারি মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অর্থায়ন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য বা সেবা আমদানি অর্থায়নে গৃহীত ঋণের বিপরীতে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির নীতিগত সম্মতি প্রদান;
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক জ্বালানি তেল আমদানির লক্ষ্যে ITFC- জেদ্দা থেকে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহণের বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত প্রদান;
- স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান প্রদান আইন, ২০২০ অনুযায়ী স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৯,৭০০ কোটি টাকা সরকারের কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায়; এবং
- সরকারি ঋণ আইন, ২০২১ এর ভেটিংকৃত খসড়া বিল মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ সম্মতি গ্রহণপূর্বক মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন।

এনটিআরঃ

- সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত ঋণ ও অন্যান্য খাত হতে করবহির্ভূত রাজস্ব বাবদ মোট ৩২,৫৯২ কোটি টাকা (সাময়িক হিসাবমতে) আদায়।
- ২০২০-২১ এর সংশোধিত এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরের নন-এনবিআর ও নন-ট্যাক্স রেভিনিউ বাজেট প্রণয়ন;
- নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আইটেমসমূহের রেইট সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ-ভিত্তিক ডাটা-বেইজ প্রণয়ন এবং ইতোমধ্যে ৪৫টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের রেইট সম্পর্কিত তথ্যাদি ডাটা-বেইজ এ সন্নিবেশকরণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আইটেমসমূহের রেইট নির্ধারণ ও পুন:নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতি/মতামত প্রদান;
- করবহির্ভূত রাজস্ব আদায় বিষয়ে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের বিদ্যমান উৎস ও পরিমাণ চিহ্নিতকরণ, পুরাতন রেইটসমূহ হালনাগাদ করে যৌক্তিক পর্যায়ে পুন:নির্ধারণ, রাজস্ব আয় সরকারি কোষাগারে সঠিক নিয়ম ও Real Time এ জমা প্রদান, আয়ের নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে এর ভিত্তি সম্প্রসারণ এবং সেবা প্রদানের পদ্ধতি অটোমেশন ও সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে 'A Way to Enhance Revenue Through NTR (Non-Tax Revenue) in Bangladesh' শীর্ষক পর্যায়ক্রমিক কর্মশালা অনুষ্ঠানের আয়োজন; এবং

- উল্লিখিত বিষয়ে ৩টি কর্মশালার মাধ্যমে ১৩টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও তাঁদের আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সম্ভবনা চিহ্নিতকরণ।

ঋণ ব্যবস্থাপনা

- সরকারের রাজস্ব নীতির (Fiscal Policy) আলোকে ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক ঋণ সংগ্রহের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও এ সংক্রান্ত কৌশল (Strategy) নির্ধারণ;
    - ব্যাংকিং উৎস (Market) হতে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধের প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও প্রক্ষেপণ প্রণয়ন;
    - ব্যাংক বর্হিভূত উৎস (Retail) হতে গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধের প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও প্রক্ষেপণ প্রণয়ন;
- সরকারের দৈনিক নগদ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ডের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের জন্য প্রতিমাসে অকশন ক্যালেন্ডার প্রণয়ন;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১০,০০০ কোটি টাকার শরীয়াসম্মত সরকারি সিকিউরিটিজ (সুকুক) ইস্যুকরণ;
- সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন কার্যালয়, যেমন- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাধে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ এর সভাপতিত্বে Cash & Debt Management Committee (CDMC) এর ২টি সভা ও যুগ্মসচিব (ঋণ ব্যবস্থাপনা) এর সভাপতিত্বে Cash and Debt Management Technical Committee (CDMTC) এর ৬টি সভা অনুষ্ঠান; একই সাথে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- অর্থ বছরের শেষে সরকারের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গৃহীত ঋণের স্থিতি বিবরণী প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী Redemption Profile প্রণয়ন;
- সরকারের ঋণ সংক্রান্ত হিসাব হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয়করণ (Reconciliation) এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ;
- বন্ড বাজারের গভীরতা বৃদ্ধির কৌশল ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে সরকারি সিকিউরিটিজের প্রাইমারি ডিলারদের সাথে মতবিনিময়;
- Debt Bulletin প্রণয়ন;
- সরকারের মধ্যমেয়াদি ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল (২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪) এর খসড়া প্রণয়ন; DAFAS V 6.0 এ ঋণ ডাটা সংরক্ষণ;
- SPFMS Project এর Component-3: Strengthening The Capacity of Treasury and Debt Management Wing of Finance Division এর Action Plan প্রণয়ন ও যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন; এবং
- Credit Rating Agency, IMR Article IV মিশন, Technical Assistance (TA), ইত্যাদির সাথে সভাকরণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহকরণ।

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে। অর্থনীতির চারটি খাত তথা প্রকৃত, রাজস্ব, মুদ্রা ও আর্থিক খাত এবং বহিস্থঃ খাতের আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে Aggregate Fiscal Discipline নিশ্চিত করা, মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (Medium Term Macroeconomic Framework-MTMF) প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে তা হালনাগাদকরণ, 'আর্থিক, মুদ্রা ও বিনিময় হার সংক্রান্ত কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল' সভার জন্য তথ্যবহুল কার্যপত্র প্রণয়ন, বাজেট বক্তৃতার খসড়া প্রণয়ন ও সম্পাদন, মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (Medium Term Macroeconomic Policy Statement) সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ প্রণয়ন করে থাকে। বিশ্ব ও দেশীয় অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণের পাশাপাশি এ নীতি বিবৃতিতে সরকারের মধ্যমেয়াদি চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাব্য নীতি-কৌশলের তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। পাশাপাশি, মধ্যমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ, সরকারের রাজস্ব নীতির কৌশলগত অগ্রাধিকারসমূহ, সরকারের রাজস্ব আয়, সরকারি ব্যয়, বাজেট ঘাটতি, অর্থায়ন, অর্থায়নের উৎস, সরকারের ঋণ কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। বাজেটে ঘোষিত প্রতিশ্রুতিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা এ অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ হতে বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে প্রস্তুত করা হয় 'বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয় ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন। সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ১৫(৪) ধারা অনুযায়ী এ প্রতিবেদন পেশ করা হয় জাতীয় সংসদে। সমসাময়িক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক বিষয়ে ধারনা/কৌশলপত্র প্রণয়ন সামষ্টিক অর্থনৈতিক অনুবিভাগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাজেট প্রণয়নকালে প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় এ সকল ধারণাপত্রে উপস্থাপিত নীতিকৌশলগত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা হয়। প্রণীত এসকল ধারণাপত্রের মধ্যে কয়েকটি ইতোমধ্যে সরকারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি-কৌশলের ভিত্তি হিসেবেও কাজ করেছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী ও অর্জনসমূহ :

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো সম্পর্কিত কার্যাবলী

- ডিসেম্বর ২০২১ ও এপ্রিল ২০২২ সময়ের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (Medium Term Macroeconomic Framework – MTMF) হালনাগাদকরণ;
- মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে এমটিএমএফ ওয়ার্কিং গ্রুপের সভাসমূহ আয়োজন;
- আর্থিক, মুদ্রা ও বিনিময় হার সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং এদের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০২১ এবং এপ্রিল ২০২২ মাসে এতদসংক্রান্ত কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের সভা আয়োজন;
  - এতদবিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে ছিল সভার কার্যপত্র প্রণয়ন, রেকর্ড নোট প্রস্তুতকরণ, সার সংক্ষেপ মাননীয় অর্থমন্ত্রী সমীপে উপস্থাপন এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে অবহিতকরণের যাবতীয় সাচিবিক কার্যাদি সম্পাদন।
- সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ধারা ১১ অনুযায়ী জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদি (২০২১-২২ হতে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত) সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (বাংলা ও ইংরেজী সংস্করণ) প্রণয়ন;
- ডাইনামিক ম্যাক্রোইকোনোমেট্রিক মডেল তৈরীর লক্ষ্যে সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগের অধীন "Improvement of Fiscal Forecasting through Development of Macroeconometric Model" শীর্ষক স্কীম বাস্তবায়নের ৩য় বৎসরের কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

- অর্থ বিভাগের Macroeconometric Model-এ ব্যবহারের জন্য Software Requirement চূড়ান্তকরণ এবং
- Macro-Fiscal Database তৈরির কাজ সম্পাদন।

বাজেট সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতার ইনপুট সংগ্রহের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের বরাবরে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ, ইনপুট সংগ্রহ ও সংকলন;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতার খসড়া প্রণয়ন;
- বাজেট বক্তৃতার ইংরেজি অনুবাদকরণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সমাপনী বাজেট বক্তৃতার খসড়া প্রণয়ন;
- বিগত ১৩ বছরের (২০০৯-২০১০ হতে ২০২১-২২) বাজেটে ঘোষিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন/ সারণি প্রস্তুতকরণ (ইতোমধ্যে সফলভাবে বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন, চলমান ইত্যাদি);
- বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ, বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি মেট্রিক্স প্রণয়ন এবং তা হালনাগাদকরণ;
- সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৫ অনুযায়ী জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন ও আয় ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- মাননীয় অর্থমন্ত্রী সমীপে উপস্থাপিত বাজেটপূর্ব ব্রিফিং এর জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট অংশের জন্য তথ্য উপাত্ত প্রদান এবং পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড প্রস্তুতকরণ;
- করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে নেয়া প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে বাজেট সহায়তা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা অর্থ বিভাগের পক্ষে সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ সমন্বয় করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ওপেক ফান্ড, জাপান সরকার, এআইআইবি, এএফডি এবং দক্ষিণ কোরিয়া সরকার হতে প্রায় তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ ও অনুদান বাজেট সাপোর্ট আকারে সফলভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করা সম্ভব হয়েছে;
- কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ক্রয়ের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের নিকট হতে ৯৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণচুক্তি সম্পাদন এবং ডিসবার্সমেন্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত প্রোগ্রামে অর্থ বিভাগ Executing Agency হিসেবে কাজ করছে;
- কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ক্রয়ের জন্য ইউরোপীয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের সাথে ২৪০ মিলিয়ন ইউরোর ভ্যাকসিন সাপোর্ট প্রোগ্রামের সফল নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে। অর্থ বিভাগ এ প্রোগ্রামের Executing Agency হিসেবে কাজ করছে এবং অর্থ বিভাগের পক্ষে সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ সার্বিক বাস্তবায়নের কাজ করছে। এবং
- কোভিড-১৯ অতিমারি মহামারির অর্থনৈতিক প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবিলা এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য দিকনির্দেশনায় প্রণীত ২৮টি কার্যক্রম সম্বলিত প্রায় ১,৮৭,৬৭৯ কোটি টাকার প্রণোদনা কর্মসূচিসমূহের পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু করে তা নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা।

ক্রেডিট রেটিং সংক্রান্ত কার্যাবলী

- দেশের উন্নত ঋণমান বজায় রাখার কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে Standard & Poor’s (S&P), Moody’s Investor Service ও Fitch Rating Agency আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং সংস্থাসমূহের সাথে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে তাদের হালনাগাদ তথ্য সরবরাহকরণ।

রিপোর্টিং ও পুস্তিকা প্রণয়ন

- Monthly Macro-fiscal Update শীর্ষক ১২টি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ;
- Monthly Report on Fiscal Position শীর্ষক ১২টি রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ এবং তা অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ;
- Socioeconomic Progress and Recent Macroeconomic Development in Bangladesh শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন এবং তা অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ;
- Bangladesh Marches On শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন এবং তা অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং
- পরিকল্পনা বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে Bangladesh at 50: Realization of Dreams through Humane and Partiotic Leadership শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন এবং তা অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ;

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদন: প্রণীত ধারণাপত্র/পলিসি নোট প্রণয়ন

- জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ মেয়াদে ০৫ টি পলিসি নোটস্ প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলোর বিষয় ছিলঃ
  - বাংলাদেশ রেলওয়ের পুনর্গঠন;
  - সার, তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতে ভর্তুকি প্রত্যাহার/ মূল্য সমন্বয়, মূল্যস্ফীতিতে উহার সম্ভাব্য প্রভাব ও তা নিয়ন্ত্রণে গ্রহণীয় সম্ভাব্য নীতি-কৌশল;
  - শ্রীলংকার অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি পর্যালোচনা;
  - ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান এবং বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে এর সম্ভাব্য প্রভাব; এবং
  - Socioeconomic Progress and Recent Macroeconomic Development in Bangladesh. এসকল পলিসি নোটস্ অতীব গোপনীয় বিধায় সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়নি।
- দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব নিয়মিত মূল্যায়ন ও সুপারিশমালা প্রণয়ন।

দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত কার্যাদি

- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ- International Monetary Fund (IMF), International Bank for Reconstruction and Development (World Bank), Asian Developemnt (ADB), Japan International Cooperation Agency (JICA), Agence Française de Developpement (AFD), European Union, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Korea Economic Development Co-operation Fund (EDCF), OPEC Fund for International Development (OFID) ইত্যাদির সাথে বাজেট সহায়তা ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং বিষয়ে ২০২১ সালের এপ্রিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির কাজে সহায়তার জন্য পরবর্তীতে বিষয়ভিত্তিক ৭টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ ও ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ (Internal Resource Mobilization & Tariff Rationalization) বিষয়ক সাব-কমিটি সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ এর সভাপতিত্বে (Lead) এবং

চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সহ-সভাপতিত্বে (Co-Lead) গঠন করা হয়। এই সাব-কমিটির অন্য সদস্যরা হচ্ছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, এফবিসিসিআই ও বিআইডিএস এর প্রতিনিধিবৃন্দ। অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ ও ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ বিষয়ক সাব-কমিটির উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পাদনের সুবিধার্থে উক্ত সাব-কমিটির অধীনে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন ইস্যু পর্যালোচনা করে বিস্তারিত সুপারিশমালা প্রস্তুত করার জন্য তিনটি পৃথক স্টাডি গ্রুপ গঠন করা হয়। এগুলো হলো:

- কর সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও পদ্ধতি সংস্কার বিষয়ক স্টাডি গ্রুপ, যার সমন্বয়ক হলেন সদস্য কর নীতি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;
- ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ বিষয়ক স্টাডি গ্রুপ, যার সমন্বয়ক হলেন সদস্য শুল্ক নীতি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড: এবং
- সাবসিডি বিষয়ক স্টাডি গ্রুপ, যার সমন্বয়ক হলেন মহাপরিচালক, মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

এ তিনটি স্টাডি গ্রুপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো বৃহত্তর পরিসরে রপ্তানি ও আমদানিকারক, ব্যবসায়ী সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ Think Tank ও অন্যান্য সরকারি দপ্তর এর প্রতিনিধিদের নিকট উপস্থাপন করা হবে ও তাদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে সুপারিশগুলো পরিমার্জন ও চূড়ান্ত করা হবে।

- Istanbul Plan of Action সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- Local Consultative Group (LCG) এর working group এর কার্য সম্পাদন;
- সার্ক, কমনওয়েলথসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ফোরাম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির প্রক্রিয়াকরণ;
- Inter-Governmental Expert Group (IGEG) on Financial Issues এবং SAARC Finance এর সাথে সম্পৃক্ত কার্যাদি সম্পাদন;
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, যেমন- বাণিজ্য চুক্তি, বিনিয়োগ সহায়তা চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান; এবং
- বাণিজ্য নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন।

অন্যান্য

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় অর্থমন্ত্রী বরাবরে জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর তৈরি এবং সংসদে প্রেরণ;
- মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও অর্থ সচিব মহোদয়ের নির্দেশনামতে তথ্য-উপাত্ত/বিশ্লেষণাধর্মী লেখা (Write-up)/কান্ট্রি ব্রিফ/বক্তৃতার খসড়া/মন্তব্য ইত্যাদি প্রণয়ন;
- SDG (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট) সংক্রান্ত অর্থ বিভাগের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন ও সমন্বয়;
- এসপিএফএমএস এর আওতায় Component-1: Revenue and Expenditure Forecasting শীর্ষক কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের জন্য Scheme on Improvement of Fiscal Forcasting through Developemnt of Maroeconometric Model শীর্ষক স্কিম বাস্তবায়নের কার্যক্রম সম্পাদন।
- “Skills for Employment Investment Program (SEIP)” সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন;
- SEIP-2 প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে ‘Supporting Technical Education and Skills Development Facility’ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদন।
- SEIP-2 প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে ‘Supporting Technical Education and Skills Development Facility’ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদন।
- ষান্মাসিক ভিত্তিতে প্রণীত ‘SAARC Finance News Letter’ এর জন্য তথ্য প্রস্তুত ও প্রেরণ;
- সাপ্তাহিক উপস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা; এবং
- Indian Ocean Rim Association (IORA)-এর আওতায় Women’s Financial Inclusion বিষয়ে Regional Policy Development-এর কাজে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান।

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ

দেশের অর্থনৈতিক গতিধারা ও অগ্রগতির মূল্যায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। অর্থ বিভাগের বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থা (সরকারি/বেসরকারি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ক্ষুদ্র ঋণ এবং তহবিল কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা সভা এ অনুবিভাগ আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন এডিপি/আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ-এ অনুবিভাগের অন্যতম কাজ। সমীক্ষা এবং কর্মসূচি পরিবীক্ষণ-এ দুটি অধিশাখা সমন্বয়ে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ গঠিত। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

সমীক্ষা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী

- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রণয়নের নিমিত্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও সম্পাদনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্তকরণ;
- ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটের অন্যতম ডকুমেন্ট হিসেবে ‘বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২২’ ও ‘Bangladesh Economic Review, 2022’ প্রণয়ন কার্যক্রম; এবং
- বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস এর সহায়তায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও Bangladesh Economic Review এর সংরক্ষিত বিগত সংখ্যাসমূহ softcopy তে রূপান্তরসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

অর্থ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী

- অর্থ বিভাগের মূল কর্মকান্ড সম্পর্কে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে যথাযথভাবে অবহিতকরণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবেদনে অর্থ বিভাগের সকল অনুবিভাগ, মনিটরিং সেল, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং অর্থ বিভাগের এডিপি/আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়। এছাড়াও সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিসহ অর্থ বিভাগের সংস্কার কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়; এবং
- প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদনটি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী, সিনিয়র সচিব/সচিব এর দপ্তরে প্রেরণ, অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং অর্থ বিভাগের এডিপি/আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দপ্তরে বিতরণ ও অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী

- বাংলাদেশের অর্থনীতির হালনাগাদ পরিস্থিতির উপর বিভিন্ন তথ্যাদি/প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার ভিত্তিতে প্রদান।

জাতীয় সংসদ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী

- জাতীয় সংসদে ২০২২ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ বিভাগ সম্পর্কিত তথ্যাবলি সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণ; এবং

বাজেট সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী

- বাজেট বক্তৃতায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে তথ্য সরবরাহ।

প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাবলী

- ২০২১-২২ অর্থবছরে অর্থ বিভাগের আওতাধীন এডিপি/আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের উপর মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার জন্য তথ্য সংগ্রহ, কার্যপত্র প্রণয়ন, সভা আহবান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত, সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন প্রভৃতি সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ;
- অর্থ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রশাসন-১ শাখায় ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে প্রেরণ;
- এডিপি/আরএডিপি ভুক্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভায় যোগদান ও মতামত প্রদান;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়নের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকবৃন্দের নিকট থেকে সংগ্রহ এবং তা সমন্বয় করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ; এবং
- অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ থেকে সংগ্রহ করে অর্থ বিভাগের সমন্বিত প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ প্রস্তাব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ।

কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যাবলী

- ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় অনুন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত চলমান কর্মসূচির উপর নির্ধারিত ছকে মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পর্যালোচনা সভার জন্য কার্যপত্র প্রণয়ন, সভা আহবান, কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ, সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত বিভিন্ন সভায় যোগদান ও মতামত প্রদান;
- চলমান কর্মসূচিসমূহের ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সংগ্রহ ও তা পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন;
- অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচির মূল্যায়ন কমিটি ও মনিটরিং কমিটিতে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধিত্বকরণ ও মতামত প্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তা অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থায় প্রেরণ; এবং
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর উত্থাপিত অভিযোগ/অনিয়ম/বরাদ্দের পরিবর্তন/নতুন ফেইজ অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মকর্তা পর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ সরকারের রাজস্ব বাজেটভুক্ত ও বাজেট বর্হিভূত যাবতীয় ব্যয় ব্যবস্থাপনাসহ সার্বিক আর্থিক শৃংখলা ও কার্যকরী আর্থিক ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে পরিপালন করে থাকে। এ অনুবিভাগ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন পদ সৃজন, বিদ্যমান পদ বিলুপ্তকরণ, অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ ও সরকারি বিধি-বিধানের আলোকে পদ স্থায়ীকরণ, গাড়ি ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই'তে অন্তর্ভুক্তকরণ, পদ উন্নীতকরণ, পদবী পরিবর্তন, আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সেবা ক্রয় ইত্যাদি প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক সম্মতি প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ, সরকারি অফিসসমূহের জন্য বিভিন্ন ধরণের যানবাহনের মূল্য নির্ধারণ, সরকারি অফিসের জন্য বেসরকারি বাড়ি ভাড়াকরণ ও ভাড়ার হার নির্ধারণ, বেসরকারি স্কুল/কলেজসমূহ জাতীয়করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃষ্টি/সংরক্ষণ, বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সেবা চালুকরণ ও শয্যা সংখ্যা উন্নীতকরণ, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে কর্মরত স্বদেশভিত্তিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া, বৈদেশিক ও আপ্যায়ন ভাতা, শিক্ষা ভাতা, চিকিৎসা ভাতা নির্ধারণের প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সম্মতি/মতামত প্রদান করা হয়।

এ অনুবিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

পদ সৃজন/সংরক্ষণ/স্থায়ীকরণ/উন্নীতকরণ

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের ১-৯ গ্রেডের ১২,১৮২টি, ১০-২০ গ্রেডের ২১,২৫৭টি পদসহ মোট ৩৩,৪৩৯টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মোট ৮৪,৯৫৭টি পদ সংরক্ষণে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে; এবং
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মোট ৭,১৫৯টি পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি দেয়া হয়েছে এবং ১-২০ গ্রেড গ্রেড পর্যন্ত মোট ৫,৯৭৩টি পদ বিলুপ্তকরণে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মোট ৪টি পদের পদমর্যাদা উন্নীতকরণে সম্মতি দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ২য় গ্রেড থেকে ১ম গ্রেডে উন্নীতকরণে সম্মতিপ্রদত্ত পদ ০৩টি ও ৩য় গ্রেড থেকে ২য় গ্রেডে ০১টি।

অফিস সরঞ্জামাদি ও যানবাহন প্রতিস্থাপন/টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তকরণ/ক্রয়

- কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলা ও সরকারের কৃচ্ছ্র সাধন নীতির আলোকে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে নতুন/প্রতিস্থাপক হিসেবে মোট ৫৮৩টি যানবাহন ক্রয়ের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য মোট ১,৬১১টি যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরণে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের জন্য বিভিন্ন ধরনের মোট ১৩টি গাড়ি ও ০৯টি মোটর সাইকেল ক্রয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি দেয়া হয়েছে;
- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের জন্য ০৭টি গাড়ি ক্রয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি দেয়া হয়েছে;
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের জন্য বিভিন্ন ধরনের মোট ০৫টি গাড়ি ও ০৫টি মোটর সাইকেল ক্রয়ে সম্মতি দেয়া হয়েছে;
- বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহের টিওএন্ডইভুক্ত ০৯টি ফ্ল্যাগ/স্টাফ কার, জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য ২০টি কেবিন ক্রুজার ও ৮টি স্পিডবোড, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের জন্য

৫০টি জীপ গাড়ী, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য ২০টি মাইক্রোবাস এবং বিভাগীয় কমিশনারদের ব্যবহারের জন্য ০৯টি জীপ গাড়ী ক্রয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি দেয়া হয়েছে;

- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন (সেনা, নৌ, বিমান) বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের মোট ১,৫২১টি যানবাহন টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভূক্তিকরণে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর এর ১৭টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ০৫টি কার ও ০৫টি ফটোকপিয়ার মেশিন এবং সমবায় অধিদপ্তরের জন্য ০৪টি এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ০৪টি ফিল্মভ্যান (মাইক্রোবাস) টিওএন্ডই-তে অন্তভূক্তিকরণে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে; এবং
- মালয়েশিয়া শ্রম কল্যাণ উইং এবং ওমান শ্রম কল্যাণ উইংয়ের জন্য ১টি করে মোট ০২টি ষ্টাফ কার ক্রয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি দেয়া হয়েছে।

পদ উন্নীতকরণ/পদ সৃজন

- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ-এর ‘চেয়ারম্যান’, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদকে গ্রেড-২ হতে গ্রেড-১ এ উন্নীতকরণে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পূর্ত পরিচালক পদের পদবি এবং বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু ও বিমান বাহিনী ঘাঁটি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের পরিচালন শাখার অধিনায়ক পদের পদবি ‘গ্রুপ ক্যাপ্টেন’ থেকে ‘এয়ার কমডোর’ পদে উন্নীতকরণে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য ৮০১টি পদ, জাতীয়করণকৃত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১১,৬৮১টি পদ সৃজনে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- গণপূর্ত অধিদপ্তরের জন্য ২৮০টি পদ, বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি (বিএনএ) এর জন্য ২৫৫টি পদ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬৬টি পদাতিক ব্যাটালিয়ন পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ৫,২৮০টি পদ সৃজনে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামোর অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মাধ্যমে ২০টি এসপি, ১৫৮টি এসএসপি সহ সর্বমোট ১৭৮টি ক্যাডার পদ বিলুপ্ত করে ০৪টি এডিশনাল আইজি (গ্রেড-২), ১৮টি ডিআইজি, ৮৮টি এডিশনাল ডিআইজি, ২০টি এসপি এবং ৪৮টি এডিশনাল এসপি পদ সহ মোট ১৭৮টি ক্যাডার পদ রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের জন্য রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে ৩৪৬টি পদ, Mass Rapid Transit (MRT) মেট্রোরেল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বিশেষায়িত MRT পুলিশ ইউনিট গঠন এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ০৩টি ক্যাডার পদসহ ৩৫৭টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ০৬টি নির্বাহী ম্যাজেস্ট্রেটের পদ স্থায়ীভাবে এবং অন্যান্য ৯০টি পদ অস্থায়ীভাবেসহ মোট ৯৬টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতাধীন ‘দেশের গুরুত্বপূর্ণ ১৫৬টি উপজেলা, সদর/স্থনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পভূক্ত নির্মাণাধীন ২৫টি ফায়ার স্টেশনের মধ্যে ‘এ’ শ্রেণির ২টি ফায়ার স্টেশনের জন্য ৬৪টি ও ‘বি’ শ্রেণির ২২টি ফায়ার স্টেশনের জন্য ৫২৮টি এবং ১টি স্থল কাম নদী ফায়ার স্টেশনের জন্য ২৫টি সহ মোট ৬১৭টি পদ সৃজনে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং ও মূল্যায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২০২টি পদ সৃজনে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;

- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ৩টি স্টীল সাইলোর জন্য ১১১টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে; এবং
- ২২টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপালের জন্য ১১৭টি পদ এবং ২২টি সরকারি মেডিকেল কলেজের জন্য ১১৭টি পদ সৃজনে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যাবলী

- ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে ০৪টি মহাবিদ্যালয় এবং ০৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
  অর্থ বিভাগের ০১/১২/২০২১ তারিখে ৫৮০ নং স্মারকে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রকৌশল বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা/সম্পাদনের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত Schedule of Rates ২০২১, গণপূর্ত অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা/সম্পাদনের জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত দর তফসিল (Schedule of Rates) 2022 এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা/সম্পাদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত দর তফসিল Schedule of Rates ২০২২ অনুমোদন করা হয়।
- আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী ডাক অধিদপ্তরের অনুকূলে ৬০৭ জন, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর এর জন্য ১৪১ জন এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন গণগ্রন্থাগার সমূহের অনুকূলে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী ৫৮ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সেবা ক্রয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি দেয়া হয়।
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ফিমাসহ ১৭টি অডিট অধিদপ্তরের জন্য প্রাইভেট সেক্টর হতে ভাড়ার বিনিময়ে ৩৪টি মাইক্রোবাস ও ০৭টি কার সংগ্রহ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন আয়কর অনুবিভাগের ২২টি দপ্তর ও শুল্ক, মূসক অনুবিভাগের ১৬টি দপ্তরের জন্য ১৬৪টি মাইক্রোবাস ভাড়াকরণে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত “এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা বিষয়ক ২য় জাতীয় সম্মেলন” অনুষ্ঠানে আপ্যায়ন বাবদ অতিরিক্ত ৫৩.৭৮ লক্ষ টাকা, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক আয়োজিত “ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০” এবং “ইনষ্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২০” প্রদান অনুষ্ঠানে আপ্যায়ন বাবদ অতিরিক্ত ৮.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্মতি দেয়া হয়।

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ও কাঠামোর অতিরিক্ত সৃজিত পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ, বেতনগ্রেড উন্নীতকরণ/বেতনগ্রেড পুন:নির্ধারণ/বেতন বৈষম্য দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীনস্থ সরকারি, স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান, টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদানে উদ্ভুত জটিলতা নিরসনে ব্যাখ্যা/মতামত প্রদান, সরকার কর্তৃক জারিকৃত যাবতীয় সার্কুলার, স্মারক, প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র ইত্যাদি হালনাগাদকরণ এবং মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ, বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ, আদালতের রায় বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মামলার বিষয়ে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে কিনা সে বিষয়ে অর্থ বিভাগের আইন কোষের সাথে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ অনুবিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীসমূহ নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হলোঃ

বেতনগ্রেড নির্ধারণ

- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থার মোট ৩,১০৯টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থার মোট ২৬৫টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থার মোট ২২৬টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থার মোট ২০টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থার মোট ৪৭৮টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থার মোট ১০২টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থার মোট ১৮৭টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থার মোট ২৪টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৯৩ টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৭,৬৩৪টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ২০০টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ;
- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ০২টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ২৬৬টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন হাসপাতাল/ প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজস্বখাতে সৃজিত পদের মোট ৫,৭৪২টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য রাজস্বখাতে সৃজিত পদের মোট ০৩টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ;
- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য রাজস্বখাতে সৃজিত পদের মোট ৩৫ টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য রাজস্বখাতে সৃজিত পদের মোট ৫৭ টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ;

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ২৭২ টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ;
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ২৪৩টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ১৪৭টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ১১৭টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৯৬টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ১৬৫ টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ;
- নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এর মোট ০৯টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ;
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য রাজস্বখাতে সৃজিত পদের মোট ৩২৮৭ টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য রাজস্বখাতে সৃজিত পদের মোট ০২টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ;
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ১০টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ১০টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৭৬২টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ১৬টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ২২০টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৬,২৯৮টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- অর্থ বিভাগ এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ১৯৪টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ২৮২টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ২৮টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৩৬টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ;
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর ০৭টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ; এবং
- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ২৬৪টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ।

নোট: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার বেতনগ্রেড নির্ধারণকৃত মোট পদসংখ্যা ৩০,৯০৮ টি।

টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড সংক্রান্ত

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার মোট ৫৫টি টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড বিষয়ে মতামত প্রদান।

বেতনগ্রেড উন্নীতকরণ/পুন:নির্ধারণ

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার মোট ৪১টি বেতন গ্রেড উন্নীতকরণ/পুন:নির্ধারণের বিষয়ে মতামত প্রদান।

মামলার জবাব

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার মোট ৬১টি রীট মামলার দফাওয়ারী জবাব প্রদান;
- ২টি মামলায় আপীল দায়েরে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ২টি মামলার রায় বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ/মতামত প্রদান;
- ২টি কনটেম্পট পিটিশন মামলার জবাব প্রদান; এবং
- ২টি রিভিউ মামলার গ্রাউন্ডস সলিসিটর উইং এ প্রেরণ।

জাতীয় বেতনস্কেলের বিষয়ে মতামত

- ২টি এসআরও জারি করা হয়েছে [(বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর সংশোধন সংক্রান্ত এসআরও নং-৩১৯/আইন/২০২১ এবং চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর সংশোধন সংক্রান্ত এসআরও নং-৩১৮/আইন/২০২১]

বিবিধ বিষয়

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার মোট ১৩২টি বিবিধ বিষয়ে মতামত প্রদান।

প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ

প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ অর্থ বিভাগের সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব, অর্থ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তরের অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ এবং অস্থায়ী পদকে স্থায়ী পদে রূপান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি এবং অর্থ বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যাবলী নিম্নে দেওয়া হলোঃ

- মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের অর্থ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;
- অর্থ বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মাসিক কর্মকান্ডের ও বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত সাধারণ আদেশ/সার্কুলার/বিজ্ঞপ্তিসমূহ পৃষ্ঠাংকন করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ;
- মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ২০২১-২২ অর্থবছরের স্বেচ্ছাধীন তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা বিভিন্ন ব্যক্তির অনুকূলে মঞ্জুরি আদেশ জারি;
- ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়ন ও ঘোষণার জন্য প্রাক বাজেট সভা অনুষ্ঠানসহ সকল প্রকার লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান;
- অর্থ বিভাগ ও এর অধীনস্থ দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থায়ী/অস্থায়ী প্রবেশপত্র জারী ও নবায়নের নিমিত্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদের ‘অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি’র বৈঠক সম্পর্কিত কার্যক্রমের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- অর্থ বিভাগে প্রাপ্ত বিভিন্ন অভিযোগ ও নিষ্পত্তির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;
- অর্থ বিভাগ সম্পর্কিত বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বিভিন্ন আবেদনপত্রের চাহিত তথ্য সরবরাহ;
- বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডার ৬২৯টি পদের নিয়োগ, পদোন্নতি, শৃংখলাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম;
- নন-ক্যাডার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগবিধি, শৃংখলা, উচ্চতর গ্রেড এবং পদোন্নতি প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম;
- সিএজি, সিজিএ এবং সিজিডিএফ কার্যালয়সহ আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণের কার্যক্রম;
- বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে উপসচিব পদে পদোন্নতির প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ন;
- বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের চাকরি স্থায়ীকরণ ও চাকরিকাল গণনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মহামান্য আদালত কর্তৃক রীট/কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম পরিচালনা;
- দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম;
- ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস, ১৯৮০ সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ক্যাডার রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮০ সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নন-ক্যাডার নিয়োগ বিধিমালার সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- রেলওয়ে হিসাব বিভাগের নিয়োগবিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পাবলিক অডিট বিলসহ এ সংক্রান্ত সকল আইন-কানুন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সিএজি, সিজিএ এবং আওতাধীন দপ্তরসমূহের জন্য পদ সৃজন/পদ সংরক্ষণ/নিয়োগে ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;

- সিএজি কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ১৭টি অডিট অধিদপ্তরের জন্য আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগে সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সিএজি কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ১৭টি অডিট অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ক্রয়/ভাড়াকরণে সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সিএজি কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের জন্য অফিস ভাড়াকরণে সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের লিয়েন/প্রেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন দপ্তরসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে প্রেষণে নিয়োগের নিমিত্ত কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান;
- সিজিএ এবং সিএজি কার্যালয় ও এর আওতাধীন ১৭টি অডিট অধিদপ্তরের কর্মচারীদের বিভিন্ন আর্থিক সাহায্য, ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সিজিএ, সিএজি এবং আওতাধীন দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক/আবাসিক টেলিফোন মঞ্জুরি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডার নিয়োগের লক্ষ্যে অধিযাচন প্রেরণ;
- ক্যাডার/নন-ক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড/উচ্চতর গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মাননীয় অর্থমন্ত্রী/অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিবসহ অর্থ বিভাগের সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সরকারি গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিদেশ ভ্রমণের প্রশাসনিক অনুমোদন ও এ সংক্রান্ত সরকারি আদেশ জারির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় পদোন্নতি ও নির্বাচন কমিটি (ডিপিসি), পরিচালনা পর্ষদ/বোর্ডে প্রতিনিধি মনোনয়নসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সভা/কমিটিতে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি মনোনয়ন;
- অর্থ বিভাগ হতে পিআরএল-এ গমণকারী ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের অবসরজনিত পেনশন এবং পেনশনারের মৃত্যুর পর পারিবারিক পেনশন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;
- অর্থ বিভাগের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের শ্রান্তি-বিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি এবং বহিঃবাংলাদেশ ছুটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে যথাসময়ে অনুমোদন;
- অর্থ বিভাগের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বদলি, পদায়ন, অবমুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;
- অর্থ বিভাগের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ;
- অর্থ বিভাগের ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের সরাসরি নিয়োগ/পদোন্নতি জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ে সুপারিশ প্রদান করার জন্য পত্র প্রেরণ;
- প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে ৭ জন এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে ৪ জন মোট ১১ জনকে পদোন্নতি প্রদান;
- অর্থ বিভাগের ৩য় শ্রেণির ২৭ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ২৮ জন মোট ৫৫ জন কর্মচারী নিয়োগ;
- অর্থ বিভাগের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীগণের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ;
- অর্থ বিভাগের কর্মচারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক সাহায্যের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ;
- অর্থ বিভাগের ১৩ জন ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর চাকুরি স্থায়ীকরণের আদেশ জারি;
- অর্থ বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বর্ধিত বেতন চাকুরিবহিতে লিপিবদ্ধ;
- অর্থ বিভাগের কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন অনুবিভাগ/শাখায় বদলী/পদায়ন;
- অর্থ বিভাগের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বহি:বাংলাদেশ ছুটি, অর্জিত ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটিসহ অন্যান্য ছুটির মঞ্জুরি আদেশ জারি এবং তা তাঁদের চাকুরিবহিতে লিপিবদ্ধ;
- অর্থ বিভাগের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৩৯ জন কর্মচারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম ঋণের মঞ্জুরি আদেশ জারি;
- ০৫ জন কর্মচারীর অবসর উত্তর ছুটিসহ ১৮ মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ নগদায়ন হিসেবে মঞ্জুর করা হয়; ০৩ জন কর্মচারীকে চূড়ান্তভাবে অবসর প্রদান করা হয় এবং ০৪ জন কর্মচারীর পারিবারিক পেনশন নিষ্পত্তি;

- ২০২১-২২ আর্থিক বছরে অর্থ বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের বাজেট সম্মানী প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াকরণ ও মঞ্জুরী আদেশ জারি;
- অর্থ বিভাগে কর্মরত ১৫ জন কর্মচারীর অনুকূলে গৃহ নির্মাণ/মেরামত/মোটর গাড়ি/মোটর সাইকেল ঋণ অগ্রিম মঞ্জুর;
- ২৭ জন কর্মচারীকে প্রাপ্যতা অনুসারে এ, বি এবং সি শ্রেণীর সরকারি বাসা বরাদ্দ প্রদান;
- ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মোট ২৫ জন কর্মচারীকে উচ্চতর গ্রেড প্রদান;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মোট ৯ জন কর্মচারীকে চাকুরি হতে অব্যাহতি প্রদান;
- ৩ জন কর্মচারীর বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি;
- শাখার কাজের অগ্রগতির মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক এবং অডিট আপত্তির রিপোর্ট প্রদান;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ-এর ১০৭০৩০২ জেলা প্রশাসন খাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যয়োত্তর মঞ্জুরি প্রদান;
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে গণগ্রন্থগার অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা ১,৪৪,২৬৯.৭৩ টাকা অধিক মূল্যে নতুন ০১টি কার ক্রয় করায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্যয়োত্তর মঞ্জুরি প্রদান;
- দূর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক কমিশনার ড. নাসির উদ্দীন আহমেদ-এর চিকিৎসা ব্যয় বিল পরিশোধের বিষয়ে মতামত প্রদান;
- বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক এর জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত সময়ের স্থানীয় নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৬ এ উল্লিখিত স্থানীয় ভিত্তিক কর্মচারীদের উৎসব ভাতা বাবদ থাই বাথ ২,৬০,০০০.০০ সমপরিমাণ টাকা ৬,৭৭,৩১৮.৫০ ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রদানে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদান;
- অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপন;
- অফিস সরঞ্জামাদি ও কম্পিউটার এর হালনাগাদ Inventory তৈরি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান;
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় নেত্রকোনা এর জেলা প্রশাসন খাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যয়োত্তর মঞ্জুরি প্রদান;
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা ৫১টি এবং মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৫৪৭ জন।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ৪৭টি ব্যাচ, অংশগ্রহণকারী ১,৫৩২ জন;
- দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা ৬৫টি এবং সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংগ্রহণকারী ৫১৩ জন;
- সচিবালয় (অর্থ বিভাগ) টাকশাল ও মুদ্রা, ট্রেজারি প্রতিষ্ঠান, আইপিএফ, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং অর্থ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (এডিপি, নন-এডিপি এবং স্কিম) এর বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন/বরাদ্দ প্রদান, সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড়করণ/বিতরণ, বাজেট বিভাজন, বাজেট বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইত্যাদি;
- অর্থ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা (NIS), ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ; এবং
- অর্থ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা (NIS), ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের সমন্বয় সাধন।

প্রবিধি অনুবিভাগ

প্রবিধি অনুবিভাগের সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে সরকারি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বিভিন্ন ভাতা নির্ধারণ/পুনর্বিবেচনা করা। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ অনুবিভাগের বিভিন্ন শাখায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

সম্পাদিত/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- The General Provident Fund Rules, 1979 এর Rule 12(1) এবং The Contributory Provident Fund Rules, 1979 এর Rule 12 এর বিধান অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) এবং প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল (সিপিএফ) এর জন্য ২০২১ অর্থবছরের মুনাফা হার ২০২২-(Rate of Profit) স্লাব ভিত্তিক নির্ধারণ;
- ২০-০৬-২০২২ খ্রি. তারিখে "সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২২" এর খসড়া মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন;
- বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম) রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম) বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম) সেবা এবং রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম) সেবা এর সংখ্যা বৃদ্ধি;
- মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এ বিদ্যমান নিকাহ্ নিবন্ধন ফি এর পরিমাণ ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতি হাজারে ১২.৫০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতি হাজারে ১৫ টাকায় উন্নীতকরণ;
- সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এস এস বি) এর সদস্যগণের সম্মানী পুন:নির্ধারণ;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের বিশেষ কার্যক্রমের অধীনে প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের আর্থিক সুবিধাদির হার অনুমোদন;
- কাস্টমস এবং কর বিভাগে গোয়েন্দা কার্যক্রমে নিযুক্ত কর্মচারীগণের পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০২১ চূড়ান্তকরণের বিষয়ে মতামত প্রদান;
- Zoom Platform/অনলাইনে বিষয়ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (In house training) আয়োজনের ক্ষেত্রে বক্তা সম্মানী, প্রশিক্ষণ ভাতা এবং অন্যান্য ব্যয় হারের প্রাপ্যতা নির্ধারণ;
- Zoom Platform এ আয়োজিত সেমিনার/কর্মশালার খাতভিত্তিক সম্মানী হার নির্ধারণ;
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষাসমূহের সম্মানী/পারিতোষিকের হার পুন:নির্ধারণ;
- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় পরিচালিত পরীক্ষাসমূহের সম্মানী/পারিতোষিক/পারিশ্রমিকের হার পুন:নির্ধারণ;
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আয়োজিত বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সেমিনার/কর্মশালাসহ অন্যান্য কার্যক্রমের সম্মানী/ব্যয়ের হার নির্ধারণ।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় সংসদে প্রদত্ত ভাষণের ইংরেজী ভার্সন প্রণয়নের জন্য সম্মানী প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর-এর কর্মচারীদের অনুকূলে আকস্মিক, কঠোর শ্রমসাধ্য বা কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য সম্মানী প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরে নিয়োগ/পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট কাজের সম্মানী/পারিতোষিক হার পুন:নির্ধারণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত কাউন্সিল অফিসার ও সহায়ক কর্মচারীগণের অনুকূলে মূলবেতনের সমপরিমাণ সম্মানী প্রদান;

- চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বেতন ভাতা নির্ধারণ বিষয়ে মতামত প্রদান;
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সদস্যদের চুলকাটা ও পোশাক ধোলাই ভাতা বৃদ্ধিকরণের সম্মতি প্রদান;
- নবনিযুক্তি কর্মচারীদের উৎসব ভাতার প্রাপ্যতা নির্ধারণ;
- অঙ্গীভূত আনসার প্লাটুন কমান্ডার (পিসি) সদস্যদের দৈনিক ভাতা বৃদ্ধিতে সম্মতি প্রদান;
- রুজুকৃত মামলার তদন্ত ব্যয়ের নীতিমালা সংশোধন ও তদন্ত ব্যয় পুন:নির্ধারণ;
- থানা হাজতে অবস্থানকালীন আসামীদের খোরাকীভাতা বৃদ্ধিতে সম্মতি প্রদান;
- বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত Running Staff-দের Running allowance এর প্রাপ্যতা নির্ধারণ;
- সরকার কর্তৃক ঘোষিত ১৬টি হাওড়/দ্বীপ/চর উপজেলায় কর্মরত ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণকে হাওড়/দ্বীপ/চর ভাতা প্রদানে সম্মতিসূচক মতামত প্রদান;
- অঙ্গীভূত আনসার সদস্যদের বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধিকরণে সম্মতি প্রদান;
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর খোরাকী ও প্রশিক্ষণ ভাতা পুন:নির্ধারণে সম্মতি প্রদান;
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম এর পেশাদার প্রশিক্ষকদের অতিরিক্ত ভাতা প্রদানে সম্মতি প্রদান;
- সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের পেনশন পুনঃচালুকরণ;
- সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের পদ সৃজনের প্রেক্ষিতে জেএসআই অনুযায়ী বেতনস্কেল নির্ধারণ;
- বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এয়ারক্রু পেশার বিমানসেনাদের চাকরির শর্তাবলী সংক্রান্ত বিদ্যমান বিমান বাহিনী নির্দেশিকা ৪৯/৬৬ সংশোধন;
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের অনুকূলে ০২ মাসের বেতন ভাতা এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি অগ্রীম মঞ্জুরী প্রদান;
- সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজে (ডিএসসিএসসি) বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম দেশের ছাত্র অফিসারদের প্রশিক্ষণে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আসন বরাদ্দের আর্থিক ভিত্তির শর্তাবলির সরকারি অনুমোদন;
- সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের (জেসিও/ওআর) রসদের পরিবর্তে নগদ অর্থের (এমএলআর) হার বৃদ্ধিকরণ;
- ‘ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার’ এর আওতায় সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের দৈনিক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে এসআর-৭৩ শিথিলকরণ;
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সার্ভিস এয়ারক্রাফটে ভ্রমণকালে কর্তব্যরত পাইলট/এয়ারক্রু ও যাত্রীগণের জন্য ফ্লাইং মিল প্রবর্তন;
- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নেভাল এভিয়েশনে কর্মরত পাইলট, এয়ার ক্রু মেইন্টেনার/সাপোর্টিং কর্মকর্তা ও ক্রুদের জন্য বস্ত্র সামগ্রী এবং অন্যান্য সামগ্রী ইস্যুর নৌ নির্দেশিকা (এনআই) অনুমোদন;
- সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের নিত্যপরিচারক ভাতা মঞ্জুরি সংক্রান্ত;
- বাংলাদেশ নৌবাহিনী পোশাক বিধিমালা, ২০০৭’ এবং এফ.ও-১৫/৮৩ তে সাবমেরিন ক্রুদের বস্ত্রসামগ্রী সংযোজন;
- সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বরখাস্তকৃত সদস্যকে কৃপা-অবসরভাতা (Ex-Gratia Pension) মঞ্জুরি প্রদান;
- বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত বেসামরিক ফায়ার ফাইটিং স্টাফদের ঝুঁকিভাতা প্রদান;
- সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত ‘ধর্মীয় শিক্ষক (Religious Teacher)’ পদবি পরিবর্তন করে ‘ধর্মীয় পরামর্শদানকারী কর্মকর্তা (Religion Counselling Officer)’ হিসেবে নতুন নামকরণ এবং বেতনস্কেল জেসিও পদবির বেতনস্কেলের সমপর্যায়ে ৯ম গ্রেডে উন্নীতকরণ’ সম্পর্কিত;
- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল শাখার নাবিকদের সেফটি বুট, সকল নৌ সদস্যের জন্য জ্যাকেট উইন্টার এবং বিবাহিত সকল পদবির নাবিকদের ব্যবহারের জন্য বেডিং আইটেমের প্রাধিকার ‘বাংলাদেশ নৌবাহিনী পোশাক বিধিমালা, ২০০৭’ এ সংযোজন/সংশোধন।

- জাতিসংঘ/বিদেশে নিয়োজিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের (সামরিক/বেসামরিক) বৈদেশিক ভাতা নির্ধারণ সম্পর্কিত নীতিমালা সংশোধন; এবং
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১ পদাতিক ডিভিশনের অধীনস্থ ইউনিটসমূহের প্রাধিকৃত সকল জেসিও/ওআরগণের জন্য বুট ক্যানভাস প্রাধিকারকরণ।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ

রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট ও আর্থিক মঞ্জুরি অনুমোদন/সম্মতি প্রদান, মনিটরিং সেলের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়, রাষ্ট্রায়ত্ত/স্ব-শাসিত/বিধিবদ্ধ সংস্থা ও অধীনস্থ অংগ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পদ সৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ, রাজস্ব বাজেটে পদ স্থানান্তর, পদ বিলুপ্তকরণ ইত্যাদি এ অনুবিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। ২০২১-২২ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

পদ সৃষ্টি/সংরক্ষণ/স্থানান্তর/স্থায়ীকরণ/বিলুপ্তি

- বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ১ম-৯ম গ্রেডের ৬৯৪টি, ১০ম গ্রেডের ১২৭টি, ১১-১৬ গ্রেডের ৭৩৩টি, ১৭-২০ গ্রেডের ৪৪৩টি পদসহ মোট ১,৯৯৭টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে;
- বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ১ম-৯ম গ্রেডের ১৩৯৫টি, ১০ম গ্রেডের ৬১৭টি, ১১-১৬ গ্রেডের ৪,৯০৩টি, ১৭-২০ গ্রেডের ৪৬৮টি পদসহ মোট ৭,৩৮৩টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ১ম-৯ম গ্রেডের ২৮৪টি, ১০ম গ্রেডের ৯১টি, ১১-১৬ গ্রেডের ১৯৪টি ১৭-২০ গ্রেডের ১৪টি পদসহ মোট ৫৮৩টি পদ স্থায়ীকরণ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ১ম-৯ম গ্রেডের ১৩টি, ১০ম গ্রেডের ০টি, ১১-১৬ গ্রেডের ১৬২টি, ১৭-২০ গ্রেডের ৩৫টি পদসহ মোট ২১০টি পদ বিলুপ্তকরণ করা হয়েছে;
- ০৩টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ০৫টি প্রতিষ্ঠানের ৮টি পদনাম পরিবর্তনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং
- ০২টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ০২টি প্রতিষ্ঠানের ২২টি পদের গ্রেড পরিবর্তনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

যানবাহন ক্রয়/ টিওএন্ডিভুক্তকরণ/আউটসোর্সিং-এ ভাড়া সংক্রান্ত

- ০৯টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ১১টি প্রতিষ্ঠানের ৮৩টি যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরণে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।
- ১৬টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩৭টি প্রতিষ্ঠানের ১০৬টি যানবাহন ক্রয়/প্রতিস্থাপনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।
- আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ অনুসারে ১৭টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ২৮টি প্রতিষ্ঠানের ৯৭০টি সেবা ক্রয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

পেনশন সুবিধা প্রবর্তন

০৭টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ০৯টি প্রতিষ্ঠান বিআরডিবি, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্ এন্ড সার্জন (বিসিপিএস), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (এনএইচএ), বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি)-এ পেনশন সুবিধা প্রবর্তনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। মোট সুবিধাভোগী কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা: ৫৯৯৮ জন।

দৈনিক হাজিরাভিত্তিক শ্রমিক: ০২টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ০৩টি প্রতিষ্ঠানে ৭৮জন দৈনিক হাজিরাভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্যক্রম

- নায়েম-এর অনুমোদিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মধ্য থেকে ১০টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য ভাতা নির্ধারণে সম্মতি প্রদান;
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে নিয়োজিত চেয়ারম্যান-এর বেতনভাতা নির্ধারণ;
- বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশনের হার ৮০% হতে ৯০% এ উন্নীতকরণের বিষয়ে মতামত প্রদান;
- বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বিএমটিটিআই)-এর অনলাইনে প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণ ভাতার হার নির্ধারণ;
- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) কর্তৃক পরিচালিত জ্বালানি নিরীক্ষা সনদ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে সম্মানীর হার নির্ধারণ;
- কোভিড-১৯ এর কারনে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর হজ ক্যাম্প সেলস অফিসের ভাড়া মওকুফের বিষয়ে মতামত প্রদান;
- সরকার কর্তৃক ঘোষিত ১৬টি হাওড়/দ্বীপ/চর উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদসমূহে কর্মরত ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণকে তাদের বেতনের সাথে হাওড়/দ্বীপ/চর ভাতা প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন;
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি.এ)'র পাঠ্যসূচি প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ এবং কর্মশালার বিভিন্ন স্তরে সম্মানী বৃদ্ধির হার নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদান;
- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল), টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিঃ, টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ, বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিঃ এবং বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিঃ কোম্পানিতে প্রেষণে কর্মরত শুধুমাত্র ৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদেরকে কোম্পানিতে প্রেষণে চাকরি করার কারণে 'বিশেষ ভাতা' প্রদানে সম্মতি প্রদান এবং
- বিকেএসপি'র দৈনিকভিত্তিক কর্মচারীদের দৈনিক মজুরী বৃদ্ধিতে সম্মতি জ্ঞাপন।

মনিটরিং সেল

মনিটরিং সেল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সংশ্লেষ সম্পর্কিত বিষয়াদি যেমন: বাজেট প্রণয়ন ও মনিটরিং, রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান, স্ব-অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের বিপরীতে আর্থিক ছাড়পত্র প্রদান, ভর্তুকি, উৎসাহ/ইনসেন্টিভ বোনাস প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন পুনর্বিন্যাস পুনর্বিন্যাস সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মনিটরিং সেল কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপ:

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট

- অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৮টি রাষ্টায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বাজেট পর্যালোচনা এবং বাজেট বই অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৪৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ৪১,৪৩৫.৭৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ ধার্যপূর্বক বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৪৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ২১৪৫৮.৬৬ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান (লভ্যাংশ সহ) ধার্যপূর্বক বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে;
- রাষ্টায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট সরকারি পাওনা ডিএসএল মওকুফ, মূলধন বা অনুদানে রূপান্তর সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে; এবং
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রণয়নে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সম্পর্কিত বিষয় প্রকাশনার নিমিত্ত হালনাগাদ তথ্যাদি/উপাত্ত প্রেরণ করা হয়েছে।

নগদ সহায়তা প্রদান

- ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে ২% নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, যা ২০২২ সালে বৃদ্ধি করে ২.৫০% -এ উন্নীত করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন ধরনের মোট ৪৩টি খাতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত খাতসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :
  বস্ত্র, কৃষি এবং প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য, পাটজাত দ্রব্য, চামড়াজাত দ্রব্য, জাহাজ, ফার্নিচার, হালাল মাংস, প্লাস্টিক ইত্যাদি। ২০২১-২২ অর্থবছর হতে নতুন আরও ৫-টি খাতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত খাতসমূহ হলো- চা, বাইসাইকেল এবং এর পার্টস, এমএস স্টীল প্রোডাক্ট, সিমেন্ট সিট, বিশেষায়িত অঞ্চল।

ভর্তুকি প্রদান

- কৃষি, কৃষি ভিত্তিক শিল্প ও সার আমদানির উপর ট্রেডগ্যাপ/ভর্তুকি প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে;
- কৃষিভিত্তিক ও সেচ কার্যের পাম্পের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলে রেয়াত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।

উৎসাহ/ইনসেনটিভ বোনাস এবং গৃহ নির্মাণ/ ফ্লাট ঋণ প্রদান

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক APA এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ইনসেনটিভ বোনাস প্রদানে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন;
- বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এবং বাংলাদেশ টেলি-কমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন এর উৎসাহ বোনাস প্রদানে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন; এবং
- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে জমি ক্রয়, গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয় বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন।

স্ব-অর্থায়ন গৃহীত প্রকল্প

২০২১-২২ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে নিজস্ব অর্থে নিম্নে উল্লিখিত মোট ২৭-টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আর্থিক ছাড়পত্র/ Liquidity Certificate প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে-

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ২টি এবং বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের অনুকুলে ০১টি;
- নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ১টি;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশনের অনুকূলে যথাক্রমে ৪টি ও ৮টি সহ মোট ১২ টি;
- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ২টি;
- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টিএসএসএল) এর অনুকূলে ১টি;
- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অনুকূলে ৪টি এবং;
- গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ৪টি।

কর্মসূচি

অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) শীর্ষক কর্মসূচির Component-9 “Scheme on Strengthening of State-owned Enterprises Governance” শীর্ষক স্কিমের কার্যাবলী মনিটরিং সেল হতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে:

- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ‘Independent Performance Evaluation Guidline (IPEG) of SOEs/ABs’ অনুযায়ী নির্বাচিত ১০ (দশ)-টি স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের Independent Performance Evaluation (IPE) কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ‘Independent Performance Evaluation Guidline (IPEG) of SOEs/ABs’ অনুযায়ী গঠিত Independent Performance Evaluation Committee (IPEC) ইতোমধ্যেই কার্যক্রম শুরু করেছে;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের IPE এর জন্য Inception Report প্রণয়ন এবং তৎপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Evaluation Research Team (ERT) গঠন করা হয়েছে;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের দায় ও প্রচ্ছন্ন দায় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রণীত ‘The Procedure to Regulate the Debt and Contingent Liabilities of State-Owned Enterprises and Autonomous Bodies(DCL)’ অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি উক্ত Procedure টি বই আকারে মুদ্রণ পূর্বক তা সংশ্লিষ্টদের বরাবর সরবরাহ করা হয়েছে;
- DCL অনুযায়ী নির্বাচিত ১০ (দশ)-টি স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের Statement of Debt and Contingent Liabilities প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের DCL এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহের জন্য Reporting Template অনুমোদিত হয়েছে। সে অনুযায়ী SOE Database প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে এবং অধিকতর হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল এর খসড়া প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ৯৩ টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ২০২০-২১ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন (AFS) তাদের স্ব স্ব ওয়েবসাইট এবং অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে upload করা হয়েছে;

- সর্বোপরি 'Scheme on Strengthening of State-owned Enterprises Governance' বাস্তবায়নের নিমিত্ত Annual Work Plan প্রণয়ন, একাধিক Training এবং physical/ virtual workshop আয়োজন সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে যা নিয়ত চলমান রয়েছে।

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ হিসাব নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব, বিধিবদ্ধ সংস্থা, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

অডিট আপত্তি

- ২০২১-২২ অর্থবছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা ৩,০৪,০০৮টি। নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৬৯০টি। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ২,৯২,৩১৮টি।

অন্যান্য কার্যাবলী

- দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে মোট ৩,৬৮৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ২৬২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ১৩১টি ইন হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। এগুলোতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা মোট ২,৮৭৪ জন;
- দেশের অভ্যন্তরে ১৪টি ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। এগুলোতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা মোট ৫৭৫ জন; এবং
- সিজিএ কার্যালয়, সিজিডিএফ, অডিট অধিদপ্তরের বিভিন্ন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, ফিমা, প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর, ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর ও সিভিল অডিট অধিদপ্তরে মোট ৮৭১টি কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে এবং ৬৫০ জন কর্মকর্তা এবং ৬৩৬ জন কর্মচারীকে কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়

হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় তার অধীনস্থ প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস, ডিভিশনাল কম্পট্রোলার অব একাউন্টস অফিস, জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস এবং উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্তি ও ব্যয়/পরিশোধের মাসিক হিসাব এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে, প্রতিরক্ষা বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্তি ও ব্যয়/পরিশোধের মাসিক হিসাব একত্রিত করে মাসিক হিসাব প্রণয়নপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। এছাড়া মাসিক হিসাবের উপকরণের উপর ভিত্তি করে অর্থবছর শেষে আর্থিক হিসাব ও উপযোজন হিসাব প্রণয়ন করাও এ কার্যালয়ের দায়িত্ব। উল্লেখ্য, প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব সংরক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব এ কার্যালয়ের উপর ন্যস্ত। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিগণের বেতন-ভাতাদি, পেনশন, জিপিএফ, ঋণ ও অগ্রিম এবং প্রকল্পের ব্যয়সহ সকল দাবী নিষ্পত্তি হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর আওতাধীন হিসাবরক্ষণ অফিসসমূহের মাধ্যমে করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

২০২১-২২ অর্থবছরের অগ্রগতি ও সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহঃ

- সরকারি অর্থ প্রদানের আদেশ চেক লেখার পরিবর্তে Electronic Fund Transfer (EFT)-এর মাধ্যমে সরাসরি গ্রাহকের ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ এবং গ্রাহককে স্বয়ংক্রিয়ভাবে SMS করে জানিয়ে দেয়ার বিদ্যমান ব্যবস্থাকে সকল সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারসহ সমাজিক সুরক্ষা নেটওয়ার্ক-ভূক্তদের জন্য সম্প্রসারণে iBAS- ভিত্তিক ইউজার সাপোর্ট কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে;
- মুজিব শতবর্ষে শতভাগ পেনশন ইএফটির মাধ্যমে সকল বেসামরিক পেনশনারদের (প্রতিরক্ষা ও রেলওয়ে ব্যতিত) পেনশন সরাসরি পেনশনারদের ব্যাংক হিসাবে প্রদান করার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে হিসাবরক্ষণ অফিস হতে পেনশন গ্রহণকারী পেনশনারদেরকে পর্যায়ক্রমে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, পেনশন ও ফান্ড ম্যানেজমেন্ট হতে ইএফটি'র মাধ্যমে পেনশন প্রদান করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর আদেশ জারির পর সকল সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের বেতন ফিক্সেশন অনলাইনে করার মাধ্যমে এ ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করা হয়েছে। এ পর্যন্ত iBAS++ সিস্টেমে ২,১৭,৫৯৭ জন কর্মকর্তা, ৮,৪২,৯২৫ জন কর্মচারীসহ সর্বমোট ১০,৬০,৫২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন অনলাইনে ফিক্সেশন করা হয়েছে। একই সাথে অনলাইনে পেনশন ফিক্সেশন এবং কেন্দ্রীয় ডেটাবেইজ তইরীর মাধ্যমে প্রকৃত পেনশনারের সংখ্যা বের করা সম্ভব হয়েছে। পেনশনার ডেটাবেইজ অনুযায়ী পেনশনারের সংখ্যা এখন পর্যন্ত প্রায় ৫,৮৯,৭০৩ জন। এটি একটি চলমান কার্যক্রম যেখানে পেনশনারের পাশাপাশি নতুন পেনশনারদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়;
- ইতোমধ্যেই ৫০টি সিএএফও-তে ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে, যা সিজিএ ওয়েবসাইটের গুরুত্বপূর্ণ লিংক সমূহে সংযুক্ত করা হয়েছে;
- সিএএফও/পেনশন ও ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কার্যালয় হতে ০১/০৬/২০২১ খ্রি. হতে ৩১/০৭/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত সর্বমোট ২৬,৬৭৩ টি আবেদন পত্র যা বিভিন্ন কার্যালয় হতে পেনশন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে নিষ্পত্তি মূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে ।

এছাড়া পূর্বের ম্যানুয়ালি কার্যক্রম পরিহার করে জাতির জনকের অভিষ্ট লক্ষ্য ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য এ কার্যালয়ের সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে এগিয়ে চলছে। এ লক্ষ্য নিয়ে সিজিএ কার্যালয়কে iBas++পদ্ধতিতে সমন্বিতভাবে ইন্টারনেট ভিত্তিক বাজেটিং ও একাউন্টিং কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অনলাইনে এডভাইস প্রেরণ, চেক অবমুক্তি ও চেক সঙ্গাতি সাধনের কাজ সহজভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে। বিল

পাশসহ ইএফটি পদ্ধতিতে সকল সরকারী কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা তাদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে। শতভাগ পেনশন, জিপিএফ এপ্রুভমেন্ট করাও সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ১১.৫০ লক্ষ সরকারী কর্মচারীকে ইএফটি এর আওতায় আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ফান্ড ট্রান্সফার করা সম্ভবপর হয়েছে। ই-চালান, ই-টেন্ডারিং, সিডি ভ্যাট, ভূমি অনলাইনের ভিত্তিতে কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। নতুন ফরম্যাট ইএলপিসি প্রেরণ, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এলপিসি প্রেরণও সহজতর হয়েছে।

অধ্যায়-৩
অর্থ বিভাগের সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, বিনিয়োগ আকর্ষণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিবেশের উন্নয়ন সাধনে সংস্কার ও উদ্ভাবনের গুরুত্ব অপরিসীম। সেজন্য অর্থ বিভাগ সংস্কার ও উদ্ভাবনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। নিম্নে অর্থ বিভাগের বিভিন্ন সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম তুলে ধরা হলোঃ

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার

সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজ ও অনলাইনভিত্তিক করার জন্য Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এর উন্নত ভার্সন iBAS^{++} এর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে বাজেট প্রণয়নের কাজ iBAS^{++} এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। অধিকতর দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়নের জন্য বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে দেশের সকল জেলা-উপজেলায় বাজেট বাস্তবায়ন মডিউল চালু করা হয়েছে। সেইসাথে **"বাজেট কন্ট্রোল অপশন"** চালু করে ব্যয়নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এছাড়া iBAS^{++} এর হিসাবরক্ষণ মডিউল ও জেনারেল লেজার মডিউলের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল হিসাবরক্ষণ অফিসে iBAS^{++} এর হিসাবরক্ষণ মডিউলটি চালু রয়েছে।

চালান অটোমেশন

সরকারি সেবাপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দানে প্রচলিত চালান ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে অটোমেশন করে এ-চালান (Automated Chalan) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ-চালান সিস্টেমের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন সিস্টেম, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম, ই-পাসপোর্ট, বিআরটিএ ও অন্যান্য সংস্থার সিস্টেমের Integration করা হয়েছে। এতে করে সরকারি সেবা প্রত্যাশীগণ কোনো বিড়ম্বনা ছাড়াই ঘরে বসেই ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অনলাইনে চালান জমা দিতে পারছেন। এছাড়া, দেশের তফসিলি ব্যাংকসমূহের সকল শাখার কাউন্টারে (Over the Counter) চালান জমা দেওয়া যাচ্ছে। ফলে, সরকারি যে কোনো সেবার বিপরীতে ফি প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে এবং বিড়ম্বনা হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন নাগরিকগণ সহজেই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ জমা দিতে পারবেন, অন্যদিকে সরকারের রাজস্ব আহরণ এবং স্বচ্ছতাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে সরকারের নগদ ব্যবস্থাপনায় (Cash Management) ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

সরকারি নগদ হস্তান্তর শতভাগ জি-টু-পিতে আনয়ন

G2P এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কার্যক্রমসমূহের সুবিধাভোগীদের ভাতা EFT পদ্ধতিতে দেওয়া হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ ২.৭৩ কোটির বেশী উপকারভোগীকে EFT এর মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভুক্ত সুবিধাভোগীদের ভাতা প্রদান শতভাগ জি-টু-পি পদ্ধতির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬০ শতাংশের বেশি পরিশোধ উক্ত পদ্ধতির আওতায় চলে এসেছে। এছাড়াও, iBAS-এ 'জি-টু-পি' ভিত্তিক একটি ইউনিফর্ম সোস্যাল রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী, মাতৃত্বকালীন ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তিসহ সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নগদ হস্তান্তর এ প্রক্রিয়ায় দ্রুত প্রেরণ করা হচ্ছে। ফলে, সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি সঠিক উপকারভোগীকে চিহ্নিত করে সঠিক সময়ে ঝামেলা মুক্তভাবে সরকারের নগদ অর্থ হস্তান্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্প আয়ের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দুস্থ ও দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে iBAS^{++} সিস্টেমে একটি পৃথক মডিউল সংযোজন করা হয়েছে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৭,২১,৪৮৪ জনসহ বিগত ০৩ অর্থবছরে মোট ৮২,৫৯,৩৭৭ জন উপকারভোগীকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে মোট ২,০৮৮ কোটি টাকা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। অর্থ প্রদানের পূর্বে উপকারভোগীর তথ্য সরকারের বিভিন্ন তথ্য

ভান্ডারের সাথে যাচাই করা হয়েছে।

পেনশন অটোমেশন

আইবাস++ প্রক্রিয়ায় একটি অন্যতম সংযোজন হলো পেনশনারদের পেনশন ইএফটি'র মাধ্যমে প্রদান। এজন্য পেনশনারদের ডাটাবেজ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর পাশাপাশি শতভাগ পেনশনারদের মাসিক পেনশন ইএফটির আওতায় আনা হয়েছে। পেনশনার লাইফ ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়াকে সহজ, নির্ভরযোগ্য এবং পেনশনারগনের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসার লক্ষ্যে লাইফ ভেরিফিকেশন অ্যাপ এবং বায়োমেট্রিক ডিভাইস ভিত্তিক লাইফ ভেরিফিকেশন সিস্টেম পাইলটিং করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে সরকারি অর্থের অপচয় রোধ ও পেনশনারদের পেনশন প্রাপ্তি বিড়ম্বনামুক্ত হয়েছে।

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ

বয়স্ক ও দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিত করার জন্য সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২২' প্রণয়নের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আইনের খসড়াও ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০২২ সালের মধ্যেই উল্লিখিত আইনটি মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হবে। এতে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সীরা এই পেনশন স্কিমের আওতায় আসবে। তবে বিশেষ ব্যবস্থায় এর বেশি বয়সীরাও এর আওতায় আসতে পারেন। ৬০ বছরের পর থেকে এ পেনশন কার্যকর হবে। সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফলে, ভবিষ্যতে বর্তমানে চলমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম ধীরে ধীরে সংকুচিত করে আনার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক সুকুক (SUKUK) বন্ড ইস্যু

ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের সুযোগ দিতে শরীয়াহ্ বন্ড (সুকুক) প্রবর্তন করা হয়েছে। সুকুক ইস্যুর লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। সুকুক ইন্সট্রুমেন্ট চালু করার ফলে শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের সরকারি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮,০০০ কোটি টাকা মূল্যের সুকুক বন্ড ইস্যু করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরেও ১০,০০০ কোটি টাকা মূল্যের সুকুক বন্ড ইস্যু করা হয়েছে। এ উদ্যোগে বন্ড মার্কেটের গভীরতা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে, যা দেশের আর্থিক খাতের উন্নতিতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে।

সরকারি সকল ব্যয় একটিমাত্র হিসাবের আওতাভুক্তি

সরকারি ব্যয় সাশ্রয় এবং উক্ত ব্যয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে সকল সরকারি ব্যয় Treasury Single Account (TSA) এর আওতায় আনার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি সকল আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সরকারি বরাদ্দের সকল অর্থ Treasury Single Account (TSA) এর মাধ্যমে সম্পন্নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সুদ পরিশোধ বাবদ সরকারি ব্যয় হ্রাসসহ সরকারি অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা বাড়বে।

সঞ্চয়পত্র বিক্রয় ব্যবস্থাপনার সংস্কার

নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ক্ষমতা সীমিত করা এবং স্বল্প-আয়ের লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উচ্চ সুদ হারের সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সঞ্চয়পত্র বিক্রয় ব্যবস্থাপনা অটোমেশন করা হয়েছে। এছাড়াও, সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর ও TIN নম্বর প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়। এখাতে সংস্কার প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে সঞ্চয়পত্র হতে প্রাপ্ত মুনাফার উপর নির্ভরশীল স্বল্প-আয়ের মানুষের স্বার্থ সমুন্নত রেখে ১৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সীমাভেদে ১ থেকে ২ শতাংশ পর্যন্ত মুনাফার হার কমানো হয়েছে। এতে করে সঞ্চয়পত্র বাবদ সরকারের সুদ ব্যয় কমলেও ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীগণের ক্ষেত্রে মুনাফার হার একই থাকবে। জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এটি একটি কেন্দ্রীয় ইন্টারনেট ভিত্তিক সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র বিক্রয়, লভ্যাংশ প্রদান এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় হিসাবায়ন সম্পন্ন হচ্ছে। ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমের সাধারণ ও মেয়াদি হিসাব অনলাইন এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়াও, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার বন্ড ও ইউএস প্রিমিয়াম বন্ড এর অটোমেশন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।

অধ্যায়-৪
অর্থ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

কোভিড-১৯ অতিমারির অভিঘাত সত্ত্বেও সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং সময়োপযোগী ও দূরদর্শী নীতি-কৌশল অনুসরণের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জনগণের নিকট সহজে সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ২০২১-২২ অর্থবছরে অর্থ বিভাগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এসবের মধ্যে লক্ষ্যণীয় অর্জনসমূহ হলোঃ

- ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নপূর্বক নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে;
- জাতীয় বাজেটের সাথে ‘মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-বিবৃতি’, ‘মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পুস্তিকা’, ‘টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন: বাজেট প্রতিবেদন ২০২১-২২’ ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে;
- দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনীতির খাতসমূহের হালনাগাদ অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশ করে ‘বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২’ প্রকাশ করা হয়েছে;
- মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় অর্থনীতির ৪টি প্রধান খাত তথা প্রকৃত, রাজস্ব, আর্থিক ও মুদ্রা খাত এবং বহিঃখাতের চলকসমূহের প্রাক্কলণ ও মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ করার মাধ্যমে অর্থ বিভাগ আর্থিক খাতের সার্বিক শৃঙ্খলা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে;
- রাজস্ব ও ব্যয়ের অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও বলিষ্ঠ পূর্বাভাস প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে একটি ম্যাক্রোইকোনোমিক তথ্যভান্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে, যা Medium Term Macroeconomic Policy Statement (MTMPS) এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নে ব্যবহার করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে মৃত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত সরকারি ঋণ ও সুদ মওকুফের ১৩৭টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত মোট ৯৫০টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- SEIP প্রকল্পের আওতায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সমন্বয় করে ৭,৭২,৫৯৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রশিক্ষণ শেষে সনদ পেয়েছেন ৫,০৯,৭২৩ জন এবং কর্মে নিয়োজিত হয়েছেন ৩,৬৪,৩৩৬ জন। দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অন্তত: ৬০ শতাংশের জন্য প্রাথমিক কর্মসংস্থানের সুযোগ রাখা হয়েছে;
- দেশে কর্মসংস্থান খাতে সংস্কারের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংক এর সাথে নীতি সহায়তা ঋণ (Development Policy Credit) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিন বছর মেয়াদি এই কর্মসূচির আওতায় দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন, শ্রমিকের সুরক্ষা ও পিছিয়ে পড়া লোকজনের কর্মে প্রবেশ ত্বরান্বিত করার জন্য ২৯টি আইন/নীতি বা পদ্ধতি প্রণয়ন বা সংস্কারের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে;
- সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে বাজেট প্রণয়নের কাজ iBAS++ এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয় ও হাসপাতালসহ মোট ৭০০ মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট iBAS++ সিস্টেমে প্রণয়ন করা হয়েছে। Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এর উন্নত ভার্সন iBAS++ সিস্টেম উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে ;

- অধিকতর দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়নের জন্য বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে দেশের সকল জেলা-উপজেলায় বাজেট বাস্তবায়ন মডিউল চালু করা হয়েছে। সেইসাথে **"বাজেট কন্ট্রোল অপশন"** চালু করে ব্যয়নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এছাড়া iBAS++ এর হিসাবরক্ষণ মডিউল ও জেনারেল লেজার মডিউলের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল হিসাবরক্ষণ অফিসে iBAS++ এর হিসাবরক্ষণ মডিউলটি চালু রয়েছে। এর ফলে ২০২১-২২ এর জুন ক্লোজিং সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হয়েছে;

- দেশের সকল স্থানে অনলাইনে বেতন বিল দাখিল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় দুই লক্ষ কর্মকর্তা অনলাইনে বেতন বিল দাখিল করছেন। এছাড়া, প্রায় ১০ লক্ষ কর্মচারীর বেতন-ভাতা সংশ্লিষ্ট ডিডিও কর্তৃক দাখিল করা হচ্ছে;

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, বেসামরিক সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সদস্য নিজ ব্যাংক হিসাবে iBAS++ এর মাধ্যমে ইএফটি পদ্ধতিতে বেতন-ভাতাদি পাচ্ছেন;

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়াধীন ৬টি SAE (Self Accounting Entity) (গণপূর্ত অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, রেলওয়ে এবং সিজিডিএফ)-এ iBAS++ এর হিসাবরক্ষণ মডিউল চালু করা হয়েছে। এগুলো থেকে ইলেকট্রনিক অ্যাডভাইসের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে অর্থ পরিশোধ করছে, যার ফলে বিল প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া, ডাক অধিদপ্তরে কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা ইএফটি পদ্ধতিতে প্রদান কার্যক্রম পাইলটিং করা হচ্ছে;

- স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ যেন ট্রেজারির বাইরে পড়ে না থাকে সে উদ্দেশ্যে নগদ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য iBAS++ এ নতুন মডিউল সংযোজন করা হয়েছে। এই মডিউলটি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ড, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল, বিদ্যুৎ বিভাগের সকল প্রকল্প, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়াসহ ২০টি প্রতিষ্ঠানে চালু করা হয়েছে;

- ঘরে বসে চালান জমাদানের উদ্দেশ্যে অটোমেটেড চালান (এ-চালান) বাতায়ন চালু করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন নাগরিকগণ সহজেই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ জমা দিতে পারবেন, অন্যদিকে সরকারের রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে, তেমনি স্বচ্ছতাও বৃদ্ধি পাবে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৮,৮৭০ কোটি টাকা এ-চালান পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে 5০টি ব্যাংক অটোমেটেড চালান সিস্টেম ব্যবহার করেছে। এ সিস্টেমে OTC (ওভার দ্য কাউন্টার)-এর পাশাপাশি অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে সরাসরি অর্থ জমা দেওয়া যায়;

- নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (এনটিআর) এর জন্য একটি ডাটাবেজ সফ্টওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত ডাটাবেজ এ ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (এনটিআর) খাতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির সুযোগ তৈরী হয়েছে;

- সরকারি খাতে ঋণ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত একটি ডেট ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে; যেখানে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের Debt stock, redemption profile, সুদ ব্যয় ইত্যাদি হিসাব সংরক্ষণ করা যায়;

- বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দূতাবাসসমূহের জন্য iBAS++ এ পৃথক সাব-মডিউল সংযোজন করা হয়েছে এবং সফলভাবে ২০টি দূতাবাসে তা চালু করা হয়েছে;

- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন, সহজীকরণ ও সরকারি ব্যয় হ্রাস; সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা নিশ্চিত ও সম্প্রসারণ করাসহ এ খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' চালু করা হয়েছে। এর আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-সাধারণ হিসাব এবং মেয়াদী হিসাব এর লেনদেন কার্যক্রম অটোমেশন/ডিজিটাইজড করা হয়েছে। তাছাড়া, জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে দেশে বৈদেশিক রেমিট্যান্স এর আন্ত:প্রবাহ বৃদ্ধি লক্ষ্যে অনাবাসী

বাংলাদেশীদের জন্য প্রবর্তিত ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ.এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউ.এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এর লেনদেন কার্যক্রম অটোমেশন/ডিজিটাইজড করা হয়েছে।

- G2P এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কার্যক্রমসমূহের সুবিধাভোগীদের ভাতা EFT পদ্ধতিতে দেওয়া হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ ২.৭৩ কোটির বেশী উপকারভোগীকে EFT এর মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির অর্থনৈতিক প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য দিকনির্দেশনায় ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। প্রণীত প্রণোদনা কর্মসূচীসমূহের পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু করে তা নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে;
- কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ক্রয়ের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের নিকট হতে ৯৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণচুক্তি সম্পাদন এবং ডিসবার্সমেন্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত প্রোগ্রামে অর্থ বিভাগ Executing Agency হিসেবে কাজ করছে। এছাড়া, কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ক্রয়ের জন্য ইউরোপীয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের সাথে ২৪০ মিলিয়ন ইউরোর ভ্যাকসিন সাপোর্ট প্রোগ্রামের সফল নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে;
- মুজিব বর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দুস্থ ও দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে $iBAS^{++}$ সিস্টেমে একটি পৃথক মডিউল সংযোজন করা হয়েছে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৭,২১,৪৮৪ জনসহ বিগত ০৩ অর্থবছরে মোট ৮২,৫৯,৩৭৭ জন উপকারভোগীকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে মোট ২,০৮৮ কোটি টাকা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- "আপনার প্রাপ্য পেনশন 'ইএফটি'র মাধ্যমে প্রদান জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর উপহার' - এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিববর্ষে শতভাগ পেনশনারকে ইএফটি পদ্ধতিতে প্রতি মাসের ১ম কর্মদিবসে মাসিক পেনশন ও ভাতাদি নিজ নিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রেরণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে একটি সার্বজনীন পেনশন স্কিম প্রণয়ন এবং কর্তৃপক্ষ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহন ও আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সীরা এই পেনশন স্কিমের আওতায় আসবে। তবে বিশেষ ব্যবস্থায় এর বেশি বয়সীরাও এর আওতায় আসতে পারেন। ৬০ বছরের পর থেকে এ পেনশন কার্যকর হবে;
- প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত দায় ব্যবস্থাপনার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে কন্ট্রোল লেজার তৈরি করা হয়েছে যেখানে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বাৎসরিক জিপিএফ, চাঁদা, প্রত্যার্পন, রিফান্ড ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। পাশাপাশি এই লেজারের মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জিপিএফ সংক্রান্ত সুদের হিসাব অটোমেটিক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অধ্যায়-৫
অর্থনৈতিক উন্নয়ন

বাংলাদেশ বিগত বছরগুলোতে টেকসই সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা অব্যাহতভাবে বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ বিগত এক দশক ধরে গড়ে ৬ শতাংশের উপরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি স্থিতিশীল মূল্যস্ফীতি, নিম্ন সরকারি ঋণ এবং বহিঃস্থ অভিঘাতের সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার রেকর্ড ৭.৮৮ শতাংশ অর্জিত হলেও কোভিড-১৯ এর অতিমারির প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৩.৪৫ শতাংশ। তবে, বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৭.২৫ শতাংশ অর্জিত হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। কোভিড-১৯-এর প্রভাবে রপ্তানি ও আমদানি হ্রাস পেলেও সরকারের প্রণোদনার ফলে প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। কোভিড পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতির কিছুটা উর্ধ্ব গতি পরিলক্ষিত হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৭ শতাংশ যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ৫.৬ শতাংশ। তাছাড়া সম্প্রতি আমদানি ব্যাপক বৃদ্ধি ও প্রবাস আয়ে ঋণাত্বক প্রবৃদ্ধির কারণে ২০২১-২২ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কিছুটা কমে গেছে।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি

- কোভিড-১৯-এর কারণে বাংলাদেশের উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসে কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। তা সত্বেও বিগত এক দশকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল ৬ শতাংশের উপর। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রেকর্ড ৭.৮৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। কোভিড-১৯ এর অতিমারির প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৩.৪৫ শতাংশ। তবে, বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৭.২৫ শতাংশ।

বছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)*
২০০৮-০৯	৪.৯৫
২০০৯-১০	৬.৭৫
২০১০-১১	৭.৩১
২০১১-১২	৭.২৬
২০১২-১৩	৬.৬১
২০১৩-১৪	৭.০৩
২০১৪-১৫	৭.৫৫
২০১৫-১৬	৭.২৭
২০১৬-১৭	৬.৫৯
২০১৭-১৮	৭.৩২
২০১৮-১৯	৭.৮৮
২০১৯-২০	৩.৪৫
২০২০-২১	৬.৯৪
২০২১-২২সা	৭.২৫

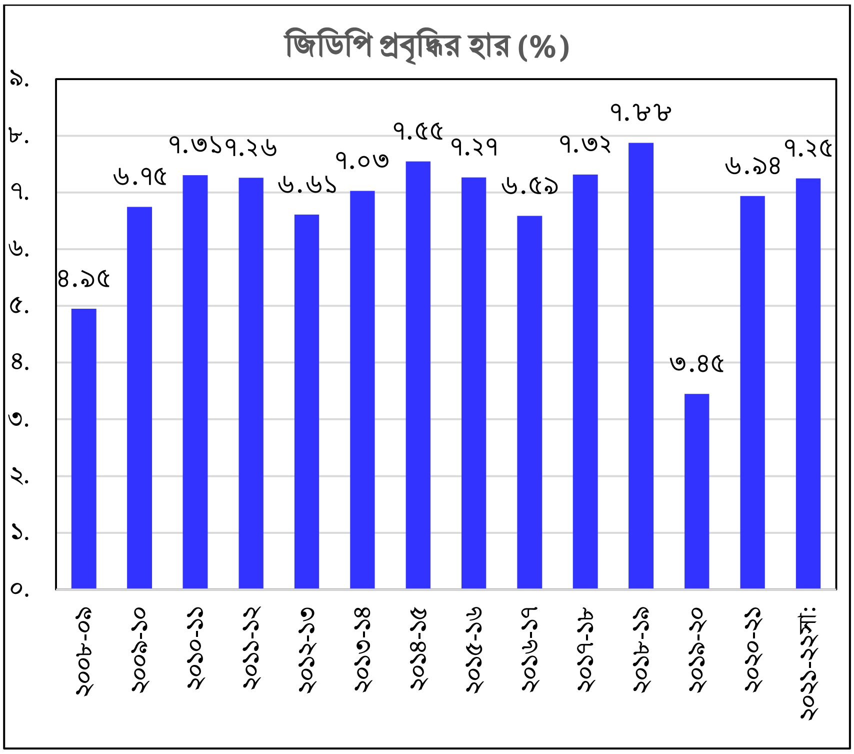

*জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নতুন ভিত্তি ধরে।

মাথাপিছু জাতীয় আয়

- বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাথাপিছু জাতীয় আয় ২০০৮-০৯ সালে যেখানে ছিল ৮৪২ মার্কিন ডলার তা প্রায় ৩ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ২৫৯১ মার্কিন ডলারে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী সমাপ্ত ২০২১-২২ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ২৮৮৩ মার্কিন ডলার হবে।

বছর	মাথাপিছু জাতীয় আয় (মা: ড:)*
২০০৮-০৯	৮৪২
২০০৯-১০	৯৪৬
২০১০-১১	১০৪৯
২০১১-১২	১০৮৭
২০১২-১৩	১২১৪
২০১৩-১৪	১৩৭১
২০১৪-১৫	১৫৫৩
২০১৫-১৬	১৭৩৭
২০১৬-১৭	১৮৭৯
২০১৭-১৮	২০৪৩
২০১৮-১৯	২২০৮
২০১৯-২০	২৩২৬
২০২০-২১	২৫৯১
২০২১-২২সা:	২৮৮৩

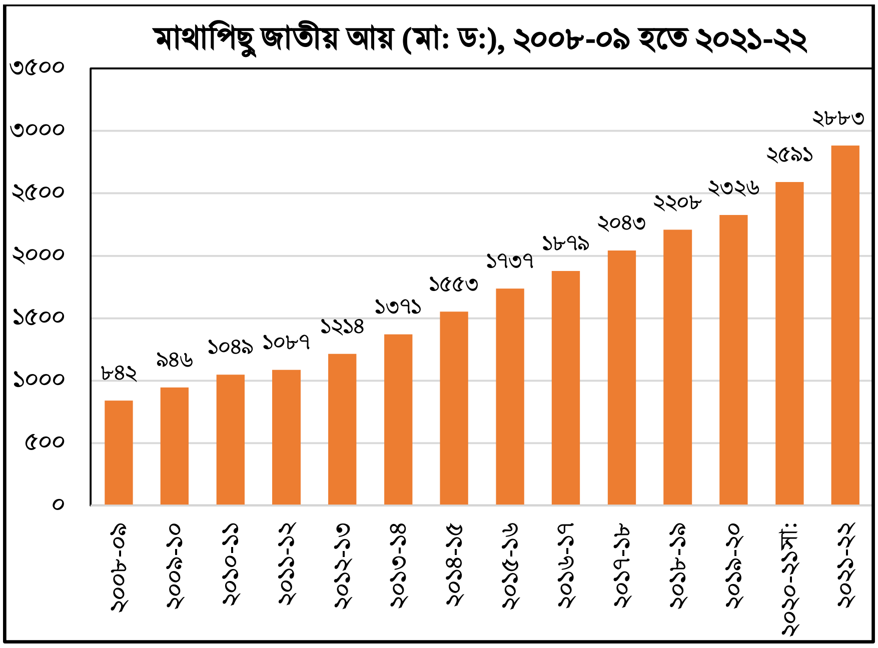

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; সা:=সাময়িক।*জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নতুন ভিত্তি ধরে।

মূল্যস্ফীতি

- কোভিড-১৯ অতিমারি সত্ত্বেও বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে স্থিতিশীল অবস্থা বিদ্যমান ছিল। ২০১০-১১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১০.৯ শতাংশ। পরবর্তী বছরগুলোতে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ৬ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করেছে। কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৭ শতাংশে দাঁড়িয়ে ছিল। তবে, ২০২০-২১ অর্থবছরে তা আবার অনেকটা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৫.৬ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫.৭ শতাংশ।

বছর	মূল্যস্ফীতি (%)
২০০৮-০৯	৭.৬
২০০৯-১০	৬.৮
২০১০-১১	১০.৯
২০১১-১২	৮.৭
২০১২-১৩	৬.৮
২০১৩-১৪	৭.৪
২০১৪-১৫	৬.৪
২০১৫-১৬	৫.৯
২০১৬-১৭	৫.৪
২০১৭-১৮	৫.৮
২০১৮-১৯	৫.৫
২০১৯-২০	৫.৭
২০২০-২১	৫.৬
২০২১-২২	৫.৭

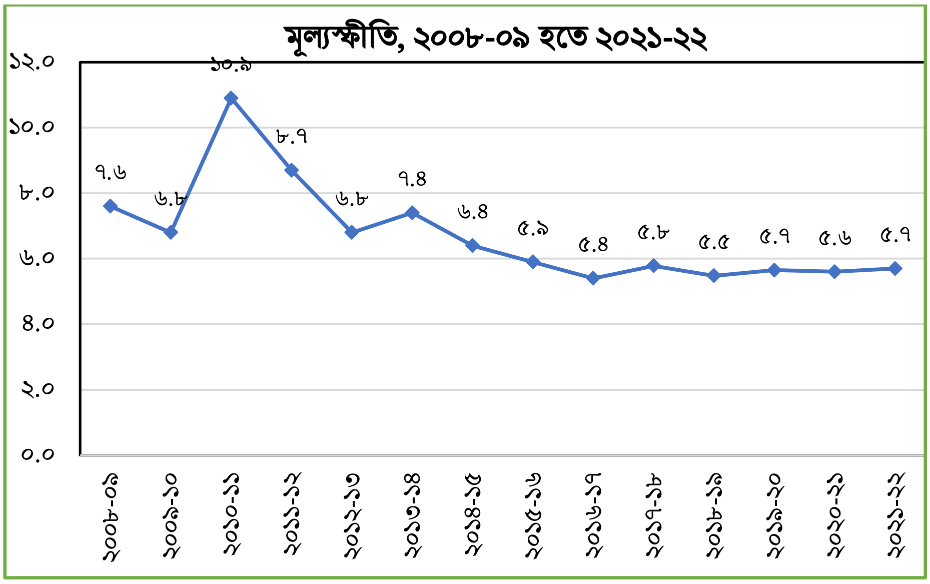

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

রাজস্ব আয়

➢ সময়ের সাথে মোট রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেলেও জিডিপি'র তুলনায় উক্ত বৃদ্ধির হার কম। মোট রাজস্ব আয় বিগত দশ বছর সময়ে প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৩,২৮,৯৮৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৩ শতাংশ)। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩,৮৯,০০১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৮ শতাংশ) এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪,৩৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৭ শতাংশ)।

বছর	মোট রাজস্ব (কোটি টাকা)	জিডিপি'র শতাংশ (%)
২০০৮-০৯	৬৪৫৭০	৯.২
২০০৯-১০	৭৫৯১০	৮.৪
২০১০-১১	৯২৯৯০	৮.৯
২০১১-১২	১১৪৬৮০	৯.৪
২০১২-১৩	১২৮২৬০	৯.২
২০১৩-১৪	১৪০২৩৯	৮.৯
২০১৪-১৫	১৪৫৯৬৬	৮.১
২০১৫-১৬	১৭২৯৫০	৮.৩
২০১৬-১৭	২০১২১০	৮.৭
২০১৭-১৮	২১৬৫৫৫	৮.২
২০১৮-১৯	২৫১৮৮৪	৮.৫
২০১৯-২০	২৬৫৮০০	৮.৪
২০২০-২১	৩২৮৯৮৩	৯.৩
২০২১-২২	৩৮৯০০১	৯.৮
২০২২-২৩বা	৪৩৩০০০	৯.৭

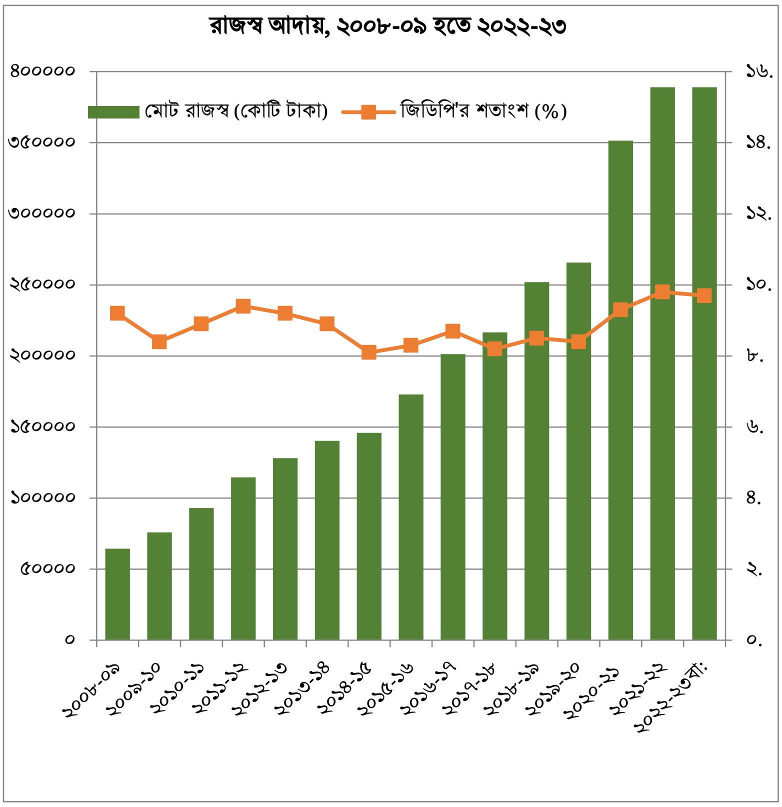

উৎস: অর্থ বিভাগ; স:বা:=সংশোধিত বাজেট; বা:=বাজেট

সরকারি ব্যয়

➢ মোট সরকারি ব্যয় ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেলেও তা জিডিপি'র শতাংশ হারে কম বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট সরকারি ব্যয় বিগত দশ বছর সময়ে প্রায় ৪.৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৪,৫৯,৫৪০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.০ শতাংশ)। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫,৯৩,৫০১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৪.৯ শতাংশ) এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬,৭৮,০৬৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৫.২ শতাংশ)।

বছর	মোট সরকারি ব্যয় (কোটি টাকা)	জিডিপি'র শতাংশ (%)
২০০৮-০৯	৮৮০৬৪	১২.৫
২০০৯-১০	১০১৬০৮	১১.৩
২০১০-১১	১২৮২৬৮	১২.৩
২০১১-১২	১৫২৪২৮	১২.৬
২০১২-১৩	১৭৫৬৪২	১২.৬
২০১৩-১৪	১৮৭৮১৫	১২.০
২০১৪-১৫	২০৮৮৭৪	১১.৫
২০১৫-১৬	২৪০৮০৭	১১.৬
২০১৬-১৭	২৭৭২৩৬	১১.৬
২০১৭-১৮	৩২১৮৬২	১২.২
২০১৮-১৯	৩৯১৭৪৭	১৩.৩
২০১৯-২০	৪,১৩,৪৯০	১৩.০
২০২০-২১	৪,৫৯,৫৪০	১৩.০
২০২১-২২	৫,৯৩,৫০১	১৪.৯
২০২২-২৩বা:	৬,৭৮,০৬৩	১৫.২

উৎস: অর্থ বিভাগ; স:বা:=সংশোধিত বাজেট; বা:=বাজেট

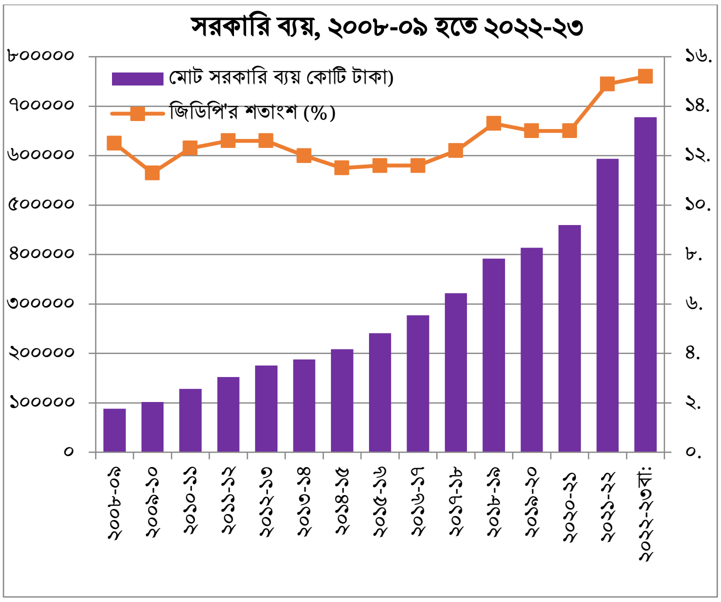

বাজেট ঘাটতি

➢ বাজেটের আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে বাজেট ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে বাজেট ঘাটতি ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সাম্প্রতিক বছরে তা উক্ত সীমা অতিক্রম করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৩.৭ শতাংশ ছিল এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে তা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৫.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বছর	বাজেট ঘাটতি (কোটি টাকা)	জিডিপি'র শতাংশ (%)
২০০৮-০৯	২৩৩০৯	৩.১
২০০৯-১০	২৩৯৬৪	২.৮
২০১০-১১	৩৪১৮২	৩.৪
২০১১-১২	৩৩৮৩৭	৩.১
২০১২-১৩	৫৫৯২২	৩.৪
২০১৩-১৪	৪৭৯৬৮	৩.০
২০১৪-১৫	৬২২৩৪	৩.৪
২০১৫-১৬	৬৭৮২০	৩.২
২০১৬-১৭	৮০৬২৯	২.৯
২০১৭-১৮	১০৫৩০৫	৪.০
২০১৮-১৯	১৩৯৮৬৩	৪.৭
২০১৯-২০	১৪৭৬-৯	৪.৭
২০২০-২১	১,৩০,৫৫৭	৩.৭
২০২১-২২	২,০৪,৫০০	৫.১

উৎস: অর্থ বিভাগ।

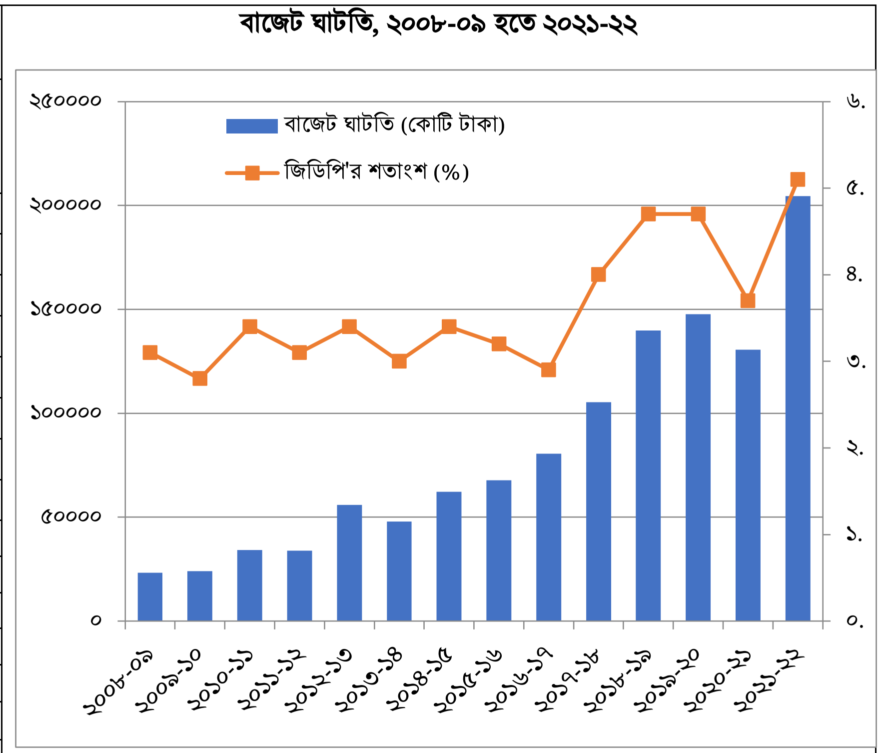

রপ্তানি

- কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাবে বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি কিছুটা সংকুচিত হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি সংকুচিত হয়েছে ১৬.৯৩ শতাংশ। পরবর্তী সময়ে সরকারের সময়োপযোগী উদ্যোগের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে রপ্তানি বৃদ্ধি পায় ১৫.১০ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি বৃদ্ধি পায় ৩৪.৪ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম রপ্তানি আয় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে।

বছর	রপ্তানি (বি: মা: ড:)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৮-০৯	১৫.৬	১০.৬
২০০৯-১০	১৬.২	৩.৮
২০১০-১১	২২.৯	৪১.৪
২০১১-১২	২৪.৩	৬.১
২০১২-১৩	২৭	১১.১
২০১৩-১৪	৩০.২	১১.৯
২০১৪-১৫	৩১.২	৩.৩
২০১৫-১৬	৩৪.৩	৯.৯
২০১৬-১৭	৩৪.৮	১.৫
২০১৭-১৮	৩৬.৭	৫.৫
২০১৮-১৯	৪০.৫	১০.৫
২০১৯-২০	৩৩.৬	-১৬.৯৩
২০২০-২১	৩৮.৭৫	১৫.১০
২০২১-২২সা:	৫২.০৮	৩৪.৪

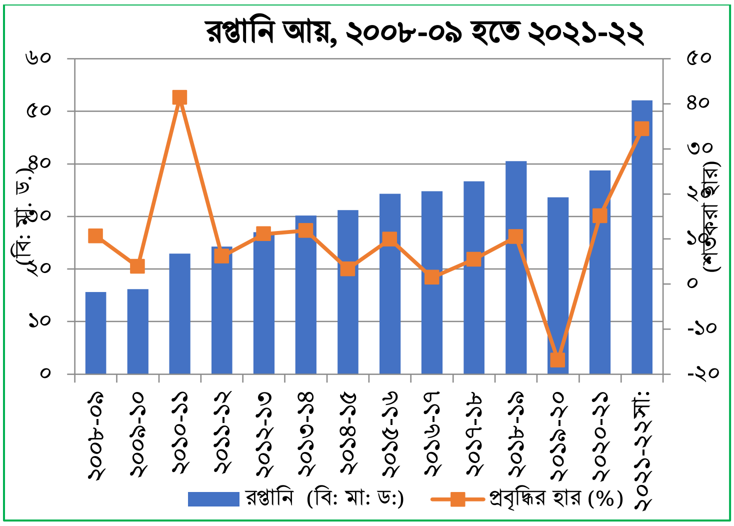

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; সা:=সাময়িক

আমদানি

- কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় কিছুটা শ্লথ হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয় ছিল ২২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৬৫.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে আমদানি ব্যয়ের ব্যাপক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় ২০২১-২২ অর্থবছরে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী মোট আমদানির পরিমাণ ৮৯.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৩৫.৯ শতাংশ বেশি।

বছর	আমদানি (বি: মা: ড:)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৮-০৯	২২.৫	৪.২
২০০৯-১০	২৩.৭	৫.৩
২০১০-১১	৩৩.৭	৪২.২
২০১১-১২	৩৫.৫	৫.৩
২০১২-১৩	৩৪.১	-৩.৯
২০১৩-১৪	৩৯.৩	১৫.২
২০১৪-১৫	৪০.৭	৩.৬
২০১৫-১৬	৪২.৯	৫.৪
২০১৬-১৭	৪৭.০	৯.৬
২০১৭-১৮	৫৮.৯	২৫.৩
২০১৮-১৯	৫৯.৯	১.৮
২০১৯-২০	৫৪.৮	-৮.৬
২০২০-২১	৬৫.৬	১৯.৭
২০২১-২২সা.	৮৯.২	৩৫.৯

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; সা:=সাময়িক।

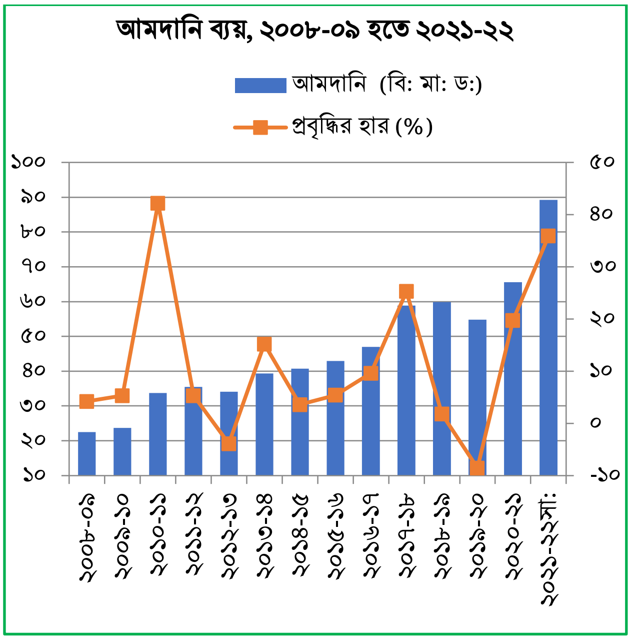

রেমিট্যান্স প্রবাহ

➢ বিগত এক দশকে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক উঠানামা লক্ষ্য করা গেছে। কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহের ব্যাপক উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যায় বিশেষ করে ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পায় ৩৬.১০ শতাংশ। মূলত সরকার ঘোষিত রেমিট্যান্স প্রবাহের উপর শতকরা ২ শতাংশ হারে (পরবর্তীতে বৃদ্ধি করে ২.৫ শতাংশ) প্রণোদনা প্রদানের ফলে বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ কিছুটা হ্রাস পেলেও বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে বাদ দিয়ে বিগত অন্যান্য বছরের গড়ের তুলনায় রেমিট্যান্স প্রবাহ সন্তোষজনক রয়েছে। চলতি বছরে প্রবাসী বর্হিগমণের সংখ্যা বিবেচনায় আশা করা যায় রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধির হার শীঘ্রই ধনাত্মক হবে।

বছর	প্রবাস আয় (বি: মা: ড:)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৮-০৯	৯.৭০	২২.৮
২০০৯-১০	১১.০	১৩.৪
২০১০-১১	১১.৭	৬.৪
২০১১-১২	১২.৮	৯.৪
২০১২-১৩	১৪.৫	১৩.৩
২০১৩-১৪	১৪.২	-২.১
২০১৪-১৫	১৫.৩	৭.৭
২০১৫-১৬	১৪.৯	-২.৬
২০১৬-১৭	১২.৮	-১৪.১
২০১৭-১৮	১৫.০	১৭.২
২০১৮-১৯	১৬.৪	৯.৬
২০১৯-২০	১৮.২	১০.৮
২০২০-২০২১	২৪.৮	৩৬.১
২০২১-২০২২সা:	২১.০	-১৫.১

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; সা:=সাময়িক।

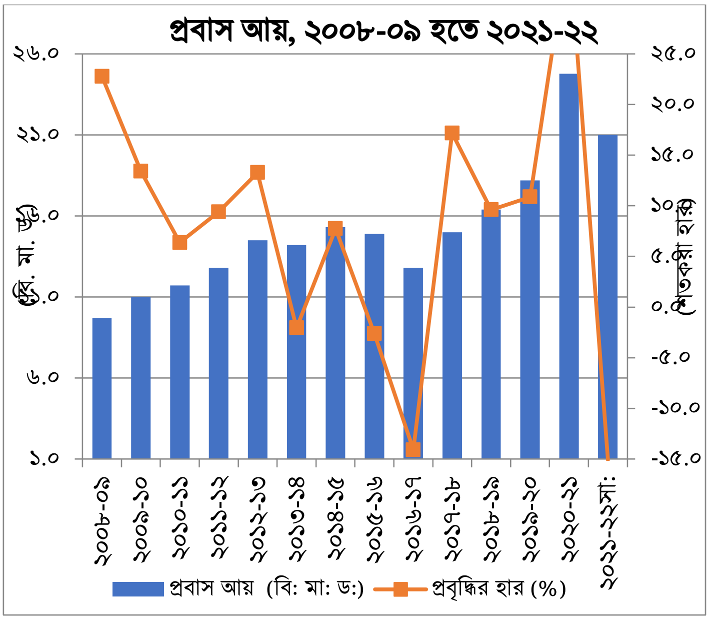

চলতি হিসাবের ভারসাম্য

- বিগত বছরগুলোতে চলতি হিসাব ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে চলতি হিসাবের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় যা ২০১৭-১৮ সালে সর্বোচ্চ ৯৭৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছায়। পরবর্তী বছরগুলোতে এই ঘাটতি ক্রমান্বয়ে কমে ২০২০-২১ অর্থবছরে এসে দাঁড়ায় ৪৫৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে আমদানি ব্যয়ের ব্যাপক বৃদ্ধি ও প্রবাস আয়ের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির কারণে চলতি হিসাবের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮,৬৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বছর	চলতি হিসাবের ভারসাম্য (মি: মা:
২০০৮-০৯	২৪১৬
২০০৯-১০	৩৭২৪
২০১০-১১	-১৬৮৬
২০১১-১২	-৪৪৭
২০১২-১৩	২৩৮৮
২০১৩-১৪	১৪০৯
২০১৪-১৫	৩৪৯২
২০১৫-১৬	৪২৬২
২০১৬-১৭	-১৩৩১
২০১৭-১৮	-৯৭৮০
২০১৮-১৯	-৫২৫৪
২০১৯-২০	-৪৭২৪
২০২০-২১	-৪৫৭৫
২০২১-২২সা:	-১৮৬৯৭

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক;
সা:=সাময়িক।

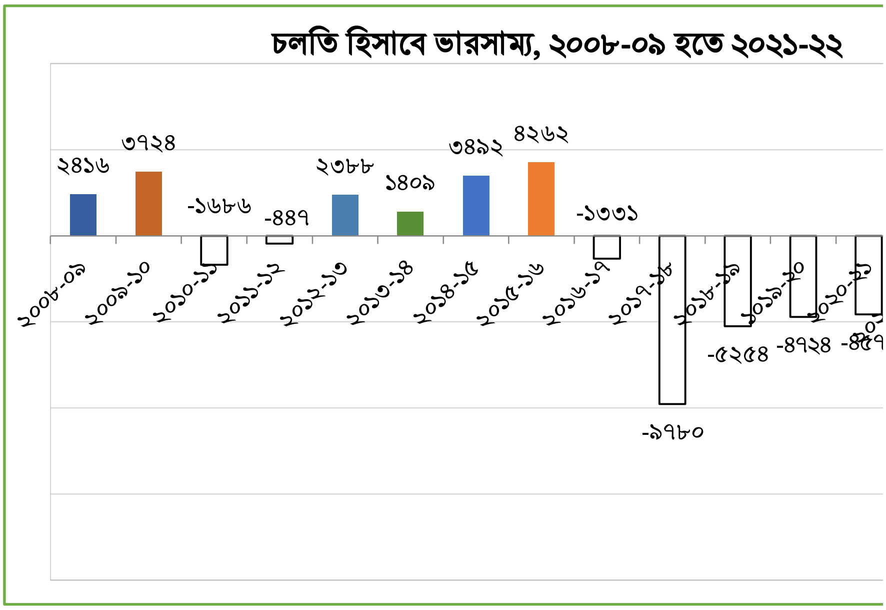

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রপ্তানি আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি সত্বেও ২০২১-২২ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের ঋণাত্বক প্রবৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয়ের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বিগত বছরগুলোর তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ৩০শে জুন, ২০২১ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মাকিন ডলার। কিন্তু বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও অন্যান্য পণ্য-দ্রব্যের দাম বৃদ্ধিতে আমদানি ব্যয়ের উলম্ফন এবং প্রবাস আয়ের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়ে ৩০শে জুন, ২০২২ তারিখে ৪১.৮২ বিলিয়ন মাকিন ডলারে দাঁড়িয়েছে যা দিয়ে ৫.৪১ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

বছর	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ
২০০৮-০৯	৭.৫
২০০৯-১০	১০.৭
২০১০-১১	১০.৯
২০১১-১২	১০.৪
২০১২-১৩	১৫.৩
২০১৩-১৪	২১.৫
২০১৪-১৫	২৫
২০১৫-১৬	৩০.২
২০১৬-১৭	৩৩.৪
২০১৭-১৮	৩২.৯
২০১৮-১৯	৩২.৭
২০১৯-২০	৩৬.০
২০২০-২১	৪৬.৩৯
২০২১-২২	৪১.৮২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

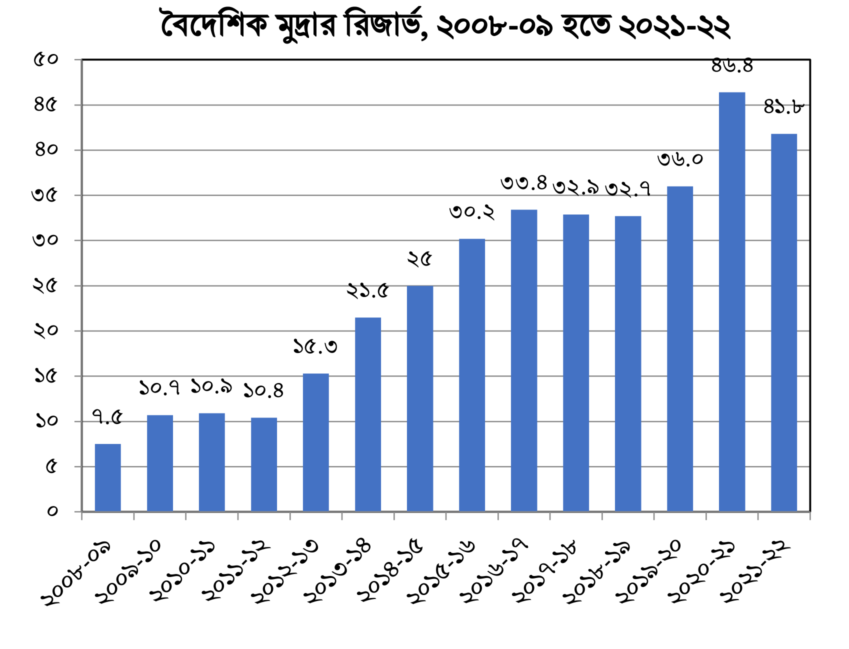

অর্থ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
			২০২০-২১		২০২১-২২		২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার	১, ২	শতকরা হার	-	৬.৯৪	৭.২	৭.২	৭.৫	৭.৮	৮.০
২. মোট রাজস্ব আয়	২, ৪	জিডিপি'র শতকরা হার	-	৯.৩	১১.৩	৯.৯	৯.৮	১০.৪	১০.৬
ক. কর রাজস্ব			-	৭.৬	১০.০	৮.৮	৮.৮	৯.৩	৯.৫
খ. কর বহির্ভূত রাজস্ব			-	১.৭	১.২	১.১	১.০	১.১	১.১
৩. সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	১, ২	জিডিপি'র শতকরা হার	-	-৩.৭	-৬.২	-৫.২	-৫.৫	-৫.১	-৫.০
৪. বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের অনুপাত	২	শতকরা হার	-	১৩.০	১৭.৫	১৫.১	১৫.৪	১৫.৫	১৫.৬
৫. ঘাটতি অর্থায়ন (মোট)	১, ৩, ৪	জিডিপি'র শতকরা হার	-	৩.৭	৬.২	৫.২	৫.৫	৫.১	৫.০
ক. অভ্যন্তরীণ উৎস			-	২.৩	৩.৩	৩.২	৩.২	২.৯	২.৮
খ. বৈদেশিক উৎস			-	১.৪	২.৯	২.০	২.৩	২.২	২.৩
৬. ঋণের স্থিতি (মোট)	১, ৩	জিডিপি'র শতকরা হার	-	৩২.৪	৪০.০০	৩৪.৩	৩৬.২	৩৭.৪	৩৮.৪
ক. অভ্যন্তরীণ উৎস			-	২০.৫	২৪.৯	২১.৬	২২.৫	২৩.০	২৩.৩
খ. বৈদেশিক উৎস			-	১১.৯	১৫.১	১২.৭	১৩.৭	১৪.৪	১৫.১

অর্থ বিভাগের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ

মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম
১. সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা	➢ রাজস্ব আয় ও ব্যয় পরিকল্পনা, ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখা ও অর্থায়ন এবং মুদ্রা ও আর্থিক নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন; ➢ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃঅর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণসহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক খাতের উপযোগী নীতি-পরামর্শ প্রণয়ন এবং সরকারের নিকট উপস্থাপন; এবং ➢ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (Medium Term Macroeconomic Policy Statement) প্রণয়ন।
২. স্থিতিশীল রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, সম্পদ বন্টনে দক্ষতা এবং দারিদ্র্যবান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জন	➢ জাতীয় উন্নয়ন কৌশল অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নীতি ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পদ বন্টন; ➢ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ; এবং ➢ বাজেটের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন।
৩. টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনা	➢ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মধ্যমেয়াদি ঋণ কৌশল (Medium Term Debt Strategy-MTDS) প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন; এবং ➢ আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনাদায়ী অর্থ আদায় ও তাদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।
৪. কর বহির্ভূত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা	➢ কর বহির্ভূত সকল রাজস্ব সংক্রান্ত বিধি পর্যালোচনা, হার নির্ধারণ, মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ প্রণয়ন এবং আদায় কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও আধুনিকায়ন।
৫. অর্থ ব্যবস্থাপনা সংস্কার	➢ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ; ➢ বেতন-ভাতা, পেনশন, ভবিষ্য তহবিল, ঋণ ও অগ্রিমসহ সরকারি সম্পদ সম্পর্কিত হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন; ➢ iBAS++ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ; ➢ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন। ➢ হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা বৃদ্ধি

জাতীয় সংসদে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে প্রবেশরত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় অর্থমন্ত্রী

২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন

অধ্যায়-৬
২০২২-২৩ অর্থবছরের
বাজেট হাইলাইটস

❖ মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন	৪,৩৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপির ৯.৭%)
➢ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎস হতে	৩,৭০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপির ৮.৩১%)
➢ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত উৎস হতে	১৮,০০০ কোটি টাকা (জিডিপির ০.৪০%)
➢ কর বহির্ভূত উৎস হতে	৪৫,০০০ কোটি টাকা (জিডিপির ১.০%)

❖ মোট ব্যয় প্রাক্কলন	৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকা (জিডিপির ১৫.২%)
➢ পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে বরাদ্দ	৪,৩১,৯৯৮ কোটি টাকা (জিডিপির ৯.৭%)
➢ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২,৪৬,০৬৬ কোটি টাকা (জিডিপির ৫.৫%)

❖ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন	২,৪৫,০৬৪ কোটি টাকা (জিডিপির ৫.৫%)
➢ বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়ন	৯৮,৭২৯ কোটি টাকা (জিডিপির ২.২%)
➢ অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়ন	১,৪৬,৩৩৫ কোটি টাকা (জিডিপির ৩.২%)
➢ ব্যাংক ব্যবস্থা হতে	১,০৬,৩৩৪ কোটি টাকা (জিডিপির ২.৩%)
➢ অন্যান্য উৎস হতে	৩০,০০১ কোটি টাকা (জিডিপির ০.৬৭%)

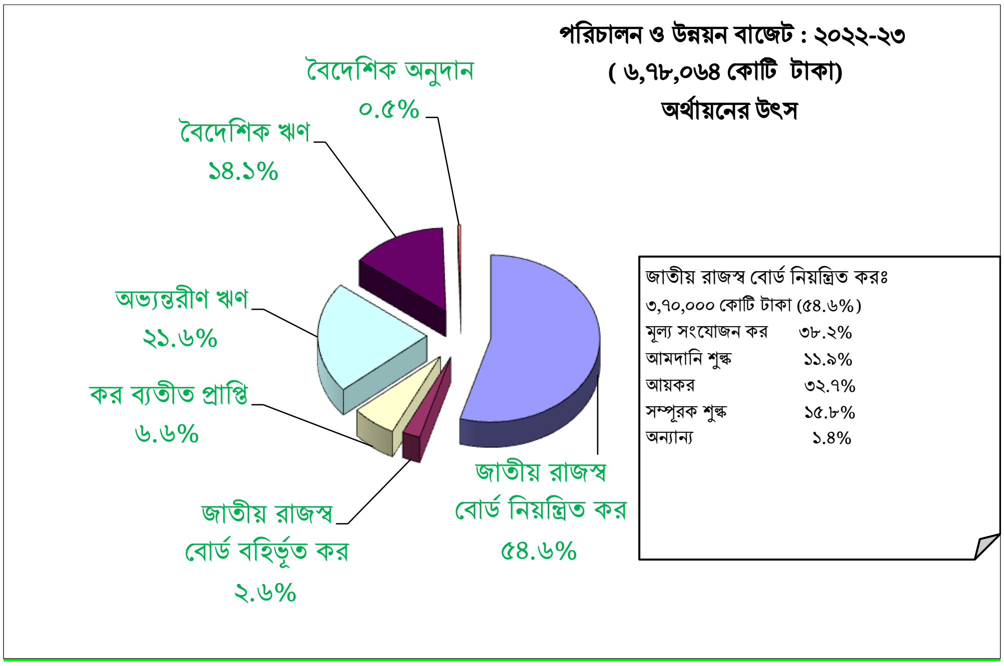

২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্থনীতির প্রধান প্রধান সূচকসমূহ নিম্নরূপভাবে প্রক্ষেপণ করে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (MTMF) প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

- **জিডিপি প্রবৃদ্ধি:** ৭.৫ শতাংশ
- মূল্যস্ফীতি: ৫.৬ শতাংশ
- মোট বিনিয়োগ: জিডিপি'র ৩১.৫ শতাংশ
  (বেসরকারি ২৪.৯ শতাংশ ও সরকারি ৬.৬ শতাংশ)
  - মোট রাজস্ব আয়: জিডিপি'র ৯.৮ শতাংশ
  - মোট ব্যয়: জিডিপি'র ১৫.২ শতাংশ
  - মোট ঘাটতি: জিডিপি'র ৫.৫ শতাংশ
  - জিডিপি: ৪৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯৫৯ কোটি টাকা

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা এবং অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা;
- গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সারের মূল্যবৃদ্ধিজনিত বর্ধিত ভর্তুকির জন্য অর্থের সংস্থান;
- বৈদেশিক সহায়তার অর্থ ব্যবহার এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের উচ্চ-অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা;
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন;
- অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজন কর সংগ্রহের পরিমাণ এবং ব্যক্তি আয়করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা; এবং
- টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মূল কৌশলসমূহ

- বিদ্যমান চাহিদার প্রবৃদ্ধি কমিয়ে সরবরাহ বৃদ্ধি করা। সে লক্ষ্যে আমদানিনির্ভর ও কম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ব্যয় বন্ধ রাখা অথবা হ্রাস করা।
- নিম্ন অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের গতি হ্রাস করা এবং একইসময়ে উচ্চ ও মধ্যম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা।
- জ্বালানি তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সারের বিক্রয়মূল্য পর্যায়ক্রমে ও স্বল্প আকারে সমন্বয় করা।
- রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে কর সংগ্রহে অটোমেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা এবং মূল্য সংযোজন কর ও আয়করের নেট বৃদ্ধি করা।
- বিলাসী ও অপ্রয়োজনীয় আমদানি নিরুৎসাহিত করা এবং Under/Over Invoicing এর বিষয়টি সতর্ক পর্যবেক্ষণে রাখা।
- মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার প্রতিযোগিতামূলক রাখা।

রাজস্ব আহরণে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা

- ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে কর্পোরেট কর হার আরও কমিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের করহার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

- ব্যবসায় টেড্রিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং পর্যায়ে উৎসে কর কর্তনের কর হার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

- সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্নকে বহুমাত্রিক রূপ দেওয়ার নিমিত্ত স্টার্ট-আপ উদ্যোগকে বিশেষ প্রণোদণা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবনাসমূহ

- কতিপয় পাইকারী পণ্যের ব্যবসার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৫ শতাংশের পরিবর্তে পৃথক মূসক হার নির্ধারনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

- কৃষি খাতের চলমান বিকাশ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পাওয়ার টিলার সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূসক, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও বালাইনাশক উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

- প্রাণি ও মৎস্য খাতের চলমান বিকাশ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নিবন্ধিত হাঁস-মুরগির খামার কর্তৃক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর, পোল্ট্রি, ডেইরী ও ফিস ফিড সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

- ৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে ব্যাংক স্থিতির উপর আবগারি শুল্ক বৃদ্ধি করে ৫০,০০০ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

- চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরে বিদ্যমান ৬ স্তর বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক (Customs Duty) কাঠামো (০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% এবং ২৫%), সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপিত রয়েছে এমন পণ্যের উপর আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান রেগুলেটরী ডিউটি ৩% এবং ১২ স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্কহার (১০%, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩০০%, ৩৫০% এবং ৫০০%) আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরেও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং আরো কতিপয় শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

  - কৃষিখাতের চলমান বিকাশ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পাওয়ার টিলার সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূসক, কীটনাশন, ছত্রাকনাশক ও বালাইনাশক উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।
  - স্বাস্থ্য খাতকে সুসংহতকরণে ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।
  - ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে ১% হারে আমদানির সুযোগ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।
  - পেপারকাপ প্রস্তুতকারী শিল্পের সুরক্ষায় উক্ত শিল্পের তৈরীকৃত কয়েকটি পণ্য (Finished Product) আমদানীতে সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
  - ২৫০ সিসির উর্ধ্বের ইঞ্জিন ক্ষমতা সম্পন্ন মোটর সাইকেল আমদানিতে Four stroke এর ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক ১০০% ও Two stroke এর ক্ষেত্রে ২৫০% আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
  - Sewage Treatment Plant (STP) এর জন্য আমদানি শুল্ক হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
  - বিশ্বে “মেড ইন বাংলাদেশ” ব্রান্ডিং এবং দেশীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগ সুরক্ষার পাশাপাশি সরকার ঘোষিত ডিজিটাল ডিভাইস রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কতিপয় পণ্য আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
  - বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়, আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ, বিলাস পণ্যের নিয়ন্ত্রণ ও কোভিড পরবর্তী অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিলাসবহুল মোটরগাড়ি ও জীপ এবং ঝাড়বাতি ও লাইট ফিটিংস এর উপর আমদানি পর্যায়ে মোট করভার বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে দেয়া কিছু প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- কোভিড-১৯ এর প্রভাব হতে উত্তরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭১.৫৫ শতাংশ।
- শতভাগ ‘বয়স্ক ভাতা’ এবং শতভাগ ‘বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা নারীদের জন্য ভাতা কার্যক্রম’ এর আওতায় সর্বাধিক দারিদ্র্যপ্রবণ ১১২টি উপজেলার পাশাপাশি ২০২১-২২ অর্থবছর হতে আরও ১৫০টি উপজেলা সম্প্রসারণ করার ফলে

তা মোট ২৬২টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে।

- সর্বশেষ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ অনুযায়ী অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ২,৮০,০০০ জন বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ২০,০৮,০০০ জন ভাতাভোগীর জন্য এ বাবদ ২০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দসহ মোট ১,৮২০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।
- মার্চ ২০২২ পর্যন্ত মেগা প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি ৬৮.৬০ শতাংশ। পদ্মা সেতুর কার্যক্রম একদম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ২৫ জুন তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু যান চলাচলের জন্য উদ্বোধন করবেন।
- করোনা সংকটকালে জীবনরক্ষার কৌশল অবলম্বনের পাশাপাশি শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে এনে অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণসহ নানাবিধ সতর্কতামূলক পদক্ষেপের পর এখন একাডেমিক কার্যক্রম পুরোপুরি চালু করা হয়েছে।
- প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে অন্যান্য উদ্যোগের পাশাপাশি ‘স্কুল মিল প্রকল্প’, ‘৬৪ জেলায় মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প,’ ‘সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহান্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন প্রকল্প’, ‘কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স প্রকল্প’ বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৫০৯টি আইসিটি ল্যাব স্থাপন প্রকল্প চলমান রয়েছে।
- চলতি অর্থবছরে পল্লী সেক্টরে কোর রোড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণসহ মোট ৩,১৪০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ এবং এ সকল সড়কে ১৮,৫০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট সম্প্রসারণ/নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো টেকসই করার জন্য ৮,৫০০ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং ৩,৮০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক রুটসমূহ সম্প্রসারণ ও পুনঃপ্রবর্তন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জানুয়ারি ২০২২ এ ঢাকা হতে শারজাহ রুটে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা-টরন্টো, ঢাকা-নারিতা বিমান চলাচলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার ‘ঘরে-ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া’ এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে চলতি অর্থবছরের ২১ মার্চ দেশের সকল উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।
- ৪র্থ শিল্পবিপ্লব কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য দেশে 5G চালুর লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে ৩৯টি হাই-টেক/আইসিটি/আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার গড়ে তোলার কাজ এগিয়ে চলছে।
- পূর্বাচল নতুন শহর এলাকায় বিশাল পরিসরে নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে জানুয়ারি ২০২২ সময়ে মাসব্যাপী ২৬তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) আয়োজন করা হয়েছে।
- রপ্তানিতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ৪৩টি পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করছে। পোশাক শিল্প খাতে বিদ্যমান বিভিন্ন রপ্তানি প্রণোদনার সাথে ১ শতাংশ হারে অতিরিক্ত প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে। ফলে রপ্তানি আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বৈধ পথে প্রেরিত প্রবাস আয়ের উপর প্রণোদনা ২ শতাংশ হতে বাড়িয়ে ২.৫০ শতাংশ কার্যকর করা হয়েছে।
- মার্চ, ২০২১ হতে মার্চ, ২০২২ সময়ে স্থাপিত ১, ৫৭৮ টি মেশিনসহ এ যাবৎ মোট ৪,৫৭৮টি প্রতিষ্ঠানে EFD/SDC মেশিন স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে লেনদেনের তথ্য সাথে সাথে জানতে পারে মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে সকল নিবন্ধিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে EFD/SDC স্থাপিত হবে।
- করোনা ভাইরাস টেস্টিং কিট, বিশেষ ধরনের মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও PPE উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির উপর আমদানি শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় উক্ত ভাইরাস সনাক্তকরণ RT-PCR কিট প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে নতুন করে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

সারণীঃ খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালনঃ

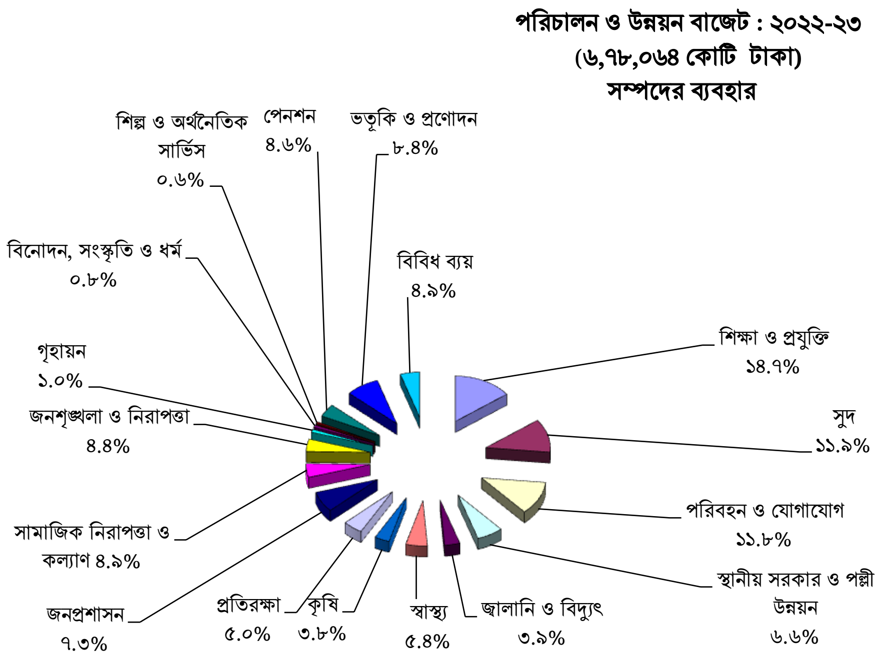

খাতভিত্তিক সম্পদ বিভাজন (ভর্তুকি ও প্রণোদনা, পেনশন এবং সুদ পৃথকভাবে প্রদর্শনসহ)

খাতভিত্তিক বাজেট

কৃষি খাত

- কৃষি ক্ষেত্রে (কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) সার্বিক উন্নয়নের বিষয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য ৩৩ হাজার ৬৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৪ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা ছিল।

- খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সত্ত্বেও দেশে কৃষির উৎপাদন ধারা অব্যাহত রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৫০ লক্ষ নিম্ন আয়ের পরিবারকে বছরে কর্মাভাবকালীন সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর এবং মার্চ ও এপ্রিল, অর্থাৎ ৫ মাস ১৫ টাকা কেজি দরে পরিবারপ্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হবে।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৩.১৫ লক্ষ মেঃ টন। অন্যদিকে একই সময়ে খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৩৩.১৩ লক্ষ মেঃ টন।

- কৃষিকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কৃষকদের কৃষিযন্ত্রের ক্রয়মূল্যের উপর ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত সহায়তার মাধ্যমে হ্রাসকৃত মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে, এবং ২০১০ থেকে এপর্যন্ত কম্বাইন্ড হারভেস্টার, রিপার, সিডার, পাওয়ার টিলারসহ প্রায় ৭১,৫০২টি কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। ২০২০-২৫ মেয়াদে ৩,০২০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার আওতায় ১২ ক্যাটাগরিতে ৫১,৩০০ টি কৃষিযন্ত্র বিতরণ করা হবে।

- মূল্য বৃদ্ধির কারণে সব ধরণের সার মিলিয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের ভর্তুকির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকায়। আগামী অর্থবছরেও সারের ক্ষেত্রে সরকার ১৬ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকির প্রস্তাব করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে ৩য় ও বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থানে। বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ ১ম এবং তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ ও এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থানে রয়েছে। বিশেষ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাশিয়ান্স ও ফিনফিস উৎপাদনে বাংলাদেশ যথাক্রমে ৮ম ও ১২তম স্থানে রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ইলিশ মাছের জন্য ভৌগোলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) পেয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য ৩৬ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যা গত ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৩২ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা ছিল।

- কোভিড ১৯ মহামারির সংক্রমণ হতে জনজীবন সুরক্ষায় সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর আওতায় প্রণীত National Deployment and Vaccination Plan অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- সরকার কর্তৃক গঠিত অটিজম বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি, জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক সেল অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১.৩৩ লক্ষ অটিষ্টিক শিশুকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। ঢাকা শিশু হাসপাতালসহ ১৬টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
- ৮টি বিভাগীয় হাসপাতালে ১০০ শয্যার ক্যান্সার ইউনিট স্থাপনের প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫০ শয্যা এবং জেলা সদর হাসপাতালে ১০ শয্যার ডায়ালাইসিস ইউনিট স্থাপন প্রকল্প চলমান রয়েছে। সিলেট, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী এবং ফরিদপুরের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন ইউনিট স্থাপনের প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

- চিকিৎসা শিক্ষার সকল স্নাতকোত্তর ডিগ্রিকে এক প্ল্যাটফর্মের অধীনে নিয়ে আসা, পরীক্ষা পদ্ধতি আধুনিকীকরণ, শিক্ষকদের ক্রমাগত প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের গবেষণা জোরদার করা, বেসরকারী পর্যায়ে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা ইত্যাদি কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিটি বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে রুপান্তর করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- 'শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৯টি জেলা হাসপাতাল, এবং ১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Comprehensive Emergency Obstetric Care সেবা এবং অবশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে Basic Emergency Obstetric Care সেবা চালু আছে।
- স্বাস্থ্য খাতের জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে ৫ হাজার কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

শিক্ষা

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় ৮১ হাজার ৪৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ৭১ হাজার ৯৫৪ কোটি টাকা।

- অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত কল্পে শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে বিজ্ঞানমুখী তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১,৪৯৫টি নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় নতুন ১২টি পিটিআই চালু, ২০০৯ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ২ লক্ষ ৭৩৭ জন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ২৬ হাজার ৩৬৬ জন শিক্ষকের পদ সৃজন, মোট ৩২ হাজার ৫৭৭টি পদে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদ ২য় শেণির মর্যাদায় উন্নীত করাসহ সহকারী শিক্ষকদের বেতন তিন ধাপ উন্নীত করা হয়েছে। ৫০,৪১৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৮,৯২১টি ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেটসহ সাউন্ড-সিস্টেম সরবরাহ করা হয়েছে।
- বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে জিটুপি ব্যবস্থার মাধ্যমে ১.৪০ কোটি শিক্ষার্থীর মায়ের একাউন্টে ৩,৩০৪ কোটি টাকা উপবৃত্তি ও কিটস এলাউন্স বিতরণ করা হয়েছে।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৮,২৮৩ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, এবং ১৫,১৬৩ জন শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২,০০০ শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হচ্ছে। ৩১৫টি উপজেলায় ১টি করে বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তর করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রধানমন্ত্রীর গঠিত শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডে সীড মানি হিসাবে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে গরীব ও মেধাবী সাহায্য মঞ্জুরি হিসেবে এককালীন ৮ কোটি টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে, এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে এবাবদ এককালীন ২০ কোটি টাকা অনুদান দেয়া হবে।
- 'সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ' প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ২০০টি সরকারি কলেজে ২,৬০৭টি মাল্টিমিডিয়াসহ শ্রেণিকক্ষ, ২০০টি ল্যাংগুয়েজ কাম আইসিটি ল্যাব, ১,০০০ সায়েন্স ল্যাব, ৪৬টি হোস্টেল নির্মাণ এবং আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জামাদি ও আইসিটি উপকরণ সরবরাহ কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে শুরু করা হয়েছে। দেশের ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

- কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট যা ১২ বছর পূর্বে ১ শতাংশের কম ছিল তা বর্তমানে ১৭.২৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষার মান বাড়াতে '১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন, 'সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন', 'কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি', 'চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন', '২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন', '৮টি বিভাগীয় সদরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন', শীর্ষক প্রকল্পসমূহ আগামী অর্থবছরেও চলমান থাকবে।
- দেশের ৬৫৩টি মাদ্রাসায় 'মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম স্থাপন' প্রকল্পের আওতায় ৩২২টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এছার ১,৮০০টি মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মাণ, মাদ্রাসা শিক্ষকগণের শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হচ্ছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ৯,১৫৩ কোটি টাকা।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল প্রাপ্তির লক্ষে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ২০ লক্ষ মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। বর্তমানে সাড়ে ৬ লক্ষ ফ্রিল্যান্সার আউটসোরসিং পেশায় যুক্ত আছেন। স্টার্টআপ খাতে এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের। উদীয়মান প্রযুক্তি, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইন্টারনেট অব থিংস, ব্লকচেইন, রোবোটিকস, বিগ ডাটা, ক্লাউড কম্পিউটিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- চলমান ও ভবিষ্যতের শিল্প-বাণিজ্যের চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে সরকার 'স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)' এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে । জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যক্রম শুরু করেছে।

- কর্মী নিয়োগে পেশাভিত্তিক ডাটাবেজ, মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে ভিসা যাচাই, অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য পৃথক পোর্টাল, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর কার্যক্রম অটোমেশন ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে এ খাতকে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে। দেশের সকল উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে উপজেলা পর্যায়ে ১০০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করা হবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮.১০ লক্ষ বাংলাদেশী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং ৫.২০ লক্ষ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

- সরকারের পরিকল্পিত নীতিকৌশল বাস্তবায়নের ফলস্বরূপ কোভিড-১৯ অতিমারির পূর্বে দেশে দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশে এবং অতি দারিদ্র্যের হার ১০.৫ শতাংশে নেমে আসে। যদিও সরকারি ভাবে এখনও অতিমারি পরবর্তী হিসাব সম্পন্ন হয়নি, তবে বিশ্ব ব্যাংক হতে এপ্রিল ২০২২ এ প্রকাশিত 'Bangladesh Development Update' শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শক্তিশালী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে দারিদ্র্য ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১.৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম

- জাতির পিতার হাত ধরে যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি শুরু হয়েছিল, সেটি এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জীবনচক্র নির্ভর ব্যাপক কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২৯ শতাংশ পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে, এবং বাজেট বরাদ্দ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৮ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

- ২০২১-২২ অর্থবছরে জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ৫৭ লক্ষ জন ভাতাভোগীর জন্য বয়স্ক ভাতা খাতে ৩,৪৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ২০.৮ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৩.৬৫ লক্ষে উন্নীত করা হবে। 'বঙ্গবন্ধু প্রতিবন্ধী সুরক্ষা বীমা' ২০২১-২২ বছরের জাতীয় বীমা দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন।

নারী উন্নয়ন ও শিশু কল্যাণে উদ্যোগ

- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী উপবৃত্তি কার্যক্রমে শতকরা ৫০ ভাগ নারী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দু:স্থ মহিলা ভাতা এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমে শতকরা ১০০ ভাগ নারী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতিম শিশুদের খোরাকী ভাতা ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে বৃদ্ধি করে জনপ্রতি মাসিক ৪,০০০ টাকা করা হয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে ২০২১-২২ অর্থবছর হতে সকল শ্রেণির বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানি ভাতা ন্যূনতম ২০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত MIS ও সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে G2P প্রক্রিয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ও অন্যান্য ভাতা সরাসরি ভাতাভোগীর ব্যাংক হিসাবে প্রদান করা হচ্ছে।

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন

- ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চা শ্রমিক, বেদে, হিজড়া সহ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। স্কুলগামী বেদে ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। একইভাবে, স্কুলগামী তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীদের ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি

- সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত ও বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃংখল ব্যাহত হওয়ার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দেশব্যাপী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিতরণে সরকার 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি চালু করেছে। সরকারি এই উদ্যোগের ফলে দেশের প্রায় পাঁচ কোটি স্বল্প আয়ের মানুষ সরাসরি উপকৃত হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাজেট প্রস্তাবনা

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা বাজেটের ১৬.৭৫ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫৫ শতাংশ।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

- বিগত ১৩ বছরে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,৫৬৬ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট-আওয়ার হতে ৫৬০ কিলোওয়াট আওয়ারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণে সিস্টেম লস ১৪ শতাংশ হতে ৮ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে।
- বর্তমানে দেশে ১৩,৫৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৪টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে।

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

- দেশে আবিষ্কৃত ২৮টি প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে ২০টিতে উৎপাদন চলছে। ২০০৯ সালে দেশে দৈনিক ১,৭৮৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হতো যা বর্তমাণে বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫২৫ মিলিয়ন ঘনফুট হয়েছে। গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে দৈনিক প্রায় ৬০০-৭৫৩ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি বা লিকুয়িড ন্যাচারাল গ্যাস আমদানিপূর্বক রিগ্যাসিফাই করে জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হচ্ছে।
- আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য ২৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিলো ২৭ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা।

যোগাযোগ অবকাঠামো

সড়ক পরিবহন

- সড়ক নিরাপত্তা জোরদার, যানজট নিরসন এবং সাশ্রয়ী গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে ঢাকা শহরে বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) ও মাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা মোতাবেক এগিয়ে চলছে।

- ২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকা মহানগরী এবং সংযুক্ত এলাকার যানজট নিরসন ও গণচলাচল পরিবেশ উন্নয়নে কয়েকটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। ৬টি মেট্রোরেল লাইনের সমন্বয়ে ৬৮.৭২৯ কিঃমিঃ উড়াল ও ৬১.১৭২ কিঃমিঃ পাতাল সহ মোট ১২৯.৯ কিলোমিটার দীর্ঘ মেট্রোরেল নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে ।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় ও স্বাধীনচেতা পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৬.১৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৩২ কিঃমিঃ দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল প্রকল্পের নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত র‍্যাম্পসহ ৪৬.৭৩ কিঃমিঃ দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কিঃমিঃ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে।

বিমানবহর সম্প্রসারণ ও বিমানবন্দর উন্নয়ন

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণকাজ ২০২৩ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বর্তমানে দিনরাত ২৪ ঘন্টা কাজ চলছে। কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার লক্ষ্যে রানওয়ে সম্প্রসারণ এবং নতুন টার্মিনাল ভবণ নির্মানের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। দেশের সকল অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের অবকাঠামো, রানওয়ে, ট্যাক্সি ওয়ে, হ্যাংগার ও আমদানি-রপ্তানি পণ্য সংরক্ষণের শেডসমূহ সংস্কার ও উন্নয়নসাধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে আমি আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮১ হাজার ৫১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭২ হাজার ২৯ কোটি টাকা ছিল।

ডিজিটাল বাংলাদেশ: সরকারি সেবা জনগণের নিকট সহজে পৌঁছানো

- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের চার স্তম্ভ কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশনের আলোকে বিগত ১৩ বছরে নানা উদ্যোগ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এর ফলে দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছে।

হাইটেক পার্কের উন্নয়ন ও স্টার্ট-আপ সংস্কৃতির বিকাশ

- আইসিটি খাতের রপ্তানি ইতোমধ্যে ১.৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। দেশে ৩৯টি হাইটেক পার্ক/আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

- "শেখ হাসিনার মূলনীতি, গ্রাম শহরের উন্নতি"- এই দর্শনকে ধারণ করে বর্তমান সরকার শহর ও গ্রামীণ অবকাঠামো এবং যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি বিকাশে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৪৪ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ৪২ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা।

শিল্পায়ন ও বাণিজ্য

- অষ্টম জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৪১.৮৬ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে শিল্প সম্প্রসারণে সরকার যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করেছে।
- বিবিএস এর হিসাব অনুযায়ী ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ছিল ১৭.৭ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৩৫.৩৬ শতাংশে।
- বাংলাদেশের কৃষিখাতের উন্নয়নে ইউরিয়া সারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৪,৯৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জে নির্মিত শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরীতে বাণিজ্যিকভাবে ইউরিয়া সার উৎপাদন শুরু হয়েছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন, পরিবেশ বান্ধব ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটিলাইজার প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে।
- বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের বহুমাত্রিকতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

- স্বাধীনতার পর প্রথম অর্থবছরে যেখানে মাত্র ২৫টি পণ্য ৬৮টি দেশে রপ্তানি করে ৩৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছিল সেখানে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ২০৩টি দেশ ও অঞ্চলে ৭৫১টি পণ্য এবং বিভিন্ন সেবা রপ্তানি করে ৪৫.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে পুরো বছরের রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। অর্থবছর শেষে পণ্য রপ্তানী আয় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাইলস্টোন অতিক্রম করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী অগ্রযাত্রা

- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণে ২০২২ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত প্রস্তুতিমূলক সময়টি বাংলাদেশ অত্যন্ত দূরদর্শীভাবে কাজে লাগাবে যাতে উত্তরণ পরবর্তী পর্যায়ে টেকসইভাবে অগ্রসর হওয়া যায়। গতিশীলতার সাথে উত্তরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। এই অর্জনকে টেকসই করতে বিভিন্ন নীতিমালা, কৌশল, কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সুশাসন ও সংস্কার

- সরকার দেশে বিপুল বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিনির্মাণ ও আইনী সংস্কারের মাধ্যমে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বিনিয়োগ আকর্ষণে দেশ ও দেশের বাইরে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ, ট্রেড শো, আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে।
- বিনিয়োগ সংক্রান্ত সকল সেবা সমন্বিত করে একই প্লাটফর্ম হতে প্রদানের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে ৩৯টি সংস্থার ১৫০টি বিনিয়োগ সংক্রান্ত সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে বর্তমানে ১৯টি প্রতিষ্ঠানের ৫৮টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারি, অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, ডাক বিভাগের মাধ্যমে খতিয়ান এবং মৌজা ম্যাপ সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম স্বল্প সময়ে ও দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সারাদেশে মোট ৪৮৭টি উপজেলা ও সার্কেল ভূমি অফিস এবং ৩,৬১৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ই-নামজারি কার্যক্রম চালু হয়েছে। এর ফলে জনগণের সময়, খরচ, যাতায়াত, ভোগান্তি ও হয়রানি কমেছে।
- ভূমিসেবা সহজীকরণ ও এর মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের সংগে ই-মিউটেশন সিস্টেমের সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে, সাব-রেজিস্ট্রার জমি রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে ডিজিটাল রেকর্ডরুম সিস্টেম হতে জমির রেকর্ড অনলাইনে যাচাই করতে পারবেন। একইভাবে রেজিস্ট্রেশনের সংগে সংগে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজিস্ট্রেশন দলিল ও বিক্রীত জমির তথ্য ই-মিউটেশন সিস্টেমের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন, যার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নামপত্তন কার্যক্রম শুরু করা যাবে। এভাবে দেশব্যাপী ই-রেজিস্ট্রেশনের সংগে ই-মিউটেশনের সংযোগ স্থাপিত হলে মানুষের ভোগান্তি কমবে এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ হতে থাকবে। ফলে মামলা ও জাল-জালিয়াতির সুযোগও কমে আসবে।
- ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে অধিগ্রহণকৃত সকল জমি এবং সায়রাত মহাল সংক্রান্ত তথ্য অনলাইনে আপলোড করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জলমহাল, বালুমহাল, খাসজমি, অর্পিত সম্পত্তি, হাটবাজার, চা-বাগান, চিংড়িমহাল এবং অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল তথ্য এই 'ভূমি তথ্য ব্যাংক' এ সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- দেশের ফৌজদারি এবং দেওয়ানী মামলার সিংহভাগের উৎপত্তি ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে। এসংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার ভূমি সংক্রান্ত আইন-কানুন সংস্কার এবং বিভিন্ন নতুন আইন ও বিধি-বিধান তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ভূমি অপরাধ প্রতিকার ও প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন।
- **দুর্নীতি দমন:** সরকারের দুর্নীতির ব্যাপারে "জিরো টলারেন্স" নীতির অংশ হিসেবে দেশব্যাপি দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনে দুর্নীতির অস্পষ্ট এলাকাসমূহ (gray area) শনাক্তকরত: সেগুলো দুর্নীতি দমন কর্মসূচির আওতাভুক্তকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কমিশনের সামগ্রিক কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গভাবে অটোমেশন করা হবে।
- **সরকারি সেবার ডিজিটালাইজেশন:** নাগরিক সেবা সহজলভ্য ও বিড়ম্বনামুক্ত করার লক্ষ্যে সকল সরকারি সেবা অনলাইনে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারি দপ্তরে ২,৪২৫টি নাগরিক সেবার মধ্যে ১,৮৫১টি সেবার ইতোমধ্যে

ডিজিটালাইজেশন হয়েছে। সকল সরকারি সেবা এক প্লাটফরমে প্রদানরে জন্য ‘একসেবা’ (Eksheba) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- ব্যাংক, পুঁজিবাজার, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক খাতের সংস্কার ও উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। তন্মধ্যে, আইনি কাঠামোর পরিবর্তন ও ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারাইজেশন উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে Core Banking Solution প্রচলন করা হয়েছে। অর্থ লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ‘পেমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস আইন, ২০২২’, সুরক্ষিত লেনদেন (অস্থাবর সম্পত্তি) আইন-২০২১ এবং ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০২১, ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন ও দেউলিয়া বিষয়ক (সংশোধন) আইনসহ ব্যাংক ও বীমা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধি, প্রবিধি ইত্যাদি প্রণয়ন ও সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- জনগণের করের টাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে Capital injection এর মত অনভিপ্রেত প্রথা দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। এ সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- দক্ষ ও আধুনিক ব্যাংকিং খাত গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক খেলাপি ঋণ সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে একটি উন্নত ঋণ সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ভালো ঋণগ্রহীতাদের উৎসাহ প্রদান ও ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপিদের আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থাকে সরকার আরও জোরদার করা হচ্ছে।
- আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা তৈরী ও ঋণখেলাপি হার কমানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে বিগত অর্থবছরে ব্যাংক ঋণের সুদ হার সিঙ্গেল ডিজিটের মধ্যে আনা হয়েছিল। ঋণের গড় সুদহার প্রায় ৭ শতাংশে নেমে এসেছে। আমানত ও ঋণের সুদহারের পার্থক্য ৫ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশে নেমে এসেছে। সুদের হার কমানোর ফলে করোনা মহামারিতেও ব্যাংক খাতের দক্ষতা বেড়েছে। ২০২০ সালে করোনা মহামারির মধ্যেও বেসরকারি ব্যাংকসমূহ তাদের মুনাফা ২ শতাংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।
- ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো ভার্চুয়াল মুদ্রার ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহার বিশ্বজুড়ে বাড়তে থাকায় এর বিকল্প হিসেবে বিশ্বের অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের নিজস্ব মুদ্রার ডিজিটাল সংস্করণ চালু করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ব্যাংক এর মাধ্যমে দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রা চালু করা যায় কিনা সেলক্ষ্যে একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি পরিচালনা করা হবে।
- **কটেজ, মাইক্রো, স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের (সিএমএসএমই) উন্নয়ন:** দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে কটেজ ,মাইক্রো,স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজকে চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃজন ও উদ্যোক্তা তৈরিকে উৎসাহিত করার জন্য কটেজ ,মাইক্রো ,স্মল এন্ড মিডিয়াম উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। সিএমএসএমই ঋণ ও অগ্রিমের নীট স্থিতির পরিমাণ প্রতিবছর কমপক্ষে ১ শতাংশ বৃদ্ধিসহ আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে ন্যূনতম ২৫ শতাংশে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বীমা খাতের উন্নয়ন

- বীমা সেবার বহুমুখীকরণ করা হচ্ছে। দারিদ্র বিমোচনে শস্য-বীমা ,গবাদি পশু-বীমা ,সরকারি কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে, শস্য বীমা চালু ও এর ব্যাপক প্রসারের জন্য সরকার উৎসাহ প্রদান করছে। এছাড়া, বীমার দাবি আদায় বিড়ম্বনা মুক্ত করার লক্ষ্যে বীমা খাতকে সম্পূর্ণ অটোমেশন করার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- **সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা:** ২০০৮ সনের নির্বাচনী ইশতাহারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় বৃদ্ধকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে একটি সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তনের অঙ্গীকার করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রে একটি ব্যাপক ভিত্তিক সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক পেনশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছিল। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় সার্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তনের ঘোষণা করা হয়েছিল। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারকে বিবেচনায় নিয়ে সকলের জন্য একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ‘সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন’ প্রণয়নের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- **ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক বন্ড ইস্যু:** ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের সুযোগ দিতে শরীয়াহ্ বন্ড (সুকুক) প্রবর্তন করা হয়েছে। সুকুক ইন্সট্রুমেন্ট চালু করার ফলে

শরিয়াভিত্তিক ব্যাংকসমূহের সরকারি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮,০০০ কোটি টাকা মূল্যের সুকুক বন্ড ইস্যু করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরেও ১০,০০০ কোটি টাকা মূল্যের সুকুক বন্ড ইস্যু করা হয়েছে।

- **পেনশন অটোমেশন:** দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরি আইবাস++ এর মাধ্যমে সকল সিভিল প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও রেলওয়েতে বাজেট প্রনয়ণ, বাজেট বাস্তবায়ন, হিসাব প্রক্রিয়াকরণ, অনলাইনে বেতন বিল দাখিল ও বেতন প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আইবাস++ প্রক্রিয়ায় একটি অন্যতম সংযোজন হলো পেনশনারদের পেনশন ইএফটি'র মাধ্যমে প্রদান। এজন্য পেনশনারদের ডাটাবেজ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর পাশাপাশি শতভাগ পেনশনারদের মাসিক পেনশন ইএফটির আওতায় আনা হয়েছে।
- **সরকারি সকল ব্যয় একটিমাত্র হিসেবের আওতাভুক্তিকরণ :** সরকারি ব্যয় সাশ্রয় এবং উক্ত ব্যয়ে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার সর্বদা সচেষ্ট। সরকারি ব্যয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে সকল সরকারি ব্যয় Treasury Single Account (TSA) এর আওতায় আনার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- **সরকারি নগদ হস্তান্তর শতভাগ জি-টু-পিতে আনয়ন:** আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভুক্ত সুবিধাভোগীদের ভাতা প্রদান শতভাগ জি-টু-পি পদ্ধতির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬০ শতাংশের বেশী পরিশোধ উক্ত পদ্ধতির আওতায় চলে এসেছে। এছাড়াও, iBAS-এ জি-টু-পি ভিত্তিক একটি ইউনিফর্ম সোস্যাল রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী, মাতৃত্বকালীন ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তিসহ সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নগদ হস্তান্তর এ প্রক্রিয়ায় দ্রুত প্রেরণ করা হচ্ছে। ফলে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের আওতায় নগদ হস্তান্তর প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **অটোমেটেড চালান ব্যবস্থা চালু:** সরকারি সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করার অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দানে প্রচলিত চালান ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে অটোমেশন করা হয়েছে। প্রবর্তন করা হয়েছে এ-চালান (Automated Challan) ব্যবস্থা। এতে করে সরকারি সেবা প্রত্যাশীগণ কোন বিড়ম্বনা ব্যতিরেকে ঘরে বসেই ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অনলাইনে চালান জমা দিতে পারছেন।

অধ্যায়-৭
কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ

২০২০ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে আমাদের আমদানি-রপ্তানিসহ অর্থনীতির অন্যান্য সেক্টরে নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিতে শুরু করে। এ প্রেক্ষাপটে, সরকার সংকট শুরুর সাথে সাথেই তা মোকাবেলায় দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা মোতাবেক সরকার সংকট মোকাবেলায় এবং অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে চারটি প্রধান কৌশলগত দিক সম্বলিত স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নিয়ে একটি সামগ্রিক কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এক্ষেত্রে কৌশলগুলো ছিল সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি ও কর্মসৃজনকে প্রাধান্য দেওয়া এবং কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় নিরুৎসাহিত করা, ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্পসুদে কতিপয় ঋণ সুবিধা প্রবর্তন করা যাতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিত হয়, হতদরিদ্র ও কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠী এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনগণকে সুরক্ষা দিতে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা এবং বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা। এসব কৌশলের আলোকে এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার ২৮টি আর্থিক ও প্রণোদনা প্যাকেজ চালু করা হয়েছে এবং এগুলোর সফল বাস্তবায়ন কাজ চলছে। একটি পরিকল্পিত এবং সমন্বিত পদ্ধতিতে এ প্রণোদনা প্যাকেজগুলোকে সাজানো হয়েছে, যাতে দেশের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের উপকার নিশ্চিত হয়। সরকারের এ ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের ফলে এ পর্যন্ত সরাসরি উপকারভোগী হয়েছেন প্রায় ৭.৩২ কোটি ব্যক্তি ও প্রায় ১.৯৯ লক্ষ প্রতিষ্ঠান (**পরিশিষ্ট:১**)।

অতিমারির প্রথম বছরে সরকারের অগ্রাধিকার ছিল স্বাস্থ্য খাতের সক্ষমতা বাড়ানো, হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন-আয়ের মানুষদের খাদ্য ও মানবিক সহায়তা প্রদান এবং কৃষি, রপ্তানি খাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোর উৎপাদন ও কর্মসংস্থান অব্যাহত রাখতে জরুরি সহায়তা প্রদান। সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিশেষায়িত কোভিড চিকিৎসার দ্রুত সম্প্রসারণ, অতিরিক্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ ও নিম্ন-আয়ের মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রথম বছরের চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে অতিমারির দ্বিতীয় বছরে এসে অগ্রাধিকার পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সকলকে কোভিড টিকার আওতায় আনা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে শিল্প ও সেবা খাতকে সহায়তা করা। ১২ বছরের উর্ধ্বে প্রায় সকল নাগরিককে টিকার আওতায় আনা এবং শিল্প ও সেবা খাতের জন্য নেওয়া প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্বিতীয় বছরের লক্ষ্যমাত্রাও সফলভাবে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এখন অতিমারির তৃতীয় বছরে এসে অগ্রাধিকার হচ্ছে আয়বর্ধন ও কর্মসৃজনের ধারা অব্যাহত রেখে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে টেকসই করা ও এর মাধ্যমে অর্থনীতির ভিত্তিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের তৃতীয় বছরে এসে সরকার ঘোষিত ২৮টি আর্থিক ও প্রণোদনা প্যাকেজের জুন ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নের চিত্র নিচে উল্লেখ করা হলো:

১। রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল

কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাবে তৈরি পোষাকসহ রপ্তানিমুখী খাতে রপ্তানি আদেশ বাতিল ও স্থগিত হতে শুরু করে। এতে করে এ খাতের প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হুমকির মধ্যে পড়ে। এ অবস্থায় রপ্তানিমুখী খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে মোট ৫,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। ২৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়ে ইতোমধ্যে বরাদ্দকৃত মোট ৫,০০০ কোটি টাকার পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ সম্পূর্ণ সুদমুক্ত (সর্বোচ্চ ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য) এবং এ বাবদ প্রদত্ত অর্থ সরাসরি শ্রমিকের ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করা হয়েছে। প্যাকেজটির বাস্তবায়ন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৩৮ লক্ষ, যার ৫৩ শতাংশ নারী শ্রমিক-কর্মচারী।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিতরণকৃত মোট ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	উপকারভোগী গ্রুপ	উপকারভোগীর সংখ্যা
৫,০০০	পুঞ্জীভূত ঋণ প্রদানের তথ্য	৪৭	১,৯৯২	৫,০০০	রপ্তানিমুখী শিল্প শ্রমিক	৩৮ লক্ষ (৫৩% নারী শ্রমিক-কর্মচারী)

সূত্র: একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান

কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৩০,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে দুই দফায় এর আওতা বৃদ্ধি করে ৪০,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। এতে সুদের হার ৯ শতাংশ যার মধ্যে ঋণ গ্রহীতা ৪.৫ শতাংশ প্রদান করবেন এবং বাকী ৪.৫ শতাংশ সরকার কর্তৃক প্রদেয়। ৪ মে ২০২০ তারিখে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন/সার্কুলার জারী করা হয়েছে। জুলাই ২০২১ হতে রিভলভিং ভিত্তিতে এ কার্যক্রমের দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু হয়েছে এবং এ প্যাকেজে ৩৩ হাজার কোটি টাকা যোগ করা হয়েছে। ফলে, এ প্যাকেজের আওতা দাঁড়িয়েছে ৭৩,০০০ কোটি টাকা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		আবেদনকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	প্রাপ্ত ঋণ আবেদনের সংখ্যা	অনুমোদিত ঋণ আবেদনের সংখ্যা	বিতরণকৃত মোট ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	উপকারভোগী ব্যক্তি	সরকার প্রদত্ত সুদ ভর্তুকির ডিসবার্সমেন্ট (কোটি টাকায়)
৭৩,০০০	জুন ২০২২ মাসে ঋণ প্রদানের তথ্য	২৮	১৩৫	১৪০	১০৬	৮৪৮.১১	-	-
	২য় পর্যায়ে ঋণ প্রদানের পুঞ্জীভূত তথ্য	৪৪	১৩৯৪	৩৯৯	১৩৪৯	১২,৭১৪.৩৭	১৬,১৮,৪৪২	-
	১ম পর্যায়ে ঋণ প্রদানের পুঞ্জীভূত তথ্য	৮৮	৩,৩০১	৩,৩০১	৩,৩০১	৩২,৭২৪.৫৯	৫৫,২৯,০১৮	২৫৬.৭২
	পুঞ্জীভূত মোট		৪,৬৯৫	৩,৭০০	৪,৬৫০	৪৫,৪৩৮.৯৬	৭১,৪৭,৪৬০	২৫৬.৭২

সূত্র: ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩। ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান

এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বল্প সুদে মোট ২০,০০০ কোটি টাকা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। সুদের হার ৯ শতাংশ যার মধ্যে ঋণ গ্রহীতা ৪.০ শতাংশ প্রদান করবেন এবং বাকী ৫.০ শতাংশ সরকার কর্তৃক প্রদেয়। ১৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন/সার্কুলার জারী করা হয়েছে। জুলাই ২০২১ হতে রিভলভিং ভিত্তিতে এ কার্যক্রমের দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু হয়েছে এবং আরও ২০ হাজার কোটি টাকা যোগ করা হয়েছে। ফলে, এ প্যাকেজের আওতা দাঁড়িয়েছে ৪০,০০০ কোটি টাকা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

	বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	অনুমোদিত ঋণ আবেদনের সংখ্যা	বিতরনকৃত মোট ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ঋণ সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের বিভাজন		মোট (জন)	সরকার প্রদত্ত সুদ ভর্তুকির ডিসবার্সমেন্ট (কোটি টাকায়)
					মহিলা	পুরুষ		
জুন ২০২২ মাসে ঋণ প্রদানের তথ্য	৬৩	১৭,৯১৩	১৬,৯৫১	৩,৩২৩.৩৭	৩,২৯৬	১৪,৬১৭	১৭,৯১৩	-
২য় পর্যায়ে ঋণ প্রদানের পুঞ্জীভূত তথ্য	৬৩	৮২,১৯০	৮২,৯৭৮	১৪,৭৪৬.৯১	৮,৫৪৮	৭৩,৬৪২	৮২,১৯০	-
১ম পর্যায়ে ঋণ প্রদানের পুঞ্জীভূত তথ্য	৭১	৯৭,৮১৪	১,০০,১২১	১৫,৩৮৬.৭২	৫,৪৩৫	৯২,৩৭৯	৯৭,৮১৪	৩৭৫.৮৫
পুঞ্জীভূত মোট		১,৮০,০০৪	১,৮৩,০৯৯	৩০,১৩৩.৬৩	১৩,৯৮৩	১,৬৬,০২১	১,৮০,০০৪	৩৭৫.৮৫

সূত্র: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো

ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের আওতায় কাঁচামাল আমদানির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের আকার এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ৩.৫ বিলিয়ন ডলার হতে বাড়িয়ে ৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে এবং এর সুদের হার কমিয়ে Variable Rate এর পরিবর্তে ফিক্সড ২ শতাংশে নির্ধারন করা হয়েছে। ১ এপ্রিল ২০২০ তারিখে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ৩১ মে ২০২২ তারিখে বিতরণকৃত মোট ঋণের স্থিতি হল ৬,৯৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা	প্রাপ্ত ঋণ আবেদনের সংখ্যা	অনুমোদিত ঋণ আবেদনের সংখ্যা	বিতরণকৃত মোট ঋণের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১৭,০০০	মে ২০২২ মাসে ঋণ প্রদানের তথ্য	৫৮	৬৫৪	৬৫৪	১০১৫.৭
	পুঞ্জীভূত ঋণ প্রদানের তথ্য	৫৮	১৪,৩৩৬	১৪,৩৩৬	২৩১৩৫.৩

সূত্র: ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫। Pre-shipment Credit Refinance Scheme

রপ্তানিকারকদের রপ্তানির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় মোট ৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ১৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন/সার্কুলার জারী করা হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের জন্য মে ২০২২ পর্যন্ত মোট ৩৩টি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা	প্রাপ্ত ঋণ আবেদনের সংখ্যা	অনুমোদিত ঋণ আবেদনের সংখ্যা	বিতরণকৃত মোট ঋণ (কোটি টাকায়)
৫,০০০	জুন ২০২২ মাসে ঋণ প্রদানের তথ্য	৮	২২	১০	২৮.৩৪
	পুঞ্জীভূত ঋণ প্রদানের তথ্য	৯	২১২	১৯৯	৭২৫.৬৩

সূত্র: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৬। চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ সম্মানি (১৩৮ কোটি টাকা)

কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের সেবা প্রদানে সরাসরি নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ এককালীন বিশেষ সম্মানি হিসেবে প্রদানের সিদ্ধান্ত জানিয়ে অর্থ বিভাগ হতে ০৯ জুলাই ২০২০ তারিখে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই মোট ২৯,৮৯০ জন ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এককালীন বিশেষ সম্মানি বাবদ ১৫৪.৭৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

	স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা			মোট সংখ্যা	সম্মানীর পরিমাণ (কোটি টাকা)
	ডাক্তার	নার্স	অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী		
২০২১-২২ অর্থবছরে সম্মানি প্রদানের পুঞ্জীভূত তথ্য	১,১৭৭ জন	৬,৪৪৭ জন	১,১০০ জন	৮,৭২৪ জন	৪৪.৩৩
জুন ২০২১ পর্যন্ত সম্মানি প্রদানের পুঞ্জীভূত তথ্য	৭,৬০৬ জন	১০,২৩২ জন	৩,৩২৮ জন	২১,১৬৬ জন	১১০.৪১
পুঞ্জীভূত মোট	৮,৭৮৩ জন	১৬,৬৭৯ জন	৪,৪২৮ জন	২৯,৮৯০ জন	১৫৪.৭৪

সূত্র: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও অর্থ বিভাগ।

৭। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ (৭৫০ কোটি টাকা)

কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের সেবা প্রদানে সরাসরি নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীসহ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে লকডাউন ও সরকার ঘোষিত নির্দেশনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত মাঠ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী ও প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ দায়িত্ব পালনকালে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় তার পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ		আক্রান্তের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ		প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের মোট পরিমাণ (কোটি টাকা)
		গ্রহণকারী কর্মচারীর সংখ্যা (জন)	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	গ্রহণকারী কর্মচারীর সংখ্যা	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	
৭৫০	২০২১-২২ অর্থবছরে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পুঞ্জীভূত তথ্য	৭০	২৮.০০	০	০	২৮.০০
	জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের পুঞ্জীভূত তথ্য	১৭৫	৭০.১৩			৭০.১৩
	পুঞ্জীভূত মোট	২৪৫	৯৮.১৩	০	০	৯৮.১৩

সূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

৮। বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

ভাইরাস প্রাদূর্ভাবের কারনে হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের জন্য এই প্যাকেজের আওতায় জরুরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাউল, ত্রান (নগদ) ও শিশু খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২০ সালের এপ্রিল, মে ও জুন- তিন মাসে এই প্যাকেজের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		সহায়তার পরিমাণ	মোট সুবিধাভোগী পরিবার সংখ্যা			আওতাভুক্ত উপজেলা/ পৌরসভা
			পুরুষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা	মহিলা প্রধান পরিবারের সংখ্যা	মোট	
২,৫০০	চলতি মাসে বিতরণের পরিমাণ	-	-	-	-	-
	পুঞ্জীভূত বিতরণের তথ্য (এপ্রিল ২০২০ হতে এ পর্যন্ত বিতরণের পরিমাণ)	**চাউল:** ২,৪১,২৬৮ মে.টন (প্রতি মে.টন ৪৪,৭৬৬.৫৭৯ টাকা করে মোট ১,০৮০.০০ কোটি টাকা) **ত্রান (নগদ):** ৩২৪.৪৫ কোটি টাকা **শিশু খাদ্য (নগদ):** ৮.৩২ কোটি টাকা **গো-খাদ্য ক্রয় (নগদ):** ৫.৪৭ কোটি টাকা শুকনা খাবার ১৫,৮৫০ প্যাকেট	১,১৯,৫৫,৫৫৭	৪৮,৪৭,৮৫৩	১,৬৮,০৩,৪১০	৪৯৬

সূত্র: দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

৯। ১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয়

এই প্যাকেজটি দুই ভাগে বাস্তবায়িত হয়েছে, যথা: (ক) সারাদেশে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে মাত্র ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয়ের চলমান কার্যক্রম বেগবান করা, যা ২০২০ সালের এপ্রিল ও মে- দুই মাসে বাস্তবায়িত হয়েছে, এবং (খ) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও জেলা শহরসমূহে কার্ডের মাধ্যমে ১০ টাকা কেজি দরে বিশেষ ওএমএস চাল বিক্রি করা, যা ২০২০ সালের এপ্রিল, মে, ও জুন- তিন মাসে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্যাকেজে মোট ৭৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(ক) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয় কার্যক্রম:

	করোনা মোকাবেলায় এপ্রিল ২০২০ হতে এ পর্যন্ত বিতরণের পরিমাণ (মে.টন)	মোট সুবিধাভোগী পরিবার			আওতাভূক্ত এলাকার সংখ্যা
		পুরুষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা	মহিলা প্রধান পরিবারের সংখ্যা	মোট সংখ্যা	
এ পর্যন্ত বিতরণের পরিমাণ	১৭,৫৭,১১৩ মে.টন	৩২.৮২ লাখ (৬৫.৫০%)	১৭.২৮ লাখ (৩৪.৫০%)	৫০,১০,৫০৯ টি পরিবার (১০০%)	সারাদেশের সকল ইউনিয়ন

সূত্র: খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

খ) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও জেলা শহরসমূহে কার্ডের মাধ্যমে ১০ টাকা কেজি দরে বিশেষ ওএমএস:

প্রতিবেদনাধীন মাসে বিতরণের পরিমাণ (মে.টন)	মোট সুবিধাভোগী পরিবার			আওতাভুক্ত এলাকার সংখ্যা	করোনা মোকাবেলায় এপ্রিল ২০২০ হতে এ পর্যন্ত বিতরণের পরিমাণ (মে.টন) (এপ্রিল+মে+জুন/২০২০)
	পুরুষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা	মহিলা প্রধান পরিবারের সংখ্যা	মোট সংখ্যা		
এ পর্যন্ত বিতরণের পরিমাণ	১০.০৮ লক্ষ (৪৮%)	১০.৯২ লক্ষ (৫২%)	২০,৪৩,২০০টি (১০০%)	সিটি কর্পোরেশন-১২ পৌরসভা-৩৩০ জেলা শহর-৫৩	= ৬৮,৩৮২ মে. টন (মোট ৩০৫.৯০ কোটি টাকা)

সূত্র: খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রনালয়।

১০। লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ

সারাদেশে নির্বাচিত ৫০ লক্ষ উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেককে ২,৫০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করার জন্য এই প্রণোদনা প্যাকেজটি ঘোষণা করা হয়েছিল। G2P (Government to Person) পদ্ধতিতে এই অর্থ সহায়তা সরাসরি উপকারভোগীদের প্রদান করা হয়েছে। উপকারভোগীদের মধ্যে রয়েছে দিনমজুর, কৃষক, শ্রমিক, গৃহকর্মী, মোটরযান শ্রমিক ও অন্যান্য পেশায় জড়িত লোকজন। প্যাকেজে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১,৩২৬ কোটি টাকা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

	মোট উপকারভোগী লক্ষ্যমাত্রা	মোট অনুদান লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)	অনুদানপ্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা	বিতরণকৃত মোট অনুদান (কোটি টাকায়)
অনুদান প্রদানের পুঞ্জীভূত তথ্য	৫০.০০ লক্ষ	১,২৫৮	৩৪.৯৭ লক্ষ	৮৭৯.৫৮

সূত্র: অর্থ বিভাগ।

এছাড়া, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ৪,০৭,৪০২ জন ডেইরি ও পোল্ট্রি এবং ৭৮,০৭৪ জন মৎস্য খামারিকে ৫৬৮ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা নগদ আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করেছে।

১১। ভাতা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি

দেশের তুলনামূলকভাবে বেশি দরিদ্র ১১২টি উপজেলায় বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি, প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচী এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচির আওতা শতভাগে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে এই প্রণোদনা প্যাকেজটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্যাকেজে মোট বরাদ্দ ৮১৫ কোটি টাকা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

কর্মসূচির নাম	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা			বর্ধিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা			এ পর্যন্ত বিতরণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১। সর্বাধিক দরিদ্র্যপ্রবণ ১১২ উপজেলার সকল দরিদ্র প্রবীণ নাগরিকদের বয়স্ক ভাতা প্রোগ্রামের আওতায় আনা [নতুন ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫.০ লক্ষ]	-	-	৪৯ লক্ষ	-	-	৫ লক্ষ	৩০০
২। সর্বাধিক দরিদ্র্যপ্রবণ ১১২ উপজেলার সকল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা নারীকে ভাতা প্রোগ্রামের আওতায় আনা [নতুন ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫.০ লক্ষ]		-	২০ লক্ষ ৫০ হাজার		-	৩.৫ লক্ষ	২১০

কর্মসূচির নাম	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা			বর্ধিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা			এ পর্যন্ত বিতরণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
৩। প্রতিবন্ধি ভাতা ২.৫৫ লক্ষ বৃদ্ধি	-	-	১৮ লক্ষ	-	-	৯৮ হাজার ৭৮২	৮৮.৯০
মোট							৫৯৮.৯০

সূত্র: সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়।

১২। গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ

দরিদ্র ও গৃহহীনদের জন্য সারাদেশে গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে এই প্যাকেজের অধীনে প্রাথমিক পর্যায়ে মোট ২ হাজার ১৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। উল্লেখ্য, গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহনির্মাণে ২০২০-২১ অর্থবছরে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে ১,৫০০ কোটি এবং আশ্রয়ণ প্রকল্প-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ৫৮৫ কোটি টাকাসহ মোট ২,০৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ প্যাকেজের আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায় (CVRP) প্রকল্প এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলায় এপর্যন্ত মোট ১,৫০,২৩৩টি গৃহের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩২,৯২৪টি গৃহ নির্মাণাধীন রয়েছে, যার সুবিধাভোগীর সংখ্যা হল ৯,১৫,৭৮৫ জন। এ প্যাকেজে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ২,১৩০ কোটি টাকা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

সহায়তার নাম	অর্থবছর	সংস্থা/বিভাগ	নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া গৃহের সংখ্যা	নির্মাণাধীন গৃহের সংখ্যা	মোট গৃহের সংখ্যা	সুবিধাভোগীর সংখ্যা (জন) (পরিবার প্রতি ৫ জন হিসেবে)	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকা)
গৃহহীণ দরিদ্রদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ / ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য ২ (দুই) শতাংশ খাস জমিসহ একক গৃহ প্রদান	২০২০-২১ ও ২০২১-২২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে	৮৯,২৭০টি	২৪,২৮৭টি	১,১৩,৫৫৭টি	৫,৬৭,৭৮৫	২,৫৪৫.৮৯
		গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায় (CVRP) প্রকল্প, ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে	৭,৫৮৯টি	-	৭,৫৮৯টি	৩৭,৯৪৫	১৬৪.৬৩
		আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে	৫৩,৩৭৪টি	৮,৬৩৭টি	৬২,০১১টি	৩,১০,০৫৫	১,২৬৬.৩১
মোট			১,৫০,২৩৩টি	৩২,৯২৪টি	১,৮৩,১৫৭টি	৯,১৫,৭৮৫ জন	৩,৯৭৬.৮৩

সূত্র: আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

১৩। কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরণ (৩,২২০ কোটি টাকা)

কৃষির আধুনিকায়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রধান মৌসুমসমূহে শ্রমিক সংকট সমাধানসহ সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি (যেমন: কম্বাইন্ড হারভেস্টার, রিপার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার) বিতরণ বাবদ মোট ৩ হাজার ২২০ কোটি টাকা বরাদ্দ সম্বলিত এই প্রণোদনা প্যাকেজটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৬৫.১৫ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ২০৮.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২২৮.৩৬ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দ করা হয়েছে ৭৬৩.৯৯ কোটি টাকা এবং জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৭৫.০৭ কোটি টাকা। এছাড়া, ২০২১-২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের অপরিশোধিত ৫৯.২৭ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

কৃষি যান্ত্রিকীকরণে মোট বরাদ্দ	যন্ত্রের নাম	প্রতিবেদনাধীন মাসে বিতরণকৃত যন্ত্রের সংখ্যা	এপ্রিল ২০২২ সময় পর্যন্ত পুঞ্জীভূত তথ্যাদি			
			প্রদত্ত কৃষি যন্ত্রসমূহের সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	মোট সুবিধাভোগী কৃষক সংখ্যা	ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকা	কম্বাইন হারভেস্টার	-	১২৪০টি	৩৯২	১,২৪,০০০	১৬৩.৩৪
	রিপার	-	৪৯৯টি	১৭৮	২৪,৯৫০	১.৬১
	রাইস ট্রান্সপ্লান্টার	-	১৩টি	১৩	৩২৫	০.২০
	মোট ব্যয়				১,৪৯,২৭৫	১৬৫.১৫
২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ ২০৮ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা	কম্বাইন হারভেস্টার	-	১৬৬৬টি	৩৬৩	২,৪৯,৯০০	২২৪.৯১
	রিপার	-	৩৪০টি	১১৯	৫১,০০০	২.৯৯
	রাইস ট্রান্সপ্লান্টার	-	২১টি	১০	৫২০	০.৪৬
	মোট ব্যয়				৩,০০,৪২০	২২৮.৩৬
২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ ৭৬৪.৯৯ কোটি টাকা	কম্বাইন হারভেস্টার	১৬২০টি	৩১৫০টি	৪৪০টি	৭,৫৫,০০০	৫৯৮.৫০
	রিপার	-	৬৪৪টি	৩০০টি	১,১৫,৯২০	১১.৫৯
	রাইস ট্রান্সপ্লান্টার	-	৬০টি	৪৫টি	৯,০০০	১.৩২
	পাওয়ার থ্রেসার	-	১৭৭৫টি	৪৬০টি	৩,৫৫,০০০	২৮.৪০
	মেইজ শেলার	-	৪৪২টি	২০১টি	৮৮,৪০০	২.৬৫
	ড্রায়ার	-	৩৭টি	২৫টি	১,৮৫০	০.৯৩
	পাওয়ার স্প্রেয়ার	৫৬৩টি	২৮০টি	১৫০টি	৫৬,০০০	৬.০৪
	পাওয়ার উইডার	-	১০টি	৫টি	৫০০	০.০৩
	বেড প্লান্টার	-	২৫টি	১৫টি	৩,৭৫০	০.২৩
	সিডার	-	৬১৫টি	৩২০টি	৯২,২৫০	৭.৩৮
	পটেটো ডিগার	১৬টি	১৬টি	১০টি	৪৮০	১৮
	মোট ব্যয়		৭,০৫৪টি		১৪,৭৮,১৫০	৬৭৫.০৭
	চলতি বছরের বরাদ্দ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধ					৫৯.২৭
পুঞ্জীভূত মোট ব্যয়					১৯,২৭,৮৪৫	১১২৭.৮৫

সূত্র: বাজেট-২০ শাখা, অর্থ বিভাগ ও কৃষি মন্ত্রণালয়।

১৪। কৃষি ভর্তুকি (৯,৫০০ কোটি টাকা)

২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ৮ হাজার কোটি টাকা। করোনা সংকটের মুখে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে ৮ হাজার ৪২৫ কোটি টাকায় এবং ২০২১-২২

অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ আরও বাড়িয়ে ১২ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সকল কৃষক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ ভর্তুকি কার্যক্রমের উপকারভোগী।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

অর্থবছরে ভর্তুকির মোট বরাদ্দ	অর্থবছরে ব্যয়কৃত ভর্তুকির মোট পরিমাণ	প্রদানকৃত ভর্তুকির খাতসমূহ এবং খাতভিত্তিক ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	নভেম্বর ২০২১ ব্যয়কৃত ভর্তুকির মোট পরিমাণ (টাকায়)	করোনা মোকাবেলায় এপ্রিল ২০২০ হতে এ পর্যন্ত ব্যয়কৃত ভর্তুকির পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০১৯-২০ অর্থবছর (সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ৮,০০০ কোটি টাকা)	৭২০৭.৭৭ কোটি টাকা	ক.সার খাতে-৬৬৭৪.০০ খ.পল্লী বিদ্যুতের রিবেট বাবদ-১৫৯.৩১ গ. বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউ এর অনুকূলে-১২.৩১ ঘ. কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা-৬৯.৫৩ ঙ.কৃষি যান্ত্রিকীকরণ-২০০	-	২১৮.২২
২০২০-২১ অর্থবছর (বরাদ্দ ৮,৪২৫.১৫ কোটি টাকা)	৭৬৩২.৩৩ কোটি টাকা	ক. সার খাতে ৭৪২১.৬৬ খ. পল্লী বিদ্যুতের রিবেট বাবদ-২০৬.৪৮ গ. বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউ এর অনুকূলে-৪.১৭	-	৭৬৩২.৩২
২০২১-২২ অর্থবছর (বরাদ্দ ১২,০০০ কোটি টাকা)	১০,০০৩.১১ কোটি টাকা		-	১০,০০৩.১১
পুঞ্জীভূত মোট				১৭,৮৫৩.৬৫

সূত্র: সূত্র: বাজেট-২০ শাখা, অর্থ বিভাগ ও কৃষি মন্ত্রণালয়।

১৫। কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষকের ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে মোট ৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ সুবিধা সম্বলিত কৃষি রিফাইন্যান্স স্কিম গঠন করা হয়েছিল। এই প্যাকেজের আওতায় জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ হতে ২য় পর্যায়ে আরও ৩ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়। ফলে, এ প্যাকেজের আকার দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার কোটি টাকা। জুন ২০২২ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৬,৩৮২.৯০ কোটি টাকা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

	বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা	প্রাপ্ত ঋণ আবেদনের সংখ্যা	অনুমোদিত ঋণ আবেদনের সংখ্যা	বিতরনকৃত মোট ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ঋণপ্রাপ্ত কৃষক/কৃষি ফার্মের সংখ্যা
২০২১-২২ অর্থবছরে ঋণ প্রদানের পুঞ্জীভূত তথ্য	৩৭	-	-	২,৭৮৬.৪৩	**১,৮৭,১৯৯**
জুন ২০২১ পর্যন্ত ঋণ প্রদানের পুঞ্জীভূত তথ্য	৪৩	১,৯১,৮৭১	১,৯০,৫৫৩	৪,২৯৫.১৪	**১,৮৩,০৭০**
পুঞ্জীভূত মোট	-	-	-	৭,০৮১.৫৭	**৩,৭০,২৬৯**

সূত্র: কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৬। নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম

নিম্ন আয়ের পেশাজীবি কৃষক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ৩ হাজার কোটি টাকা ঋণ প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। এই প্যাকেজ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট হতে ২০ এপ্রিল ২০২০ খ্রি. তারিখে সার্কুলার/গাইডলাইন ইস্যু করা হয়েছে এবং ০১ জুন ২০২০ খ্রি. হতে প্যাকেজের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় ৪২টি তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ৩,৪৬১.৭৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা

হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৫,৫০,৪২৯ জন নিম্ন আয়ের পেশাজীবি, কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে এ স্কিম হতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অনুকূলে ২,৬৩৮.৭২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা	প্রাপ্ত ঋণ আবেদনের সংখ্যা	অনুমোদিত ঋণ আবেদনের সংখ্যা	বিতরণকৃত মোট ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ঋণপ্রাপ্ত কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সংখ্যা
৩,০০০	জুন ২০২২ মাসে ঋণ প্রদানের তথ্য	-	১০	১০	১৪৩.০৬	৯,৮১৪
	পুঞ্জীভূত ঋণ প্রদানের তথ্য	৩৭*	৪১৭	৪১৫	২,৭৮১.৭৭**	৫,৬০,২৪৩

সূত্র: ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৭। সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, আনসার ভিডিপি ব্যাংক এবং PKSF) মাধ্যমে কর্মসৃজন কার্যক্রম

অর্থ বিভাগ হতে প্রাথমিকভাবে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, আনসার ভিডিপি ব্যাংক এবং PKSF-এর প্রত্যেকের বরাবর ৫০০ কোটি টাকা করে সর্বমোট ২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ব্যাংকগুলো এ অর্থের মাধ্যমে ঋণ প্রদান স্কিম চালু করেছে। পুনরায়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কর্মসংস্থান ব্যাংককে ৫ বছর মেয়াদে ৭০০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করেছে এবং করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ন্যায় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আয় উৎসারী কর্মকান্ড চলমান রাখার জন্য আনসার ও ভিডিপি ব্যাংকের অনুকূলে তিন বছর মেয়াদে ৫০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করেছে। যার মধ্যে কৃষিখাতে ৩০০ কোটি ও ক্ষুদ্রঋণ খাতে ২০০ কোটি টাকা রয়েছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

	বিতরণের মাধ্যম					সর্বমোট (কোটি টাকায়)
	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক	কর্মসংস্থান ব্যাংক	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	আনসার ও ভিডিপি ব্যাংক	PKSF	
মোট লক্ষ্যমাত্রা	৫০০	১,২০০	৫০০	৫০০	৫০০	৩,২০০
পুঞ্জীভূত অর্থ ছাড়	৫০০	৫০০	২৫০	৫০০	৫০০	২,২৫০

সূত্র: বাজেট-১, অর্থ বিভাগ।

১৮। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসে স্থগিতকৃত ঋণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারের ভর্তুকি (২,০০০ কোটি টাকা)

এই প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে এপ্রিল ও মে মাসের সুদ আদায় স্হগিত করার কারণে মোট সুদ ১৬ হাজার ৫৪৯ কোটি টাকার মধ্যে সরকার ২ হাজার কোটি টাকা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ভতুর্কি হিসেবে প্রদান করবে যা আনুপাতিক হারে ঋণ গ্রহীতাগণকে পরিশোধ করতে হবে না। বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে পাওয়া আবেদনের ভিত্তিতে সুদ ভর্তুকি বাবদ ১,৩৯০.০৯ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

	বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা	প্রাপ্ত সুদ ভর্তুকির আবেদনের সংখ্যা	অনুমোদিত সুদ ভর্তুকির আবেদনের সংখ্যা	বিতরণকৃত মোট সুদ ভর্তুকি (কোটি টাকায়)	সুদ ভর্তুকি সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
পুঞ্জীভূত সুদ ভর্তুকি প্রদানের তথ্য	৫৯	৫৮	৭২,৮০,২৫৩	১,৩৯০.০৯	-

সূত্র: ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৯। কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র (CMS) উদ্যোক্তা খাতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম

এই প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গত ২৭ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখে সার্কুলার জারী করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এ প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন তদারকি করছে। এ পর্যন্ত ১,০৮৮টি ঋণ আবেদনের বিপরীতে মোট ১১২.১৭ কোটি টাকার গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে। এ প্যাকেজের মোট বরাদ্দ ২,০০০ কোটি টাকা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

	অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	প্রাপ্ত গ্যারান্টি আবেদনের সংখ্যা	অনুমোদিত গ্যারান্টি আবেদনের সংখ্যা	মোট গ্যারান্টির পরিমাণ (কোটি টাকায়)	গ্যারান্টি প্রাপ্ত সিএমএস এর সংখ্যা
জুন, ২০২২ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত তথ্য (২০২০, ২০২১ ও ২০২২ সালের পোর্টফোলিও গ্যারান্টি লিমিটের আওতায়)	২২	১২৭০	১১৯০	১২৪.৩০	১১৯০

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০। রপ্তানীমুখী তৈরি পোষাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম (ক্যাশ ট্রান্সফার)

এই প্রণোদনা প্যাকেজটি গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গত ৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখ কার্যক্রমের নীতিমালা গেজেট আকারে জারী করেছে। অর্থ বিভাগ হতে এ কার্যক্রমে ইতোমধ্যে ৫০ কোটি টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প সংগঠন হতে প্রাপ্ত তালিকা সমন্বয় করে MIS প্রস্তুত করেছে এবং ভাতা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		মোট অনুদান লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (জন)	বিতরণকৃত মোট অনুদান (কোটি টাকায়)
১,৫০০	এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত অনুদান প্রদানের পুঞ্জীভূত তথ্য	৪৫ কোটি	৯,৭৮৪ জন	৯.০

সূত্রঃ শ্রম অধিদপ্তর।

২১। ৮টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন

গ্রামীণ অর্থনীতির উত্তরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তা তৈরি, গ্রামীণ জনপদে নতুন কর্মসৃজন এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্যাকেজটি গৃহীত হয়েছে। অর্থ বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রণোদনা প্যাকেজটি বাস্তবায়ন করছে। অর্থ বিভাগ ৮টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরের ৫৭০ কোটি টাকা ছাড় করেছে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে অবশিষ্ট ৯৩০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকা) (২০২০-২২)	অর্থবছরের ছাড় (কোটি টাকা) ২০২০-২১	অর্থবছরের ছাড় (কোটি টাকা) ২০২১-২০২২
১।	জয়িতা ফাউন্ডেশন	৫০	১০	২০
২।	এনজিও ফাউন্ডেশন	৫০	১০	২০
৩।	সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট	৩০০	১০০	১৫০
৪।	এসএমই ফাউন্ডেশন	৩০০	১০০	২০০
৫।	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন	৩০০	১০০	২০০
৬।	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক)	১০০	৫০	৫০
৭।	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	১০০	৫০	৫০
৮।	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	৩০০	১৫০	১৫০
		১৫০০	**৫৭০**	**৮৪০**
	মোট ছাড়:			**১,৪১০**

সূত্রঃ বাজেট-১, অর্থ বিভাগ।

২২। বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ

এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫০টি উপজেলায় দরিদ্র সকল বয়স্কদের এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা সকলকে ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী নির্বাচনের পর ইতিমধ্যে উপকারভোগীদের মাঝে ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ বিতরণ শেষ হয়েছে এবং ৩য় কিস্তির অর্থ বিতরণের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্যাকেজে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১,২০০ কোটি টাকা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

কর্মসূচির নাম	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা			বর্ধিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা			এ পর্যন্ত বিতরণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
	পুরুষ নাগরিকের সংখ্যা	মহিলা নাগরিকের সংখ্যা	মোট	পুরুষ নাগরিকের সংখ্যা	মহিলা নাগরিকের সংখ্যা	মোট	
১। দারিদ্র্য প্রবণ ১৫০ উপজেলার সকল দরিদ্র প্রবীণ নাগরিকদের বয়স্ক ভাতা প্রোগ্রামের আওতায় আনা	-	-	৫৭ লক্ষ ১ হাজার	-	-	**৮,০১,০০০**	**১৮০**
২। দারিদ্র্য প্রবণ ১৫০ উপজেলার সকল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা নারীকে ভাতা প্রোগ্রামের আওতায় আনা		-	২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার		-	**৪,২৫,০০০**	**১২৭**
মোট						**১২,২৬,০০০**	**৩০৭**

সূত্র: সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়।

২৩। ২য় পর্যায়ে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক সুরক্ষা দিতে ২০২০ সালের অনুরূপ ২০২১ সালেও নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় সারাদেশে নির্বাচিত ৩৩ লক্ষ ২০ হাজার উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেককে পুনরায় ২,৫০০ টাকা করে মোট ৮৩০.০০ কোটি টাকা এবং গত ০৪-০৯ এপ্রিল ২০২১ সময়ে ঝড়ো হাওয়া, তাপদাহ ও শিলাবৃষ্টিতে

ফসলি জমি নষ্ট হওয়ায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ৬ জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৯৭,৫০৫ জন কৃষককে জনপ্রতি ২,৫০০ টাকা করে মোট ২৪.৫৩ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। দু'টো সহায়তাই দেয়া হয়েছে G2P পদ্ধতিতে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় নন-এমপিও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১,০৫,৭৮৫ জন ও স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৬১,৪৪০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে অনুদান প্রদান করার লক্ষ্যে ৭৪.৮১৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্যাকেজে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৯৩০ কোটি টাকা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	উপকারভোগী গ্রুপ/পরিবার	সুবিধাভোগী (জন)	জনপ্রতি অনুদানের পরিমাণ (টাকায়)	মোট টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	নির্বাচিত দুঃস্থ/প্রান্তিক জনগোষ্ঠী (২য় পর্যায়)	২৬,৬৯,১৮৬	২,৫০০	
২	মোটরযান শ্রমিক	২,৪২,০২৫	২,৫০০	
৩	নৌযান শ্রমিক	১,৯৪৮	২,৫০০	
২	অধিক ক্ষতিগ্রস্ত বোরো চাষী/কৃষক	৭৪,৩৪৮	২,৫০০	
৩	নন-এমপিও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচাররী	৩৭,৮৪৯	শিক্ষক - ৫,০০০ কর্মচারী - ২,৫০০	
৪	নন-এমপিও স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারী	১০,৪০৫	শিক্ষক - ৫,০০০ কর্মচারী - ২,৫০০	
৫	নন-এমপিও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচাররী	৪,৭৭৯	শিক্ষক - ৫,০০০ কর্মচারী - ২,৫০০	
	মোট	**৩০,৪০,৫৪০**		**৭৭৫.৭৭**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ।

২৪। দিনমজুর, পরিবহন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের জন প্রতি নগদ ২,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত নতুন প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় করোনা ভাইরাসের চলমান সংক্রমণের কারণে আরোপিত বিধিনিষেধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে অর্থ বিভাগের আওতায় ৪৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় দিনমজুর, পরিবহন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নির্মাণ শ্রমিক এবং নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের জনপ্রতি নগদ ২,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান হয়েছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

	উপকারভোগী গ্রুপ/পরিবার	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	সুবিধাভোগী (জন)	জনপ্রতি অনুদান (টাকায়)	মোট টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	দিনমজুর	১৪,৩৭,৩৮৯	১৪,৩৭,৩৮৯	২,৫০০	
২	পরিবহন/মোটরযান শ্রমিক	২,৩৫,০৩৩	২,৩০,৪৫৯	২,৫০০	
৩	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	৫০,৪৪৫	৫০,৪৪৫		
৪	নৌযান শ্রমিক	১,৬০৩	১,৯৪৮	২,৫০০	
৫	নির্মাণ শ্রমিক	১,২৪৩	১,২৪৩	২,৫০০	
	মোট	**১৭,২৫,৭১৩**	**১৭,২১,৪৮৪**		**৪৩২.৫৫**

সূত্রঃ বাজেট-১, অর্থ বিভাগ।

২৫। শহর এলাকায় নিম্ন আয়ের জনসাধারণের সহায়তার লক্ষ্যে ২৫ জুলাই হতে ৭ আগস্ট পর্যন্ত ১৪ দিন পর্যন্ত সারা দেশে ৮১৩টি কেন্দ্রে বিশেষ ও.এম.এস কার্যক্রম (চাল ২০,০০০ মে. টন ও আটা ১৪,০০০ মে.টন) পরিচালনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত নতুন প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় করোনা ভাইরাসের চলমান সংক্রমণের কারণে আরোপিত বিধিনিষেধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অতিরিক্ত ২০,০০০ মেট্রিক টন চাল ও ১৪,০০০ মেট্রিক টন গম (আটা) বরাদ্দ করা হয়। নতুন

এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ২৫ জুলাই ২০২১ হতে ৭ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত সময়ে সারা দেশে ৮১৩টি কেন্দ্রে বিশেষ ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		চাল (মে. টন)	গম (মে. টন)	মোট	মন্তব্য
১৫০	এ পর্যন্ত বিতরণের পরিমাণ	২০,০০০	১৪,০০০	৩৪,০০০	

সূত্র: বাজেট-৩ শাখা, অর্থ বিভাগ ও খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

২৬। ৩৩৩ ফোন নম্বরে জনসাধারণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান

এ প্যাকেজের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষকে খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরে অতিরিক্ত ১০০ কোটি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় ৩৩৩ ফোন নম্বরে অনুরোধকারী ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
বরাদ্দের পরিমাণ	১০০	১০০	

সূত্রঃ বাজেট-৩, অর্থ বিভাগ

২৭। গ্রামীণ এলাকায় কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও পি.কে.এস.এফ.-এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদানের (৪ শতাংশ সুদে) লক্ষ্যে ১,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান

গ্রামীণ এলাকায় নতুন কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর প্রত্যেককে ৫০০ কোটি টাকা করে মোট ১,৫০০ কোটি বিশেষ অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই প্যাকেজের আওতায় কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা (৪% সুদে) কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ইতপূর্বে প্রদত্ত ৩,২০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত এই বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রণোদনা প্যাকেজটি বাস্তবায়ন করছে। অর্থ বিভাগ এই ৩টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে। প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষে বরাদ্দকৃত অর্থ দুত ছাড় করা হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রমিক	**প্রতিষ্ঠানের নাম**	**মোট বরাদ্দ (কোটি টাকা) (২০২১-২২)**	**ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)**
১।	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক	৫০০	২৫০
২।	কর্মসংস্থান ব্যাংক	৫০০	২৫০
৩।	পি. কে. এস. এফ.	৫০০	৫০০
		মোট **১,৫০০**	**১,০০০**

সূত্রঃ বাজেট-১, অর্থ বিভাগ।

২৮। পর্যটন খাতের হোটেল/মোটেল/থিম পার্ক-এর জন্য কর্মচারীদের বেতন/ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ৪ শতাংশ সুদে Working Capital ঋণ সহায়তা প্রদান

পর্যটন খাতের হোটেল/মোটেল/থিম পার্ক-এর জন্য কর্মচারীদের বেতন/ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদানের লক্ষ্যে ১ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণ সুবিধা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। এই

প্যাকেজের আওতায় ব্যাংক-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল হতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ এ ঋণ প্রদান করবে। এই ঋণ সুবিধায় সুদের হার হবে ৮.০ শতাংশ। প্রদত্ত ঋণের সুদের অর্ধেক অর্থাৎ ৪ শতাংশ ঋণ গ্রহীতা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৪ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে প্রদান করবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

	বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	প্রাপ্ত ঋণ আবেদনের সংখ্যা	বিতরণকৃত মোট ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা
জুন ২০২২ মাসে ঋণ প্রদানের তথ্য	-	-	-	-	-
পুঞ্জীভূত ঋণ প্রদানের তথ্য	০১	০১	০১	০.৭০	-

সূত্র: ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি শাখা, বাংলাদেশ ব্যাংক।

উপরে বর্ণিত ২৮টি প্যাকেজের পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিয়মিত নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই তহবিল হতে অনুদান দেওয়া হচ্ছে এতিম ও দুঃস্থ শিক্ষার্থী, অসহায় ও গরীব আলেম-ওলামা, ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী, করোনার কারণে আয়ের সুযোগ কমে যাওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী, কর্মহীন ও অস্বচ্ছল শিল্পী, কলা-কুশলী, কবি-সাহিত্যিক, করোনায় আক্রান্ত সাংবাদিকদের পরিবারসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে।

অর্থ বিভাগ বর্ণিত এ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও প্রণোদনা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বাজায় রাখতে অর্থ বিভাগ হতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এসব প্রতিবেদনের উপর ভিত্তিকরে প্রণোদনা কার্যক্রমসমূহের রূপরেখা প্রনীত হয়। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থবিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে। পাশাপাশি, প্রণোদনা কার্যক্রমের নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটিও অর্থ বিভাগ হতে করা হচ্ছে।

কোভিড-১৯ এর প্রভাব থেকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার

সরকারের সময়োপযোগী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ও সেগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আজ কোভিড-১৯ অতিমারির ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ বিপর্যয়কর অবস্থা সফলভাবে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। গত এপ্রিল-মে ২০২০ সময়ের সংক্রমণের প্রথম ঢেউ-এ শিল্প উৎপাদন কিছুটা ব্যাহত হলেও জুলাই ২০২০ হতে তা দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য হতে দেখা যায়, মাসিক শিল্প উৎপাদন সূচক ২০২০ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যেই কোভিড-পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে আসে। মে-আগস্ট ২০২১-এ সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ-এর সময়ে শিল্প উৎপাদন পুনরায় কিছুটা স্তিমিত হলেও ২০২১ সালে শিল্প উৎপাদন সার্বিকভাবে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় হয়েছে ৫২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৩৪.৩৮ শতাংশ বেশি। শিল্পের পাশাপাশি, আমাদের কৃষি খাত অতিমারির পুরো সময়ে অত্যন্ত সফলভাবে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পেরেছে। এ খাতে সরকারের বিভিন্ন সহায়তা ও প্রণোদনার ফলে উক্ত দুই বছরে কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ সচল রাখতে সহায়তা করেছে।

অধ্যায়-৮
দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষা বিধানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। স্বাধীনতার পর যে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি শুরু হয়েছিল, সেটি এখন বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে জীবিনচক্র নির্ভর ব্যাপক কর্মসূচিতে রুপান্তরিত হয়েছে। বর্তমান সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন জোরদার করার লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যার স্লোগান হচ্ছে, 'সকলের সাথে সমৃদ্ধির পথে'। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে প্রতিবছর সামাজিক সুরক্ষার কভারেজ ও বাজেট বরাদ্দ উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে ২৯ শতাংশ পরিবারকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে এবং বাজেট বরাদ্দ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমাতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫ প্রণয়ন করেছে এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০১৬-২০২১ বাস্তবায়ন করেছে। কর্ম পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ (২০২১-২০২৬) বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। দরিদ্র ও অসহায় মানুষ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সমাজের দুর্বল অংশগুলোকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনার জন্য দুর্যোগ-প্রবণ এলাকা, দরিদ্রতম এলাকা এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের অনুপাতের মতো বিষয়গুলি বর্তমানে বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে। সকল প্রোগ্রামের জন্য এমআইএস এবং সুবিধাভোগীদের জন্য ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছ, যা সেবা প্রদানে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন করবে, দক্ষতা বাড়াবে এবং সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ত্রুটিসমূহ হ্রাস করবে। জিটুপি সিস্টেমের মাধ্যমে সরকার থেকে সুবিধাভোগীদের সরাসরি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে, যা নগদ টাকা প্রদান করা হয় এমন ১২টি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে চালু করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে নগদ টাকা প্রদান করা হয় এমন সকল সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে জিটুপি সিস্টেম চালু করা হবে।

দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগ ধারাবাহিকভাবে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি খাতে বর্ধিত হারে বরাদ্দ প্রদান করে আসছে। এ খাতের কার্যক্রমসমূহের ভাতার হার ও উপকারভোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ফলে প্রতি বছর বাজেটে এ বাবদ বরাদ্দের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১,১১,৪৬৭.০০ কোটি টাকা, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১,১৩,৫৭৬.০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৬.৭৫ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২.৫৫ শতাংশ। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম

অবহেলিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি কল্পে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে সরকার বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩,৪৪৪.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরেও অপরিবর্তিত আছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৮ লাখ বাড়িয়ে ৫৭.০১ লাখে উন্নীত করা হয় এবং আওতাভুক্ত উপজেলার সংখ্যা ১৫০টি বাড়িয়ে ২৬২টি করা হয়। বর্তমানে ২৬২টি উপজেলায় শতভাগ ভাতা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। ১৯৯৮-৯৯ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ১৯.৪৪ শতাংশ। জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা করে এ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি ১: বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১৯৯৮-৯৯	১০০/-	৪.০৪	৪৮.৫০
২০০১-০২	১০০/-	৪.১৭	৫০.০০
২০০৬-০৭	২০০/-	১৬.০০	৩৮৪.০০
২০০৯-১০	৩০০/-	২২.৫০	৮১০.০০
২০১৮-১৯	৫০০/-	৪০.০০	২৪০০.০০
২০১৯-২০	৫০০/-	৪৪.০০	২৬৪০.০০
২০২০-২১	৫০০/-	৪৯.০০	২৯৪০.০০
২০২১-২২	৫০০/-	৫৭.০১	৩৪৪৪.৫৪
২০২২-২৩	৫০০/-	৫৭.০১	৩৪৪৪.৫৪

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম

২০২১-২২ অর্থবছর থেকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম অতি উচ্চ ও উচ্চ দারিদ্রভুক্ত গুপের আরও ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করে বর্তমানে ২৬২টি উপজেলায় ভাতা প্রদান কর্যক্রম চলছে এবং ভাতা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪.২৫ লাখ বাড়িয়ে ২৪.৭৫ লাখে উন্নীত করা হয়েছে। এ খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল ১,৪৯৫.৪০ কোটি টাকা, যা বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরেও অপরিবর্তিত আছে। ১৯৯৯-০০ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ১৯.৪৭ শতাংশ। প্রতি দুঃস্থ মহিলাকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হয়। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি ২: বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১৯৯৯-০০	১০০/-	২.০৮	২৫.০০
২০০২-০৩	১২৫/-	২.৬৭	৪০.০০
২০০৬-০৭	২০০/-	৬.৫০	১৫৬.০০
২০০৯-১০	৩০০/-	৯.২০	৩৩১.২০
২০১৪-১৫	৪০০/-	১০.১২	৪৮৫.৭৬
২০১৮-১৯	৫০০/-	১৪.০০	৮৪০.০০
২০১৯-২০	৫০০/-	১৭.০০	১০২০.০০
২০২০-২১	৫০০/-	২০.৫০	১২৩০.০০
২০২১-২২	৫০০/-	২৪.৭৫	১৪৯৫.৪০
২০২২-২৩	৫০০/-	২৪.৭৫	১৪৯৫.৪০

দরিদ্র মা'দের মাতৃত্বকালীন ভাতা

২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান চালু করা হয়। এর আওতায় মূলতঃ পল্লী এলাকার দরিদ্র মা'দের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। আগে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হতো। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন মাসিক ভাতা ৮০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া, ভাতা প্রদানের মেয়াদও ২৪ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ৩৬ মাস করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ভাতাগ্রহীতার সংখ্যা ছিল ৭.৭০ লক্ষ এবং এ খাতে বরাদ্দ

ছিল ৭৬৪.৩৯ কোটি টাকা । ২০০৭-০৮ সালের বরাদ্দ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ৩১.২৪ শতাংশ। মাতৃত্বকালীন ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি ৩: মাতৃত্বকালীন ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০৭-০৮	৩০০/-	০.৪৫	১৭.০০
২০০৯-১০	৩৫০/-	০.৮০	৩৩.৬০
২০১৪-১৫	৫০০/-	২.২০	১৩২.০০
২০১৮-১৯	৮০০/-	৭.০০	৬৯৩.০০
২০১৯-২০	৮০০/-	৭.৭০	৭৬৩.২৭
২০২০-২১	৮০০/-	৭.৭০	৭৫৩.৯৭
২০২১-২২	৮০০/-	৭.৭০	৭৬৪.৩৯

কর্মজীবী ও ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল

২০১০-১১ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাত শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে এই ভাতা প্রদান করা হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর গার্মেন্টস শিল্প এলাকা এবং দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। ইতঃপূর্বে একজন মা মাসে ৫০০ টাকা করে ২৪ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা পেতেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ভাতার পরিমাণ ও মেয়াদ দুটোই বৃদ্ধি করা হয়েছে। একজন মা মাসে ৮০০ টাকা করে ৩৬ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা পান। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে ২৭৬.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয় এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা হয় ২.৭৫ লক্ষ জন। ২০১০-১১ সালের বরাদ্দ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ২২.৩৮ শতাংশ। কর্মজীবী ও ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমান নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি ৪: কর্মজীবী ও ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমান

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০১০-১১	৩৫০/-	০.৬৮	৩০.০০
২০১৪-১৫	৫০০/-	১.০০	৬০.০০
২০১৮-১৯	৮০০/-	২.৫০	২৪৮.৫০
২০১৯-২০	৮০০/-	২.৭৫	২৭৩.১১
২০২০-২১	৮০০/-	২.৭৫	২৭০.৭৯
২০২১-২২	৮০০/-	২.৭৫	২৭৬.৭৫

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি

বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে ‘দরিদ্র্য মাদের মাতৃত্বকালীন ভাতা’ ও ‘কর্মজীবী ও ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কার্যক্রম’কে একত্র করে ‘মা ওশিশু সহায়তা কর্মসূচি’ নামে কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ‘দরিদ্র্য মাদের মাতৃত্বকালীন ভাতা’ ও ‘কর্মজীবী ও ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কার্যক্রম’ এর মাধ্যমে যেসব সহায়তা দেয়া হতো বর্তমান অর্থবছর

থেকে 'মা ওশিশু সহায়তা' কর্মসূচির মাধ্যমে তা একত্রে দেয়া হবে। ভাতাগ্রহীতার সংখ্যা বিদ্যমান (৭.৭০ লক্ষ + ২.৭৫ লক্ষ) ১০.৪৫ লক্ষ জনের ২০% বৃদ্ধি ধরে ১২.৫৪ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১,২৪৩.০৭ কোটি টাকা।

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা মাসিক ১২ হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল জেলায় সব মুক্তিযোদ্ধাদের G2P পদ্ধতিতে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, ১০,০০০ টাকা হারে বছরে দুটি উৎসব ভাতাও দেয়া হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ও উৎসব ভাতার পাশাপাশি ২ হাজার টাকা করে বাংলা নববর্ষ ভাতা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও, সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ৪,৬০৩.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ৪,৬৫৩.৩৫ কোটি টাকা। ২০০১-০২ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান অর্থবছর পর্যন্ত বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ৩১.৪২ শতাংশ। এ কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি ৫: মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০১-০২	৩০০/-	০.৪২	১৫.০০
২০০৬-০৭	৫০০/-	১.০০	৬০.০০
২০০৮-০৯	৯০০/-	১.০০	১০৮.০০
২০০৯-১০	১৫০০/-	১.২৫	২২৫.০০
২০১০-১১	২০০০/-	১.৫০	৩৬০.০০
২০১৩-১৪	৩০০০/-	২.০০	৭২০.০০
২০১৪-১৫	৫০০০/-	২.০০	১২০০.০০
২০১৮-১৯	১০০০০ /-	২.০০	৩৩০৫.০০
২০১৯-২০	১২০০০/-	২.০০	৩৩৮৫.০৫
২০২০-২১	১২০০০/-	২.০০	২৮৮০.০০
২০২১-২২	২০০০০/-	২.০০	৪৬০৩.৩৫
২০২২-২৩	২০০০০/-	২.০০	৪৬৫৩.৩৫

অসচ্ছল প্রতিবন্ধি ভাতা কার্যক্রম

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধিদের অনগ্রসরতা, অসহায়ত্ব, বেকারত্ব ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে অসচ্ছল প্রতিবন্ধি ভাতা কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়। সর্বশেষ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ অনুযায়ি ২ লক্ষ ৮ হাজার জন নতুন ভাতাভোগী যুক্ত করে ২০২১-২২ অর্থবছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধি ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ ৮ হাজার জনে উন্নীত করে এ বাবদ ২০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত যোগ করা হয় এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ১,৮২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে পুনরায় ভাতাভোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার জন বৃদ্ধি করে ২০.০৮ লক্ষের স্থলে ২৩.৬৫ লক্ষ জন করা হয়েছে এবং বরাদ্দ ১,৮২০.০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২,৪২৯.১৮ কোটি টাকা করা হয়েছে। ভাতার হার মাসিক ৭৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ টাকা করা হয়েছে। ২০০৫-০৬ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান অর্থবছর পর্যন্ত বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ৩০.৮৯ শতাংশ। অসচ্ছল প্রতিবন্ধি ভাতা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং মোট বরাদ্দ

ধাবরাবাহিকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। অস্বচছল প্রতিবন্ধিদের ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি ৬: অস্বচছল প্রতিবন্ধিদের ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দ

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০৫-০৬	২০০/-	১.০৪	২৫.০০
২০০৬-০৭	২০০/-	১.৬৭	৪০.০০
২০০৭-০৮	২২০/-	২.০০	৫২.৮০
২০০৮-০৯	২৫০/-	২.০০	৬০.০০
২০০৯-১০	৩০০/-	২.৬০	৯৩.৬০
২০১০-১১	৩০০/-	২.৮৬	১০২.৯৬
২০১১-১২	৩০০/-	২.৮৬	১০২.৯৬
২০১২-১৩	৩০০/-	২.৮৬	১০২.৯৬
২০১৩-১৪	৩০০/-	৩.১৫	১৩২.১৩
২০১৪-১৫	৫০০/-	৪.০০	২৪০.০০
২০১৫-১৬	৫০০/-	৬.০০	৩৬০.০০
২০১৬-১৭	৬০০/-	৭.৫০	৫৪০.০০
২০১৭-১৮	৭০০/-	৮.২৫	৬৯৩.০০
২০১৮-১৯	৭০০/-	১০.০০	৮৪০.০০
২০১৯-২০	৭৫০/-	১৮.০০	১৪২৮.৭৫
২০২০-২১	৭৫০/-	১৮.০০	১৬২০.০০
২০২১-২২	৭৫০/-	২০.০৮	১৮২০.০০
২০২২-২৩	৮৫০/-	২৩.৬৫	২৪২৯.১৮

শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতা

মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারবর্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেও বর্তমান সরকার কাজ করছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতার জন্যে পৃথক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ০.১৩ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য ৪৫৬.৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে ০.১৩ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে ৪৭২.৪৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি

প্রতিবন্ধি ছেলেমেয়েরা যাতে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হয় এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ‘প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি’ চালু করে। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১২,২০৯ জন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপবৃত্তি গ্রহণকারীর সংখ্যা ৯০ হাজার জন হতে বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে যথাক্রমে মাসিক ৭৫০ টাকা, ৮০০ টাকা, ৯০০ টাকা ও ১,৩০০ টাকা হারে ১ লক্ষ উপকারভোগীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে মোট বরাদ্দ করা হয় ৯৫.৬৪ কোটি টাকা। বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরেও উপকারভোগীর সংখ্যা ১.০০ লক্ষ এবং মোট বরাদ্দ ৯৫.৬৪ কোটি টাকা।

বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন মঞ্জুরী

সরকারি এতিমখানার পাশাপাশি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানায় বসবাসরত এতিম শিশুদের কল্যাণে সরকার সহায়তা করে আসছে। ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে এ অনুদান প্রদান করা হয়। সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০ জন এতিম অবস্থানকৃত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ এতিমের লালন পালনের জন্য ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১.০৬ লক্ষ এতিমখানা নিবাসীকে ২৫৪.৪০ কোটি টাকা অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট) প্রদান করা হয়। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১.১১ লক্ষ এতিমখানা নিবাসীকে ২৮০.০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নমূলক কর্মসূচিঃ

হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য ভাতা

'হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য ভাতা' শীর্ষক কর্মসূচিটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কতিপয় অপরিহার্য পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়, হিজড়া এবং দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে এ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৬.৩১ কোটি টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ০.৮৬ লক্ষ। বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতে ভাতাভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দ অপরিবর্তিত আছে।

হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উপবৃত্তি

'হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উপবৃত্তি' শীর্ষক কর্মসূচিটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ২৬.৩৫ কোটি টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ০.২৭ লক্ষ। বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরেও ভাতাভোগীর সংখ্যা ও এ খাতে বরাদ্দ অপরিবর্তিত আছে। বর্তমানে জনপ্রতি প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১,২০০ টাকা করে মাসিক উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

দেশের চা বাগানসমূহে কর্মরত শ্রমিকরা বছরে প্রায় ৩-৪ মাস বেকার থাকে। এ সময় তাদের কোন কাজ না থাকায় তারা অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় দিনযাপন করে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা হিসেবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ এ কর্মসূচিটি চালু করে। বর্তমানে এ কর্মসূচির আওতায় বছরে একবার এককালীন ৫ হাজার টাকা হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পূর্বে এই কর্মসুচির আওতায় ৫ হাজার টাকার খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হত। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে ০.৫০ লক্ষ শ্রমিকের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, কিন্তু বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ১০ হাজার বৃদ্ধি করে ৬০ হাজার করা হয়েছে এবং বরাদ্দ ৫ কোটি বৃদ্ধি করে ৩০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতিঃ

ওএমএস কর্মসূচিঃ নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী (চাল ও আটা) বিক্রয় করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) এ কর্মসূচিতে ২.৯৮ লাখ মে. টন চাল ও ২.৮৩ লাখ মে. টন গমের ফলিত আটা বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয় ১,৯৪৩.৫৮ কোটি টাকা এবং বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বরাদ্দ হয়েছে ১,৭২০.১৩ কোটি টাকা হয়েছে।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে যথাক্রমে ৮২৬.৪৪ কোটি ও ১,৫০০ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে কাবিখা'তে এ বরাদ্দ বাড়িয়ে ৮৭৬.২৭ কোটি টাকা করা হয়েছে এবং কাবিটা'তে এ বরাদ্দ ১,৫০০ কোটি টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিঃ ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্র্যান্ডিং 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি' চালু করা হয়। এ কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত ৫০ লাখ হত দরিদ্র পরিবারকে (বিধবা, বয়স্কা, পরিবার প্রধান নারী, নিম্ন আয়ের দুঃস্থ পরিবার প্রধানকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রতি বছর কর্মাভাবকালীন ৫ মাস ১০ টাকা কেজি দরে এ কর্মসূচির তালিকাভুক্ত পরিবারে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) এ কর্মসূচিতে ৪.৫০ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২,৮১৬.৭২ কোটি টাকা আর উপকারভোগী ছিল ৬২.৫০ লক্ষ জন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতে ৬২.৫০ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য ২,৫৪৩.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

ভিজিএফঃ সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ কেজি করে ২ থেকে ৫ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা দেয়া হয়। এছাড়া, মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। এর আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১,০০,১৭৬.৫১ মেঃ টন খাদ্যশস্য ১,০০,১৭,৫৫১টি পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৯৬১.৯৬ কোটি টাকা এবং বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বরাদ্দ হয়েছে ৯৯১.০৭ কোটি টাকা।

ভিডব্লিউএফঃ ভিজিডি কার্যক্রমকে ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে 'ভিডব্লিউএফ' (ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট) নামকরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ১০.৪০ লক্ষ উপকারভোগীকে জনপ্রতি মাসিক ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হবে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১,৮৩৮.৪৭ কোটি টাকা এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বরাদ্দ হয়েছে ১,৮৪০.৩৩ কোটি টাকা।

টিআরঃ দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি নগদ অর্থ হিসেবে টিআর সহায়তা প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১,৪৫০.০০ কোটি টাকা। বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বরাদ্দ অপরিবর্তিত আছে। এই কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩.৬৯ লক্ষ জন।

জিআরঃ দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি খাদ্য হিসেবে জিআর সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে জিআর হিসেবে ৫৭২.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয় এবং বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫৮৯.৯২ কোটি টাকা।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ পল্লী অঞ্চলে অতি দরিদ্র ও কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে সারাদেশে এ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো (ক) বাংলাদেশের অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি; (খ) সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা; এবং (গ) গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। ২০২১-২২ অর্থবছরে অতি দরিদ্রদের (১৯.০৬ লক্ষ জন) কর্মসংস্থানের জন্য ১,৯২৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ১,৮৩০.০০ কোটি টাকা ও উপকারভোগীর সংখ্যা ৫.১৮ লক্ষ জন।

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বিভিন্ন খাত এবং ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের খাতভিত্তিক বরাদ্দ নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

(কোটি টাকায়)

কার্যক্রম	২০২১-২২ (সংশোধিত)	২০২২-২৩ (মূল বাজেট)
নগদ প্রদান (বিভিন্ন ভাতা)	৩৫৯১৭.৩০	৪১৮২১.৩০
খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি	১৫৭৬৬.৯০	১৫৪০৭.৭১
উপবৃত্তি কার্যক্রম	৪৩০৬.৫২	৪৪১৬.৯৬
নগদ/উপকরণ হস্তান্তর (বিশেষ কার্যক্রম)	২৫২৬৭.৩১	২৭১০৫.৮০
ঋণ সহায়তা কার্যক্রম	১৬২২.৪৮	৭৮.০০
বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা	৬৮৫.১০	৬৯০.৪৩
বিবিধ তহবিল ও কার্যক্রম	১৫৪০৩.২৮	১০৪৯৬.৪৬
চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি	১১৯৭০.০২	১২৮০১.৬১
নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি	৫২৮.৩০	৭৫৭.২৪
মোট	**১১১৪৬৭.০০**	**১১৩৫৭৬.০০**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম

অধ্যায়-৯
অর্থ বিভাগের প্রকল্পসমূহ

২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অর্থ বিভাগের মোট ৪টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ৩৮,০২৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। তন্মধ্যে জিওবি ৫,৫৭৯.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩২,৪৪৪.০০ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ের পরিমাণ ৩২,৭০৩.৫৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪,৪৬৪.৫৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৮,২৩৯.০০ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ৮৬.০০ শতাংশ। নিম্নে প্রকল্পগুলোর মূল উদ্দেশ্য, ২০২১-২২ অর্থবছরে অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও অর্জনসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকল্পওয়ারি দেখানো হলোঃ

১) ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ II) প্রকল্প

দেশে অবকাঠামো খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অব্যাহত চাহিদা পূরণ, বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে অবকাঠামো উন্নয়ন উৎসাহিতকরণ এবং প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অংশীজনের (যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, পিপিপি কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রভৃতি) সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক এর যৌথ অর্থায়নে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদি ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এ্যান্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (আইপিএফএফ II) প্রকল্পটি অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক এর আইপিএফএফ II প্রজেক্ট সেল বাস্তবায়ন করছে। আইপিএফএফ II একটি অনলেন্ডিং ভিত্তিক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। আইপিএফএফ II প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের ৩৫৬.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারও ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমান অর্থ প্রদান করেছে। আইপিএফএফ II এর অনলেন্ডিং কম্পোনেন্ট হতে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (পিএফআই) মাধ্যমে সরকার অনুমোদিত অবকাঠামো প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা হয়। কারিগরী সহায়তা কম্পোনেন্ট হতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পিপিপি কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী পিএফআই ও অন্যান্য অংশীজন যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, পিপিপি অথরিটি এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমূহের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়।

আইপিএফএফ II প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা;
- প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার অনুমোদিত বেসরকারি খাতে গৃহীত অবকাঠামো প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা; এবং
- সরকার গৃহীত পিপিপি কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবেশ তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

মোট প্রকল্প ব্যয় (সংশোধিত): ১০২.৩১ কোটি টাকা ।

প্রকল্পের সংশোধিত মেয়াদঃ জুলাই ২০১৭- এপ্রিল ২০২৪ ।

আইপিএফএফ II প্রকল্পের কম্পোনেন্ট

ক) কারিগরী সহায়তা কম্পোনেন্ট

খ) অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট

আইপিএফএফ II এর আওতাভুক্ত খাত

অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট খাতসমূহ হচ্ছে:

- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সেবা;
- বন্দর (স্থল, জল ও বিমান) নির্মাণ ও উন্নয়ন;
- শিল্প এস্টেট ও পার্ক উন্নয়ন;
- স্বাস্থ্য ও শিক্ষা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি;
- শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
- সড়ক-মহাসড়ক, ফ্লাইওভার ও বিভিন্ন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ;
- পানি সরবরাহ ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থাপনা; এবং
- বিমান বন্দর, টার্মিনালসহ অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণ।

টিএ কম্পোনেন্ট খাতসমূহ হচ্ছে

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন পিপিপি কর্তৃপক্ষ;
- সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ইনফ্রাস্টাকচার ফিন্যান্স ফান্ড লিমিটেড'; এবং
- বাংলাদেশ ব্যাংক এর আইপিএফএফ-II প্রজেক্ট সেল।

২০২১-২২ অর্থবছরে আইপিএফএফ II প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৮৯৮.০০	১৭৭.০০	৭২১.০০	৩৬৮.৩০	**১০৬.০৮**	২৬২.২২	৪১.০১%

আইপিএফএফ II প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

- অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্টের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫৭৬.৪২ কোটি টাকা ৪টি সাব-প্রজেক্ট অর্থায়নের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান তথা পিএফআই এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়েছে। অর্থায়নকৃত সাব-প্রজেক্টসমূহ হলোঃ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেক্টরের আওতায় ভালুকা, ময়মনসিংহে নির্মাণাধীন র'টেক লিমিটেড, বিদ্যুৎ উৎপাদন (নবায়নযোগ্য শক্তি) সেক্টরের আওতায় টেকনাফে নির্মিত ২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন টেকনাফ সোলারটেক এনার্জি লিমিটেড, ইকোনমিক জোন সেক্টরের আওতায় নারায়ণগঞ্জে নির্মাণাধীন সিটি ইকোনমিক জোন লিমিটেড এবং পোর্ট ডেভেলপমেন্ট সেক্টরের আওতায় চট্টগ্রামের আনোয়ারায় নির্মাণাধীন কর্ণফুলী ড্রাই-ডক লিমিটেড। প্রকল্পের শুরু হতে অদ্যাবধি সাব-প্রজেক্ট অর্থায়নের বিপরীতে সর্বমোট বিতরণকৃত দীর্ঘমেয়াদি ঋণের পরিমাণ ১,৩৬১.৪৫ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ২টি সাব-প্রজেক্টের রিপেমেন্ট ইতোমধ্যে আরম্ভ হয়েছে এবং জুন, ২০২২ পর্যন্ত রিপেমেন্ট বাবদ প্রাপ্ত মোট ৫.৭৮ কোটি টাকা (আসল ২.৮৬ কোটি টাকা ও সুদ ২.৯২ কোটি টাকা) যথাযথভাবে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

- অপরদিকে, প্রকল্পের কারিগরি সহায়তা (টিএ) কম্পোনেন্টের আওতায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধিসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) তথা আইপিএফএফ II প্রজেক্ট সেল এর পরিচালন ব্যয় এবং পিপিপি কর্তৃপক্ষ ও বিআইএফএফএল এর পরামর্শক সেবা সংগ্রহ ব্যয় নির্বাহ করা হয়। আইপিএফএফ II প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (স্থানীয়

প্রশিক্ষণ ১টি, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ২টি, স্থানীয় কর্মশালা ১টি, অন-লাইন প্রশিক্ষণ ১টি) আয়োজন করা হয়, যাতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান, এজেন্সী, পিএফআইসমূহের মোট ৯২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

- ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত আইপিএফএফ প্রকল্পের অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট হতে প্রকল্প মেয়াদে (২০০৭-২০১৬) প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ৯টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ৬টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৫৮৯ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১২টি বিদ্যুৎ প্রকল্প, ৩টি পানিশোধন প্রকল্প, ১টি ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো প্রকল্প, ১টি জেটি প্রকল্প, ১টি ড্রাই ডক প্রকল্প, দেশব্যাপি ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপন সংক্রান্ত ২টি আইসিটি প্রকল্প ও ১টি হাসপাতাল প্রকল্পে সর্বমোট ২,৪৪১.৪৯ কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আইপিএফএফ II হতে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট পিএফআইসমুহ নিয়মিতভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করছে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত রিপেমেন্ট বাবদ প্রাপ্ত মোট ১,৭৫১.৫৪ কোটি টাকা (আসল ১,৩৩৩.২৪ কোটি টাকা, সুদ ৪১৭.৪৫ কোটি টাকা ও কমিটমেন্ট চার্জ ০.৮৫ কোটি টাকা) যথাযথভাবে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

২। স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) প্রকল্প

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) সরকারের একটি বিশেষায়িত প্রকল্প। প্রকল্পটি Asian Development Bank (ADB), Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রম জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ছিলো, যার মেয়াদ পরবর্তীতে সংশোধিত হয়ে জুন ২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের বর্ধনশীল যুবসমাজকে শিল্পখাতের চাহিদার আলোকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপযুক্ত খাতে তাদের কর্মসংস্থান করা। প্রকল্প মেয়াদে ৮,৪১,৬৮০ জনকে ১১টি খাতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষিতদের অন্তত ৬০ শতাংশের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রশিক্ষণে উৎকর্ষ আনয়নের উদ্দেশ্যে মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ, পাঠ্যসূচি ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন এবং তার ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রশিক্ষক, মূল্যায়নকারী ও ব্যবস্থাপকগণ দেশে-বিদেশে প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করছেন। পাশাপাশি, কতিপয় কোর্সে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সংস্থার মাধ্যমে মূল্যায়ন ও সনদায়ন এর ব্যবস্থা থাকায় দেশে ও দেশের বাইরে মানসম্মত কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে ইতোমধ্যে সনদ পেয়েছে প্রায় ৫,০২,৪৮৯ জন। জুন ২০২২ পর্যন্ত সনদপ্রাপ্তদের ৭৭.৮৯ শতাংশের কর্মসংস্থান হয়েছে। নিম্নে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ

- উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ও ইতোমধ্যে কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারীদের পেশাভিত্তিক দক্ষতার উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- বাজার চাহিদা ভিত্তিক কর্মসংস্থান উপযোগী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানমূহের সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
- দক্ষতা খাতে নিরবচ্ছিন্ন অর্থায়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (National Human Resource Development Fund) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা; এবং
- বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুসংহত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গঠিত National Skills Development Authority (NSDA) –কে সহায়তা করা।

মোট প্রকল্প ব্যয় (২য় সংশোধিত): ৩,৭১২.৩৩ কোটি টাকা।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৪-জুন ২০২৪।

SEIP প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল

- সংশ্লিষ্ট শিল্প খাতের চাহিদা মোতাবেক অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান;
- গুণগত মান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ;
- প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ; এবং
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের উন্নয়ন।

২০২১-২২ অর্থবছরে SEIP প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৩৬,৮০০.০০	৫,৪০০.০০	৩১,৪০০.০০	৩২,০১৭.৭৫	৪,৩৫৬.৩৮	২৭,৬৬১.৩৭	৮৭.০০%

SEIP প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থবছরে অগ্রগতি ও সম্পাদিত কার্যক্রম

- সরকারি বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মোট ৭৩,৩০৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৪৬,৫৯৫ জনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে।

- জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট, খুলনা এবং বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা এর আধুনিকায়নের জন্য Korea International Cooperation Agency (KOICA) এবং SEIP-এর যৌথ সহায়তায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে সিলেট এবং খুলনা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া Koreatech এবং SEIP-এর যৌথ সহায়তায় বিটাক-এর ১২ তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

- SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে Caregiver, Orphanage এবং Person with Disability (PWD)-দের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) এর সাথে তিনটি পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহের আওয়ায় ১,৮০০ জন Caregiver, ৬০০ জন Orphanage এবং ৪০০ জন PWD-কে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

- SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে BWCCI এর সাথে ০২ মার্চ ২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত স্বাক্ষরিত চুক্তির আওয়ায় ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে ৫,৪০০ জনকে বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

- SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে Kumudini Welfare Trust এর সাথে ২৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত স্বাক্ষরিত চুক্তির আওয়ায় ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে ৩৩০ জনকে Specialized Nursing কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়াও ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে কুমুদিনি নার্সিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

- পর্যটন ও আতিথেয়তা খাতে ২,১৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যাদের মধ্যে ১,১১৭ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। চামড়া ও পাদুকা শিল্পখাতে সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করেছে ৬১২ জন। বস্ত্রশিল্প খাতে এ সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে ২,৯০২ জন এবং কর্মসংস্থান হয়েছে ২,৩৯৩ জনের। হালকা প্রকৌশল (light engineering) খাতে ১৭৩ জন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সকলের কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া

রপ্তানিনির্ভর জাহাজ নির্মাণ খাতে এ সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে ১,৮৯৪ জন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজে নিযুক্ত হয়েছেন ৯৫২ জন।

- SEIP প্রকল্পের আওতায় গত অর্থবছরে ভার্চুয়াল এবং সরাসরি উপস্থিতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পরামর্শক, ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট এবং সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে ২২টি Competency Standard (CS) প্রস্তুত করা হয়েছে।

- SEIP প্রকল্পের ট্রান্স-৩ এর আওতায় জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)-এর অধীন ৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি-কে টিটিটি, ঢাকা, বি-কে টিটিটি, চট্টগ্রাম, সিলেট টিটিসি এবং শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা টিটিসি, ঢাকা)- এর মাধ্যমে City & Guilds-এর স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করে ৩টি কোর্সে (১. Diploma in Electrical and Electronics Engineering-Level 2, ২. Diploma in House-keeping services- Level 2 এবং ৩. Diploma in Food Preparation and Culinary Arts (Food preparation)- Level 2) ৬ মাস মেয়াদী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে গত ৩০ জানুয়ারী ২০২২ তারিখে SEIP এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় ৪৮০ জনকে ৬ মাস মেয়াদী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

- SEIP প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অফিস পরিচালনা সংক্রান্ত আর্থিক বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Institute of Public Finance (IPF) এবং Financial Management Academy (FIMA)-এর মাধ্যমে গত এক বছরে ২৯৬ জনকে Financial Management বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তিকরণ (IBFCR) প্রকল্প

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অধীন “জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তিকরণ (IBFCR)” শীর্ষক প্রকল্পটি ইউএনডিপি’র সহায়তায় মোট ২,১২৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২,০০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৬-সেপ্টেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- জলবায়ু অর্থ ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হবে তার কাঠামো স্থির করা এবং যারা এক্ষেত্রে অংশীজন তাঁদের সাথে আলোচনা করে দেশ-বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- বাজেটসহ সরকারি অর্থ ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরা; এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কোন্ কোন্ উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব তা চিহ্নিত করা এবং সেই অর্থ ব্যবহারের কৌশল তৈরি করা।

প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য

- জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও সক্ষমতাকে জোরদারকরণ;
- জলবায়ু কার্যক্রমে সঠিক সময়ে অর্থ যোগান নিশ্চিত করার উপযোগী পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন;
- জলবায়ু অর্থ সংস্থানের পরিচালন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ;
- জলবায়ু অর্থ ব্যবস্থা পরিচালনায় অর্থ বিভাগের সমন্বয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিবেচনা করে কার্যকর পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন।

মোট প্রকল্প ব্যয় (সংশোধিত): ২১.২৫ কোটি টাকা।
প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৬-সেপ্টেম্বর ২০২১।

২০২১-২২ অর্থবছরে (IBFCR) প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৬১.০০	২.০০	৫৯.০০	৫৩.৫০	২.০৯	৫১.৪১	৮৭.৭০%

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তিকরণ (IBFCR)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অনুকূলে "টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন" বাজেট প্রতিবেদন ২০২১-২২ (Climate Financing for sustainable Development Budget 2021-22) প্রণয়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তন শব্দকোষ Climate Change Glossary, আগস্ট ২০২১ প্রণয়ন।

৪। 'সাপোর্টিং টেকনিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটি' প্রকল্প

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর আওতায় "সাপোর্টিং টেকনিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটি" শীর্ষক প্রকল্পটি এডিবি'র সহায়তায় মোট ৪২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- 'Technical Education Modernization Project' (TEMP) ও '2nd Skills for Employment Investment Program' এর ডিজাইন প্রণয়ন, সক্ষমতা তৈরি, ডিউ ডিলিজেন্স যাচাই ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পাদন;
- SEIP প্রকল্পের Tranche 2 ও Tranche 3 এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
- 'Technical Education Modernization Project (TEMP)' ও '2nd Skills for Employment Investment Program' প্রকল্প দু'টি প্রস্তুতকরণ ও '2nd Skills for Employment Investment Program' প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য ১৪ জন (জনমাস) আন্তর্জাতিক পরামর্শক ও ৩১ জন জাতীয় পর্যায়ের (জনমাস) পরামর্শক নিয়োগ।

মোট প্রকল্প ব্যয়: ৪২৪.৭৫ লক্ষ টাকা ।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩।

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
২৬৪.০০	০.০০	২৬৪.০০	২৬৪.০০	০.০০	২৬৪.০০	১০০%

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) ১) আউটপুট ১ (Improved design quality and readiness of projects achieved):

i) TEMP (Technical Education Modernisation Project) এর জন্য প্রকিউরমেন্ট ও এফএম (ফান্ড ম্যানেজমেন্ট) সক্ষমতা নির্ধারণে সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে একজন প্রকিউরমেন্ট স্পেসালিস্ট ও ফাইনান্সিয়াল স্পেসালিস্ট (উভয়ই জাতীয় পর্যায়ের) নিয়োগ করা হয়েছে;

ii) ৩ জন TVET বিশেষজ্ঞ (জাতীয় পরামর্শক) নিযুক্ত করা হয়েছে। একজন TVET সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জরিপ সম্পন্ন করছেন, অপরজন TEMP -এর সাথে শিল্পের সংযোগ সম্পর্কিত একটি গবেষণাপত্র প্রস্তুত করছেন এবং অন্যজন সেক্টর মূল্যায়ন প্রস্তুত করছেন;

iii) TVET এর চাহিদা বিশ্লেষণের জন্য একজন অর্থনীতিবিদ (জাতীয় পরামর্শক) এবং TEMP-এর আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রাথমিক নকশা প্রণয়নের জন্য দু'জন স্থপতি (একজন জাতীয় ও একজন আন্তর্জাতিক) নিয়োগ করা হয়েছে।

(২) আউটপুট ২ (International best practice and innovative solutions mainstreamed in project design and implementation)

i) SEIP 2 প্রকল্পের ধারণাগত ডিজাইন প্রণয়নের লক্ষ্যে তিন জন পরামর্শক (আন্তর্জাতিক) নিয়োগ করা হয়েছে;

ii) TEMP এর ডিজাইন করার জন্য ৩ জন TVET পরামর্শক (আন্তর্জাতিক) বাংলাদেশের টেকনিক্যাল শিক্ষক উন্নয়ন পদ্ধতি মূল্যায়ন করেছে;

iii) TEMP এর ডিজাইন করার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৬ জন TVET স্পেশালিষ্ট নিয়োগ করা হয়েছে;

iv) ২ জন আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতা TEMP-এর জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে এবং বেসলাইন জরিপ প্রশ্নাবলী তৈরি করতে নিয়োজিত ছিলেন। ২ জন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ - সিনিয়র ইন্ডাস্ট্রি স্পেশালিস্ট (ফাইবার এবং পলিমার সায়েন্স) এবং সিনিয়র ইন্ডাস্ট্রি স্পেশালিস্ট (টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং) SEIP 2 প্রজেক্টের জন্য স্মার্ট ট্রেনিং সুবিধার ডিজাইন প্রণয়নে সহায়তা করার জন্য নিয়োজিত ছিলেন।

৩) আউটপুট ৩ (Capacity of executing and implementing agencies on planning, implementation and management strengthened)

i) SEIP Tranche-2 এর বাস্তবায়নে প্রকিউরমেন্ট সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য একজন প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট (জাতীয়) নিয়োগ করা হয়েছে;

ii) Technical Education Modernization Project (TEMP) এর ডিজাইন প্রণয়নের জন্য একজন ইন্সটিটিউসন ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট (আন্তর্জাতিক) নিয়োগ করা হয়েছে।

খ) i) SEIP-2 প্রকল্পের Background Study সম্পন্ন হয়েছে;

ii) TVET ইন্সটিটিউশন জরিপ এবং রিপোর্ট প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে;

iii) TVET এর অধীন ০৮টি প্রজেক্ট সাইট জাতীয় স্থপতিদের দ্বারা পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে;

iv) TEMP-এর জন্য সেক্টর অ্যাসেসমেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডির খসড়া তৈরি করা হয়েছে; খাদ্য প্রযুক্তি, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, আইসিটি এবং ৪ আইআর-বিষয়ে TEMP-এর পাঠ্যক্রম ডিজাইন সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে;

v) সিভিল কাজের প্রাথমিক নকশার কাজ চলছে;

vi) TEMP-এর পুনঃসূচনা মিশন ২০২১ সালের ডিসেম্বরে সম্পন্ন হয়েছে এবং TEMP-এর জন্য পরিচালিত M&E মূল্যায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়নসহ পরামর্শ মিশন জুন ২০২২-এ সম্পন্ন হয়েছে;

vii) প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার ধারণাগত নকশার অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে;

viii) SEIP-2-এর জন্য ২০২২ সালের মে মাসে একটি পরামর্শ মিশন সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র ৯.১: Financial Management কোর্সে'র উদ্বোধন অনুষ্ঠান

চিত্র ৯.২: Kumudini-তে Specialized Nursing কোর্সে সনদ প্রদান অনুষ্ঠান

চিত্র ৯.৩: সাব-প্রজেক্ট: সিটি ইকোনমিক জোন লিমিটেড

চিত্র ৯.৪: সাব-প্রজেক্ট: টেকনাফ সোলারটেক এনার্জি লিমিটেড

অধ্যায়-১০
রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন কর্মসূচি

সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তা অর্জনে সহায়ক হবে এরূপ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচি হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তাদের সহায়ক কার্যক্রম হিসাবে স্বল্প ব্যয়ে উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক, প্রবৃদ্ধি সহায়ক ও মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্বলিত সীমিত বরাদ্দের মধ্যে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহন করছে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদের সহজলভ্যতা আরো ভালোভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস (fiscal forecasting), বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন উন্নতকরণ এবং স্বচ্ছতা উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ‘Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS)’ নামে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় একটি পাঁচ বছর মেয়াদি একটি কর্মসূচি অর্থ বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় চলমান রয়েছে।

‘Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS)’ কর্মসূচি

PFM (Public Financial Management) Action Plan 2018-2023-এর ১৪টি কম্পোনেন্ট এর মধ্যে অর্থবিভাগের অধীন ৮টি কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের জন্য Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) শীর্ষক কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিটি Non-ADP বিশেষ কর্মসূচি। কর্মসূচির অধীন ৮টি স্কিম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

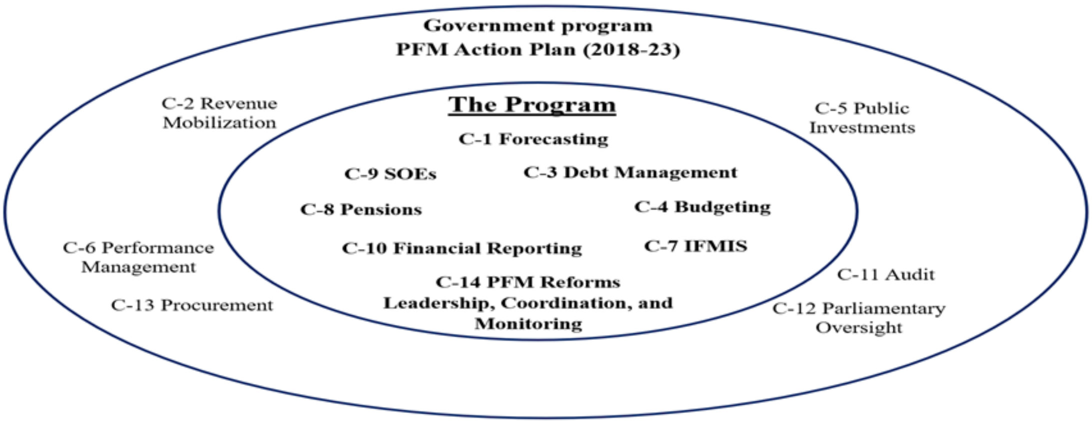

PFM Action Plan, 2018-2023-এর ১৪টি কম্পোনেন্ট:

অর্থ বিভাগের SPFMS কর্মসূচির আওতাধীন ৮টি কম্পোনেন্ট (উল্লিখিত বৃত্তের ভিতরের অংশ) ব্যতীত অবশিষ্ট ৬টি কম্পোনেন্ট অর্থ বিভাগ বহির্ভূত ৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা বাস্তবায়ন করবে। এগুলো হচ্ছে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, জাতীয় রাজস্ববোর্ড, পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং সিপিটিইউ।

SPFMS কর্মসুচির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য:

SPFMS কর্মসুচির প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অবজেক্টিভ (PDO) হলো: পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস, বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন এবং স্বচ্ছতার উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

PDO (Program Development Objective) স্তরের ফলাফল সূচকসমূহ:

- বাজেট প্রণয়নের জন্য উন্নত আর্থিক (ঋণসহ) প্রক্ষেপণ/ পূর্বাভাস ব্যবহার করা;
- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (Budget Management Committee) উত্তম কর্মকৃতির মাধ্যমে সরকারি নীতি এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে Annual Performance Agreement সম্পাদন;
- নির্বাচিত মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তাগণের বাজেট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান কমিয়ে আনা;
- Treasury Single Account (TSA) শক্তিশালীকরণ এবং অটোমেটেড পেমেন্ট সিস্টেমের উন্নয়নের মাধ্যমে যথাসময়ে, নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে (EFT এর মাধ্যমে) বেতন ভাতাদি এবং ভেন্ডরগণের বিল পরিশোধ করা; এবং
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্বচ্ছতার জন্য বাজেট হোল্ডারগণের কার্যকরভাবে আর্থিক তথ্যের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

কর্মসূচির অনন্য বৈশিষ্ট্য:

- P for R অর্থাৎ Program for Result নীতি অনুসৃত হবে; অর্থাৎ DLR (Disbursement Linked Result)গুলো অর্জিত হলে তৃতীয় পক্ষ দ্বারা যাচাইপূর্বক বিশ্বব্যাংক ঋণের অর্থ ছাড় করবে;
- এই কর্মসূচিটি Non-ADP বিশেষ কর্মসূচি; মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্মসূচি দলিল অনুমোদন করেছেন; কর্মসূচির অধীন স্কিমগুলা অর্থবিভাগের সংশ্লিষ্ট স্কিম বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

কর্মসূচির বরাদ্দ:

কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ১৭০ মিলিয়ন ইউএস ডলার যার মধ্যে ১০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তা এবং বাংলাদেশ সরকারের অবদান ৭০ মিলিয়ন ইউএস ডলার ।

কর্মসূচির মেয়াদকাল: ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত।

SPFMS কর্মসূচির আওতাধীন স্কিমসমূহ:

কর্মসূচির অধীন ৮টি স্কিম বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্কিমসমূহের মূল উদ্দেশ্য, ২০২১-২২ অর্থবছরের ব্যয় ও বরাদ্দ এবং অর্জনসমূহ নিচে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলোঃ

১। স্কিমের নাম: পিএফএম রিফর্মস লিডারসিপ, কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড মনিটরিং

SPFMS কর্মসূচির আওতায় “পিএফএম রিফর্মস লিডারসিপ, কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড মনিটরিং” স্কিমটি মোট ১৪,০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর Change Management Approach বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ৬টি Disbursement linked Result অর্জন:

- পিইসি কর্তৃক অর্ধবার্ষিক PFM Action Plan অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে Steering Committee এর সভায় উপস্থাপন করা;

- PFM Action Plan stakeholder-দের নিয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য বছরে ২ টি retreat এর আয়োজন করা;
- পিএফএম বিষয়ক কমপক্ষে ৩টি রিসার্চ পেপার প্রস্তুত করে আন্তর্জাতিক জার্নাল ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা;
- পিএফএম সম্পর্কিত সমস্যা চিহ্নিত করতে সরকারি সেবা বিতরণ কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন (মাঠ পর্যায়ে) করা;
- PFM Action Plan বাস্তবায়নের জন্য নিযুক্ত প্রশিক্ষক, ফ্যাসিলিটেটরদের কর্মকীর্তি মূল্যায়নের জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করা; এবং
- ১০০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে PFM বিষয়ে বিশেষায়িত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১৩১৬.৫৫	১৩১৬.৫৫	০০.০০	১০০৫.৫৭	১০০৫.৫৭	০০.০০	৭৬.৩৮%

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- PFM Action Plan 2018-2023 এর ৫ম Progress Report (July 2021 - December 2021) প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ করা হয়েছে এবং ৬ষ্ঠ progress Report (January 2022-June, 2022) এর খসড়া প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে;
- IPF কর্তৃক ৩টি Research Topicচূড়ান্ত করা হয়েছে এবং ফার্ম নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে ;
- PIT গণ নিজ নিজ Annual Work Plan (AWP) প্রস্তুত করেছেন যা অর্ধবার্ষিক Progress Report-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;
- SPFMS কর্মসূচির DLI Verification-এর জন্য নিয়োজিত Pricewaterhouse Coopers Private Limited-এর নিকট থেকে ৩টি Verification Report পাওয়া গেছে। উক্ত Verification Report এর ভিত্তিতে World Bank কর্তৃক ছাড়কৃত ১৬৫,৩৬.৪৭ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে;
- SPFMS প্রোগ্রামের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য ১০টি DLI (Disbursement Linked Indicator) এর আওতায় ৪৫টি DLR (Disbursement Linked Result) এর মধ্যে ৯টি DLR সম্পূর্ণ অর্জিত হয়েছে, ৯টি DLR আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২৭টি DLR অর্জন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার আওতায় সেবা প্রদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের অংশ হিসেবে ২৪-২৭ মে, ২০২২ সময়ে পঞ্চগড় জেলা ও তেতুলিয়া উপজেলা পরিদর্শন করা হয়েছে। উক্ত মাঠ পরিদর্শনে সেবা কেন্দ্র হিসেবে জেলা পর্যায়ে ৩টি অফিস (স্বাস্থ্য সেবা অর্থাৎ সরকারি জেলা আধুনিক হাসপাতাল, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সমাজ সেবা অফিস, একটি প্রাথমিক ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়) এবং উপজেলা পর্যায়ে ৩ অফিস (মহিলা ও শিশু বিষয়ক অফিস, স্বাস্থ্য সেবা অর্থাৎ উপজেলা আধুনিক হাসপাতাল ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি PFM competency Framework এবং Training need Assessment প্রণয়নের জন্য World Bank কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শ প্রতিষ্ঠান CIPFA একটি খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

২। স্কিমের নাম: ইম্প্রুভমেন্ট অব পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি থ্রু ইমপ্লিমেন্টেশন অব BACS অ্যান্ড iBAS++

SPFMS কর্মসূচির আওতায় "ইম্প্রুভমেন্ট অব পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি থ্রু ইমপ্লিমেন্টেশন অব BACS অ্যান্ড iBAS++" স্কিমটি মোট ২৫,৫২১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- Integrated Budget and Acoounting System (iBAS++) উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণ (Comprehensive) বাজেট প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে প্রস্তুত করা;
- বাজেট আউট-টার্ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বাজেট নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং
- বাজেট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।

স্কিমের কার্যক্রম:

- নতুন বাজেট ও অ্যাকাউন্টিং শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও iBAS++ হতে উদ্ভূত প্রতিবেদনসমুহ বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- iBAS++ পরিচালনা পদ্ধতি (Operation Procedure) লিপিবদ্ধকরণ এবং বাজেট ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করা;
- অন্যান্য পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট সিস্টেমের সাথে iBAS++ এর ইন্টাফেস প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করা;
- অর্থ ব্যবস্থাপনায় প্রতিশ্রুতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Commitment Control) বাস্তবায়ন ও ট্রেজারি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্ট শক্তিশালী করা;
- সরকারি দাবী পরিশোধে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের আওতা বৃদ্ধি করা;
- ডিডিও মডিউল উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- iBAS++ এর বিশেষায়িত মডিউল (SAE & SoE Module) উন্নয়ন ও সেল্ফ অ্যাকাউন্টিং ও রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করা;
- স্থায়ী সম্পদের মূল্য ও তালিকা সংরক্ষণের জন্য iBAS++ এ পৃথক মডিউল প্রস্তুত করা; এবং
- হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে ইএফটি/মোবাইল ব্যাংকিং-সহ কেন্দ্রীভূত পেনশন রোল প্রস্তুত করা এবং সকল অবসরভোগীর পরিচয় প্রমাণীকরণ করা।

২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

সংশোধিত বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৩৯০৯.৯০	৩৯০৯.৯০	০০.০০	২৫১৬.৩৪	২৫১৬.৩৪	০০.০০	৬৪.৩৬%

২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

কোভিড-১৯ (করোনা)-এ ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্প আয়ের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষদের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মাঠ পর্যায়/স্থানীয় প্রশাসন এর সহযোগিতায় G2P (Government to Person) পদ্ধতিতে 'নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি' এর আওতায় EFT পদ্ধতিতে অর্থ নিম্নরূপভাবে প্রদান করা হয়। iBAS++ এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত এই আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপায়নে একটি অন্যতম বৃহৎ সফলতা।

সারণি নং ১০.১: কোভিড-১৯ -এ ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্প আয়ের পরিবারের মধ্যে বিতরণকৃত অর্থের বিবরণীঃ

অর্থবছর	পেশা	EFTপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীর সংখ্যা	বিতরণকৃত অর্থ (কোটি টাকায়)
২০১৯-২০	দিনমজুর, কৃষক, শ্রমিক, গৃহকর্মী, পরিবহন শ্রমিক ও অন্যান্য পেশা	৩৪,৯৭,৩৫৩	৮৭৯.৫৮
২০২০-২১	মটরযান শ্রমিক, নৌযান শ্রমিক, "ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক" নন-এমপিও (SHED), নন-এমপিও মাদ্রাসা, নন-এমপিও টেকনিক্যাল ও অন্যান্য	৩০,৪০,৫৪০	৭৭৫.৭৭
২০২১-২২	মটরযান/পরিবহন শ্রমিক, নৌযান শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দিনমজুর	১৭,২১,৪৮৪	৪৩২.৮৭
	সর্বমোট	**৮২,৫৯,৩৭৭**	**২০৮৮.২২**

iBAS++ এ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাধীন জিটুপি কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতাসমূহ ডিজিটাল পেমেন্টে বাস্তবায়ন নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো স্বল্প সময়ে, সঠিক উপকারভোগীকে তাদের প্রাপ্য অর্থ সংশ্লিষ্ট MIS ব্যবহার করে জিটুপি পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার সাথে পেমেন্ট করা। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থ বিভাগের আওতাধীন Strengthening Public Financial Management for Social Protection (SPFMSP) প্রকল্পের মেয়াদান্তে ৩০ জুন ২০২১ তারিখে এর সকল কার্যক্রম ও MIS-সমূহ অর্থ বিভাগের BACS & iBAS++ স্কিমে হস্তান্তর করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে BACS & iBAS++ স্কিম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত PESP (Primary Education Stipend Program) MIS এর মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি শিক্ষার্থীর পিতা-মাতার NID verification-সহ তথ্য এন্ট্রি এবং প্রায় ৮৬ লক্ষ শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির অর্থ জিটুপি পদ্ধতিতে সফলভাবে প্রদান করা হয়েছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে নতুন আরও ৯টি কর্মসূচির উপকারভোগীর তথ্য SPBMU (Social Protection Budget Management Unit) MIS এর সাথে সংযোগ স্থাপন ও পেমেন্ট এর কার্যক্রম জিটুপি পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন ২৫টি কর্মসূচির ২,৭২,৫৫,৪৬৯ কোটি উপকারভোগীর বিপরীতে ৬,৮৯,৯৩,২২৩ কোটি ইএফটি সফল ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিদ্যমান SPBMU MIS–কে আরো উন্নয়ন করে API Integrted Single Registy System-এ প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সারণি ১০.২: জিটুপি পদ্ধতিতে ২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রেরিত উপকারভোগীদের অর্থ প্রদানের বিবরণী

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	আওতাধীন কর্মসূচির সংখ্যা	ইউনিক ভাতাভোগীর সংখ্যা	মোট ইএফটির সংখ্যা	প্রদানকৃত অর্থ (কোটি টাকায়)
১.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১১টি	১০৪৮৪০৭৩	৩৯৪৫২৫২০	৬,৯০৭.৭১
২.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫টি	১০৬৭১১২	৫৭৭০৮১৬	৯৯৮.১৭
৩.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	২টি	৬০০০৬৩৭	৯৬৮৯১৫৩	১,৭৫৩.৬৮
৪.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	২টি	৫৭৭০২৩	৭০৫১২১	১৮০.৪৪
৫.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১টি	৮৫৯১৩৭৮	৮৫৯১৩৭৮	৭২৮.২৫
৬.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	২টি	৮২৪৪৯	১৬৭৮৮৯৩	১,১৪৪.৭৩
৭.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১টি	৪৪৮৯৩৮	৩০৯৩৭৬৫	৪,৯৭০.৩২
৮.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১টি	৩৮৫৯	১১৫৭৭	৩.৪৭
	মোট	**২৫টি**	**২,৭২,৫৫,৪৬৯**	**৬,৮৯,৯৩,২২৩**	**১৬,৬৮৬.৭৭**

অটোমেটেড চালান (এ-চালান) সিস্টেম

অর্থ বিভাগের SPFMS কর্মসূচির অধীন BACS & iBAS++ স্কিম কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে অনলাইন ভিত্তিক এ-চালান সিস্টেম উন্নয়ন করা হয়। এ-চালান সিস্টেম ব্যবহার করে সরকারি ও বেসরকারি মোট ৫০টি তফসিলি ব্যাংকের সকল

শাখা, ২০টি ব্যাংকের ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস): রকেট/বিকাশ/নগদ/উপায়/টেপ এবং ডেবিট/ক্রেডিট (VISA, Mastercard, Amex ও Nexus) কার্ডের মাধ্যমে রাজস্ব ও সেবা ফি এর অর্থ জমা করা যায়। এ-চালান সিস্টেমের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন সিস্টেম, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম, ই-পাসপোর্ট, বিআরটিএ ও অন্যান্য সংস্থার সিস্টেমের Integration করা হয়েছে। মোট ২২৭টি অর্থনৈতিক কোডের মধ্যে বর্তমানে ১১৪টি অর্থনৈতিক কোড এ-চালান সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ১১৪টি অর্থনৈতিক কোডের বিপরীতে রাজস্ব ও সেবা ফির অর্থ জমা দেওয়া যায়। ২০২১-২২ অর্থ বছরে এ-চালান সিস্টেম ব্যবহার করে মোট ৪৮,১৪৮ কোটি টাকা সরকারের রাজস্ব ও সেবা ফি আদায় করা হয়, যা নিম্নরূপ:-

চিত্র ১০.১: ২০২১-২২ অর্থ বছরে এ-চালান সিস্টেমে জমার বিবরণী

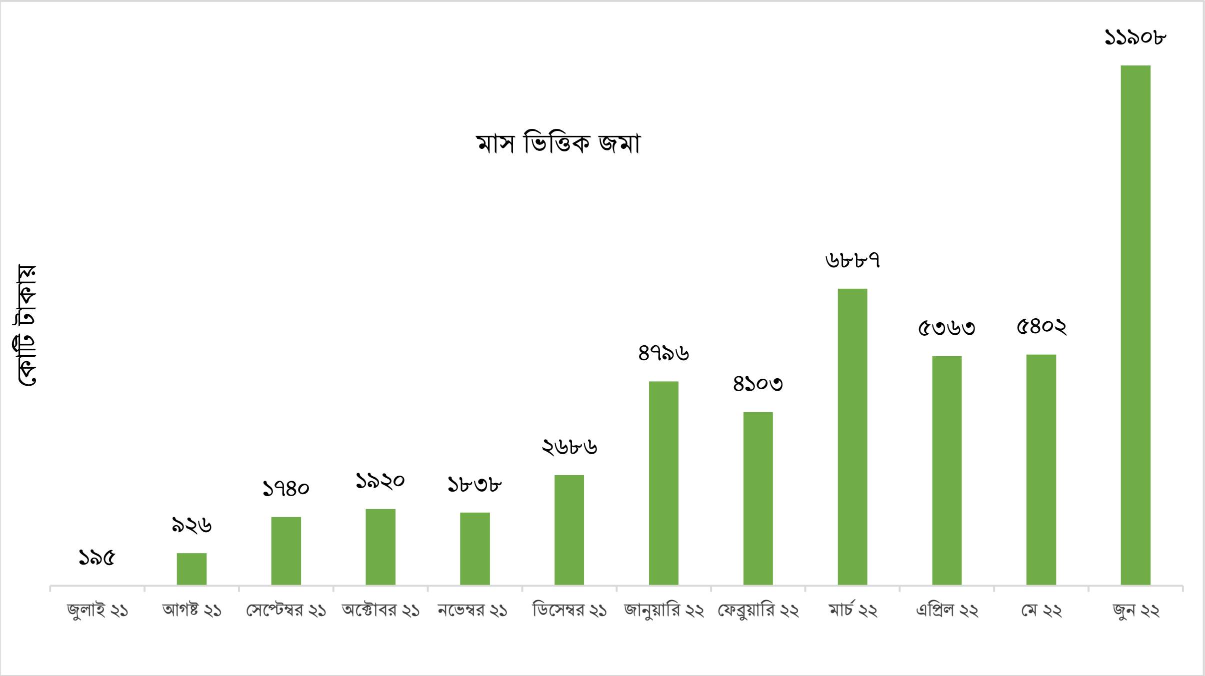

iBAS++ এ সরকারি কর্মচারীদের EFT-এর মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি ও পেনশন প্রদান:

ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) সিস্টেম ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা বাস্তবায়নে অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করছে। এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হলো মাসের প্রথম কার্যদিবসে সরকারি কর্মচারিদের বেতন ও পেনশন গ্রহীতার পেনশনের অর্থ প্রদান নিশ্চিত করা। এটি কেবল বেতন লেনদেনের সাথেই সম্পৃক্ত নয় বরং প্রতিটি কর্মচারির বেতন-ভাতা, জিপিএফ, পেনশনসহ সকল ধরনের আর্থিক তথ্যের ভান্ডার হিসেবে কাজ করে যা অতীতে ম্যানুয়ালি সংরক্ষণ করা হতো।

সারণি ১০.৩: সরকারি কর্মচারীদের EFT-এর মাধ্যমে বেতন ভাতাদি প্রদানের বিবরণী

পে-পয়েন্ট	কর্মকর্তা			কর্মচারী		
	কর্মকর্তার মোট সংখ্যা	EFT	শতকরা হার (%)	কর্মচারীর মোট সংখ্যা	EFT	শতকরা হার (%)
CGA	২১৭৭৩৪	২১৩৬৪০	৯৮.১২%	৮৪১৭৫২	৮৩২১৫৬	৯৮.৮৬%
Railway	১৩৭৯	১২২৩	৮৮.৬৮%	২৫৭৫৮	১৮৫৭৮	৭২.১২%

পে-পয়েন্ট	বাহিনী	কর্মকর্তা	জেসিও ও ওআরএস
CGDF	সেনা বাহিনী	৮৮১৫	১৭০৫৮৮
	নৌ বাহিনী	২৪৫৮	১৯৮৪৮
	বিমান বাহিনী	১৫৭৩	১১৩১২
	মোট	**১২৮৪৬**	**২০১৭৪৮**

সারণি ১০.৪: সরকারি কর্মচারিদের EFT-এর মাধ্যমে পেনশন প্রদানের বিবরণী

ক্ষেত্র	মোট	ইএফটি	%
সিভিল এ্যাকাউন্টিং	৫৮৫,৯৭৬	৫৮৫,৯৭৬	১০০%
সিজিডিএফ এ্যাকাউন্টিং	১৮০,৭০০	১৮০,৭০০	১০০%
রেলওয়ে এ্যাকাউন্টিং	৪১,১৩৮	৪১,১৩৮	১০০%
বিটিসিএল, টি এন্ড টি, পোস্টাল	৪২,৩০৫	২৭,২০১	৬৪%
মোট	৮৫০,১১৯	৮৩৫,০১৫	৯৮.২২%

iBAS++ এর দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ:

(i) প্রশিক্ষণ: সরকারি অফিসসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (DDO), হিসাবরক্ষণ অফিসের কর্মকর্তাগণ এবং পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে কর্মরত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল অর্জনের জন্য iBAS++ কর্তৃক বিভিন্ন মডিউলে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে iBAS++ কর্তৃক (করোনাকালীন) অনলাইনে ৮,৬০৫ জনের ও অফলাইনে ৮,৯৩৯ জনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ii) iBAS++ কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালা: ২০২১-২২ অর্থ বছরে iBAS++ কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মোট ৪৬ টি (বাজেট, হিসাবরক্ষণ, ডিডিও বিষয়ক, বাজেট প্রণয়ন (স্বাস্থ্য) বিষয়ক, অন্যান্য বিল প্রস্তুত বিষয়ক, IFMS & ISMS বিষয়ক, ISO Implementation & Procedure বিষয়ক, তথ্য নিরাপত্তা বিষয়ক, Functional Gap বিষয়ক, Public Sector Bank Info বিষয়ক, BACS Segment বিষয়ক ও ATP বিষয়ক) কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে।

(iii) অনলাইন প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম: ২০২১-২২ অর্থবছরে iBAS++ কর্তৃক একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্মের রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আরও সহজতর করে (http://training.finance. gov.bd/onlinetraining) প্রস্তুত করা হয়। এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মটি প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য ও দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রমকে আরো তরান্বিত করেছে। উক্ত প্ল্যাটফর্ম-এ প্রশিক্ষণার্থীগণ বিভিন্ন মডিউলের প্রশিক্ষণে নিবন্ধনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের জুম লিংক, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, প্রশিক্ষণের ভিডিও ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পায়।

সমঝোতা স্মারক (MoU):

২০২১-২২ অর্থ বছরে iBAS++ এর সাথে অন্যান্য ৩টি PFM সিস্টেমের Integration করার জন্য অর্থ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ অধিদপ্তরের মাঝে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ক্র. নং	বিবরণ
০১	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিসিএল) এর ডাটাবেজের সাথে অর্থ বিভাগ-এর Integrated Budget & Accounting System (iBAS++) সিস্টেমের “বায়োমেট্রিক রেজিস্টার্ড মোবাইল ফোন নম্বর যাচাই সংক্রান্ত নির্দেশিকা” অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত যাচাইয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়।
০২	ভূমি মন্ত্রণালয়-এর ডাটাবেজের সাথে অর্থ বিভাগ-এর Integrated Budget & Accounting System (iBAS++) সিস্টেমের ডাটা সেট/ তথ্য উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়।

০৩	পরিকল্পনা কমিশন এর কার্যক্রম বিভাগের AMS (ADP/RADP Management System) ডাটাবেজের সাথে অর্থ বিভাগ-এর Integrated Budget & Accounting System (iBAS++) সিস্টেমের ডাটা সেট/ তথ্য উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়।

৩। স্কিমের নাম: ইমপ্রুভিং পেনশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড টাইমলিনেস অব ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং

SPFMS কর্মসূচির আওতায় "ইমপ্রুভিং পেনশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এন্ড কোয়ালিটি এন্ড টাইমলিনেস অব ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং" স্কিমটি মোট ১০১৬৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

(ক) পেনশন ম্যানেজমেন্ট:

- শুধুমাত্র সরকারি পেনশন ও জিপিএফ এর সুবিধাদি এবং তা পরিশোধ প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পেনশন অফিস সৃষ্টি করা;
- পেনশন পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যাকলগ (Backlog) দূর করার জন্য প্রক্রিয়া, পদ্ধতি এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা এবং তা অর্জনের লক্ষ্যে সম্পদ ন্যস্ত করা;
- আইবাস++ সফটওয়ারের সাথে সমন্বয় করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পেনশনাদের জন্য একটি কেন্দ্রীভূত, পারস্পরিক ব্যবহারযোগ্য (কমন শেয়ারড) ও ওয়েবভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরী করা;
- প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে পর্যালোচনা করে অনিষ্পত্তিকৃত পেনশনকেসসমূহ নিয়ে মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী করা এবং এ সকল সমস্যা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সমূহকে সহায়তা প্রদান করা;
- পেনশন প্রদান অধিকতর সহজীকরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সমন্বিত যোগাযোগ এবং পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র তৈরী করা;
- পেনশনারদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেমিনারসহ অন্যান্য সম্ভাব্য সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(খ) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং:

- মাসিক প্রতিবেদনসমূহের উপযোগিতা পর্যালোচনা করা, বাৎসরিক আর্থিক হিসাবসমূহের ছক প্রস্তুত এবং হিসাব প্রণয়নের পদ্ধতি উন্নত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও সেলফ একাউন্টিং এনটিটিসমূহের সাথে আলোচনা করা;
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহ (সেলফ একাউন্টিং এনটিটি এবং বাজেট বহির্ভুত সংস্থাসমূহসহ) হতে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া প্রণয়ন/ উন্নত করা;
- সিজিএ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সরাসরি প্রকল্প সাহায্যের (ডিপিএ) তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করা এবং সময়ে সময়ে আইবাস++ হতে রিপোর্ট প্রণয়ন করা;
- ব্যাংক সমন্বয় পদ্ধতি উন্নত করা;
- সময়মত অগ্রিম/ অনিশ্চিত হিসাবসমূহ সমন্বয় করা;
- আইবাস++ এর সকল মডিউল ও রিপোর্টসমূহ অন্তর্ভূক্তকরতঃ ইউজার ম্যানুয়েলসমূহ হালনাগাদ করা এবং আইবাস++ সফটওয়্যার ব্যবহারে সিজিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- অর্থবছরে প্রণীত রিপোর্ট ব্যবহারকারী এবং সিজিএ কার্যালয়ের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে সহায়তা করা;
- একটি উন্মুক্ত পাবলিক ফিন্যান্স প্ল্যাটফর্মে আর্থিক তথ্যাবলী (আয় ও ব্যয়) ব্যবহার উপযোগী ফরমেটে সহজলভ্যভাবে প্রকাশ করা;
- সেলফ একাউন্টিং এনটিটিসমূহ কর্তৃক জনগণকে স্বচ্ছ ও গুনগতমানসম্পন্ন তথ্য প্রদানের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।

স্কিমের সাধারণ উদ্দেশ্য:

- ইএফটি প্রদানে সক্ষম এমন একটি কেন্দ্রীভূত পেনশন রোল তৈরি করা এবং এটি কার্যকর করা;
- সরকারি জিপিএফ এবং পেনশন সেবার বিস্তারিত বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা;
- বিলম্বিত পেনশন সংক্রান্ত বিষয় ৫০ শতাংশ হ্রাস করা;
- অবসর গ্রহনণের পর এবং পেনশন প্রক্রিয়া সম্পাদিত হওয়ার পর বিলম্বিত না করে ৯০ শতাংশ নতুন পেনশনারদের EFT এর মাধ্যমে পেনশন প্রদান নিশ্চিত করা;
- সরকারের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বিস্তারিত বার্ষিক প্রতিবেদন (SAEs সহ) অর্থবছর শেষ হওয়ার ৬ মাসের মধ্যেই জমা দেওয়া।

২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১১৬০.৩০	১১৬০.৩০	০০.০০	৫৫২.০৯	৫৫২.০৯	০০.০০	৪৭.৫৮%

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- কেন্দ্রীয় পেনশন অফিস সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের সকল পেনশনারগণকে (সিভিল, ডিফেন্স, রেল) ইএফটি এর মাধ্যমে পেনশন ও ভাতাদি প্রদান করা হচ্ছে;
- পেনশনার লাইফ ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়াকে সহজ, নির্ভরযোগ্য এবং পেনশনারগণের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসার লক্ষ্যে লাইফ ভেরিফিকেশন অ্যাপ এবং বায়োমেট্রিক ডিভাইস ভিত্তিক লাইফ ভেরিফিকেশন সিস্টেম পাইলটিং করা হয়েছে;
- সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আইবাস++ সিস্টেমের মাধ্যমে এবং একইসাথে সিএএফও (পেনশন ও ফান্ড ম্যানেজমেন্ট) কার্যালয়ের ওয়েবসাইট হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এনআইডি নম্বর এবং মোবাইল নম্বর এন্ট্রি করার মাধ্যমে রিপোর্ট প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। একইসাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কর্তৃক জিপিএফ এর নমিনি পরিবর্তন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত দায় ব্যবস্থাপনার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে কন্ট্রোল লেজার তৈরি করা হয়েছে যেখানে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বাৎসরিক জিপিএফ, চাঁদা, রিফান্ড ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। পাশাপাশি এই লেজারের মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জিপিএফ সংক্রান্ত সুদের হিসাব অটোমেশন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগ, সিএজি, সিজিএ, সিজিডিএফ এবং এডিজি (ফাইন্যান্স) কার্যালয়ের ৫০ জন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে IPSAS Certification Course সম্পন্ন হয়েছে;
- Pension Manual খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত একটা কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে;
- GPF Manual খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৫০ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে এ সংক্রান্ত একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে;
- পেনশন ও জিপিএফ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসমূহ অবহিতকরণের লক্ষ্যে সিজিএ, সিএএফও, সিজিডিএফ, ডিসিএ, ডিএএফও, ইউএও কার্যালয়ের মোট ২৮৬ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের অংশগ্রহণে ১২ টি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে;
- Government Finance Statistics এর বিষয়ে Finance Division, CGA, CGDF এবং Audit Directorate-এর ৩৫ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অংশগ্রহণে অনলাইনে ৫ দিনব্যাপী ১ টি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে।

৪। স্কিমের নাম: স্ট্রেনদেনিং অব স্টেট-অওনড এন্টারপ্রাইজেস গভর্নেন্স

SPFMS কর্মসূচির আওতায় “স্ট্রেনদেনিং অফ স্টেট-অওনড এন্টারপ্রাইজেস গভর্নেন্স স্কিমটি মোট ১৩,৩৫৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা, উত্তম ব্যবস্থাপনা ও নিবিড় তদারকি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ ও তাদের প্রচ্ছন্ন দায় সম্পর্কে নীতিনির্ধারকদের ধারণার উন্নতি;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা তদারকি ও মনিটিরং শক্তিশালীকরণ, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে অনুমোদিত PFM Action Plan ২০১৮-২৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমান হ্রাস করতে ভূমিকা রাখবে ।

স্কিমের কার্যক্রম:

- উন্নত রিপোর্টিং ও public disclosure এর মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা শক্তিশালীকরণ;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ঝুঁকি ও প্রচ্ছন্ন দায় সম্পর্কে নীতিনির্ধারকদের অবহিতকরণ;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা তদারকি ও মনিটিরং শক্তিশালীকরণ;
- অর্থবিভাগ কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুদান প্রদানের কার্যকর রিভিউ সংক্রান্ত একটি পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন;
- নন-পারফর্মিং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূল্যায়ন ও নীতিনির্ধারকদের নিকট তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির পছন্দসই বিকল্প প্রস্তাব উপস্থাপন।

২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৬৩২.৮৫	৬৩২.৮৫	০০.০০	৩২১.৩৭	৩২১.৩৭	০০.০০	৫০.৭৮%

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য প্রণীত “Independent Performance Evaluation Guidline of SOEs/ABs (IPEG)” অনুযায়ী নির্বাচিত ১০ (দশ)টি রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের Inception Report প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;
- রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য Independent Performance Evaluation Committee (IPEC) এবং Research Team গঠন করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত “Procedure to Regulate the Debt and Contingent Liabilities of State-Owned Enterprises and Autonomous Bodies” অনুযায়ী পাইলটিং ভিত্তিতে ১০ (দশ) টি রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ঋণ ও আর্থিক ঝুঁকি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

- রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ও অ-আর্থিক তথ্য সংগ্রহের জন্য Reporting Template অনুমোদিত হয়েছে এবং উক্ত Template ব্যবহার করে online পদ্ধতিতে তথ্যাদি সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ১৬৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে এবং
- ৯৩ টি রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ২০২০-২১ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন স্ব-স্ব ওয়েবসাইট এবং অর্থবিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

৫। স্কিমের নাম: স্ট্রেনদেনিং দি ক্যাপাসিটি অব ট্রেজারি এ্যান্ড ডেট ম্যানেজমেন্ট উইং অব ফিনান্স ডিভিশন

SPFMS কর্মসূচির আওতায় “স্ট্রেনদেনিং দি ক্যাপাসিটি অব ট্রেজারি এন্ড ডেট ম্যানেজমেন্ট উইং অব ফিনান্স ডিভিশন” স্কিমটি মোট ৩৬৯৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- মাঝারি মেয়াদি ঋণ এর কৌশল উন্নত করা;
- ঋণ এর তথ্যের মান, সময়োপযোগীতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে অর্থবিভাগের পরিচালনা কাঠামো এবং সিস্টেমগুলিকে উন্নত করা;
- NTR এর কার্যকারিতা বাড়ানো;
- নিয়মিত ভিত্তিতে একটি এমটিডিএস, ডিএসএ এবং ডেট বুলেটিং প্রস্তুত করা এবং সর্বমোট ডেট পরিচালনার ক্ষমতা জোরদার করা।

২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৪৯২.৫০	৪৯২.৫০	০০.০০	২৮১.২৯	২৮১.২৯	০০.০০	৫৭.১২%

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ২০২১-২২ অর্থবছরে Medium Term Debt Management Strategy (MTDS) of Bangladesh 2021 প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ত্রৈমাসিক ডেট বুলেটিন (Debt Bulletin) এর ২য় প্রকাশনা সেপ্টেম্বর ২০২১ এ প্রকাশিত হয়েছে;
- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এটি একটি কেন্দ্রীয় ইন্টারনেট ভিত্তিক সফটওয়্যার যার মাধ্যমে সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র বিক্রয়, লভ্যাংশ প্রদান এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় হিসাব সম্পন্ন হচ্ছে। ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমের সাধারণ ও মেয়াদি হিসাব অনলাইন এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়াও, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার বন্ড ও ইউএস প্রিমিয়াম বন্ড এর অটোমেশন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন ও সহজীকরণ, অল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা অধিক সংখ্যক গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা; জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের ডেট ডাটার quality, timeliness and reliability নিশ্চিত করা; জাতীয় সঞ্চয় স্কিমে পুনর্ভরণ (reimbursement) জটিলতার নিরসন করা; সমন্বিত উর্দ্ধসীমা, স্লাবভিত্তিক মুনাফা পদ্ধতি চালুসহ বিভিন্ন পলিসি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা; জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের স্ক্রিপ মুদ্রণ, কমিশন ব্যয়, মুনাফা পরিশোধসহ পরিচালন বাবদ সরকারি ব্যয় হ্রাস করা; সেবা গ্রহিতাদের জন্য ন্যায্যতা নিশ্চিত করা; সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা নিশ্চিত ও সম্প্রসারণ করাসহ এ খাতে governance ensure করার নিমিত্ত 'জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' চালু করা হয়েছে। 'জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' এর আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে (১) ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-সাধারণ হিসাব, এবং (২) ডাকঘর সঞ্চয়

ব্যাংক-মেয়াদি হিসাব এর লেনদেন কার্যক্রম অটোমেশন/ ডিজিটাইজড করা হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে দেশে বৈদেশিক রেমিট্যান্স এর আন্ত:প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনিবাসী বাংলাদেশীদের জন্য প্রবর্তিত (১) ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড (২) ইউ.এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং (৩) ইউ.এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এর লেনদেন কার্যক্রম অটোমেশন/ডিজিটাইজড করা হয়েছে।

- সরকারি খাতে ঋণ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত একটি ডেট ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে যেখানে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সকল তথ্যাদি যেমন, Debt stock, redemption profile, সুদ ব্যয় ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যাবে;
- নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (এনটিআর) এর জন্য একটি ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ফলে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (এনটিআর) খাতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির সুযোগ তৈরী হয়েছে।
- সারাদেশের সকল জিপিও, প্রধান ডাকঘর, উপজেলা ডাকঘর ও সাব পোস্ট-অফিসের ৫০০ কর্মকর্তাগণকে সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থ বছরে এনটিআর অটোমেশন বিষয়ে ৩টি কর্মশালা ও MTDS বিষয়ে ২টি কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।

০৬। স্কিমের নাম: ইমপ্রুভমেন্ট অব ফিস্কাল ফোরকাস্টিং থ্রু ডেভেলপমেন্ট অব ম্যাক্রোইকোনোমেট্রিক মডেল

SPFMS কর্মসূচির "ইমপ্রুভমেন্ট অব ফিস্কাল ফোরকাস্টিং থ্রু ডেভেলপমেন্ট অব ম্যাক্রোইকোনোমেট্রিক মডেল" স্কিমটি মোট ৩,৯০৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- রাজস্ব ও ব্যয়ের অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও বলিষ্ঠ পূর্বাভাস প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে একটি ডায়নামিক ম্যাক্রোইকোনমিক মডেল প্রণয়নের লক্ষ্যে ম্যাক্রোইকোনমিক মডেল প্রস্তুত করা।

২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৫০১.৫০	৫০১.৫০	০০.০০	১২৭.৯৫	১২৭.৯৫	০০.০০	২৫.৫১%

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- মোট ৪টি DLR এর মধ্যে DLR 1.1 ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে ও অনুমোদিত হয়েছে;
- DLR 1.2 এর আংশিক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ঠ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- স্কিমের পরামর্শকগণ, পিআইটি সদস্য ও সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে Introduction to STATA for Macroeconomic Forecasting ও Macroeconomic Data Processing, Analysis and Reporting with Microsoft Excel এর উপর ২টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

০৭। স্কিমের নাম: ইম্প্রুভিং দি বাজেট প্রসেস থ্রু ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব বিএমসিএস অ্যান্ড বিডব্লিউজিএস

SPFMS কর্মসূচির আওতায় 'ইম্প্রুভিং দি বাজেট প্রসেস থ্রু ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব বিএমসিএস অ্যান্ড বিডব্লিউজিএস' স্কিমটি মোট ১৫,৪১৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতার মাধ্যমে উন্নয়ন কৌশল এবং জেন্ডার, সামাজিক ও জলবায়ূর সাথে সংগতি রেখে বাজেট উন্নীত করা;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক এবং স্থানীয় সরকারসহ গণপূর্ত খাতের ওপর প্রাথমিক দৃষ্টি রেখে নির্ধারিত এমডিএসমূহে বাজেট বরাদ্দ গ্রহণ করার লক্ষ্যে আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তার জন্য দিন সংখ্যা হ্রাস করা।

স্কিমের কার্যক্রম:

- BMC এবং BWG এর কার্যকারিতা উন্নতকরণ;
- ডেটা পারফরমেন্সকে নিয়মিতভাবে মূল বাজেট নথিতে অন্তর্ভূক্তকরণ নিশ্চিত করা;
- কার্যকরী বাজেট প্রকাশ।

২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৪৭৯৯.০০	৪৭৯৯.০০	০০.০০	৬২৪.৬৬	৬২৪.৬৬	০০.০০	১৩%

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) এবং বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ এর টার্মস অব রেফারেন্স (টি.ও.আর.) হালনাগাদপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং ২০ জুন, ২০২১ খ্রি. তারিখে এটি অর্থ বিভাগ হতে জারি করা হয়েছে।
- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির পারফরমেন্স স্কোরকার্ড (Performance Scorecard) এর খসড়া প্রস্তুতপূর্বক অংশীজনদের (Stakeholder) প্রাথমিক মতামত (Feedback) গ্রহণ করা হয়েছে। মতামতসহ Performance Scorecard চুড়ান্ত করে Monitoring Framework ১৪ মে, ২০২২ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগ হতে জারি করা হয়েছে।
- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মদক্ষতা (Performance) মূল্যায়নের জন্য সম্পাদিতব্য Peer Review এর জন্য Peer Review গাইড লাইন ১৪ মে, ২০২২ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগ হতে জারি করা হয়েছে।
- Social Sector Spending এর হিসাব নির্ণয় এর প্রচলিত পদ্ধতি পর্যালোচনাপূর্বক পদ্ধতিকে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়েছে।
- Training and Capacity Development Strategy (2020-2023) প্রস্তুত করা হয়েছে ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।
- BC-1 Training for Master Trainers, BC-1 Training for FD Support Staff, BC-1 Training for FSMU Officials, BC-1 Training for, Ministry/Divisions/Agencies, Weekly Feedback Training on BC-1 এবং 'Introduction to Macro Econometrics: Methods and Applications' বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- সিভিল সার্ভিস কলেজ, যুক্তরাজ্যে 'Leadership and Change Management in Public Sector Organizations: Special Focus on PFM' বিষয়ক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

০৮। স্কিমের নাম: ইন্টারনাল অডিট অ্যান্ড অডিট ফলোআপ

SPFMS কর্মসূচির আওতায় 'ইন্টারনাল অডিট এ্যান্ড অডিট ফলোআপ' স্কিমটি মোট ৪৬২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০২১-২২ থেকে ২০২২-২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসাবে নির্বাচিত ও পদ্ধতিগত বিষয়গুলিতে মনোনিবেশকারী ঝুঁকি-ভিত্তিক নিরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করে বৃহৎ ব্যয়, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিভাগে একটি আধুনিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ও কর্তৃপক্ষকে নির্ভরশীল এবং বস্তুনিষ্ঠ পরামর্শ প্রদান করা;
- বার্ষিক ক্রয়-পরবর্তী পর্যালোচনা এবং ক্রয় এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা উন্নতির জন্য সুপারিশকৃত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার জন্য একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা।

স্কিমের কার্যক্রম:

- সরকারের একটি আধুনিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা।

২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			সংশোধিত বাজেট	ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
২৩৯৯.০০	২৩৯৯.০০	০০.০০	৫৬৪.৯০	১৭৬.৬৬	১৭৬.৬৬	০০.০০	৩১.২৭%

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- গত ১১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগের আওতাধীন "প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন টিম " ও বিশ্বব্যাংকের সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত Sensitized ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে।
- ৯ মার্চ ২০২২ থেকে ২৯ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ঝুঁকি-ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- মার্চ-এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও আর্থিক প্রতিবেদন বিষয়ক ৫টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- গত ৯-১৩ মে ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ইন্দোনেশিয়ায় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা চার্টার এবং ঝুঁকি-ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়ালের খসড়া পিআইটিদের কাছে দাখিল করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে SPFMS প্রোগ্রামের অধীন ৭ টি স্কিমের "পোস্ট প্রকিউরমেন্ট পর্যালোচনা" করে পর্যালোচনা রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অনুষ্ঠিত ৪টি ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে মতামত/ পরামর্শ গ্রহণ করে পুনরায় "review report" সংশোধন করা হয়েছে।

"পিএফএম রিফর্মস লিডারসিপ, কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড মনিটরিং" স্কিমের আওতাধীন পঞ্চগড় জেলা পরিদর্শন

iBAS++ এর বিভিন্ন মডিউল বিষয়ক প্রশিক্ষণ

‘ইন্টারনাল অডিট এ্যান্ড অডিট ফলোআপ’ স্কিমের আওতাধীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিভিন্ন প্রনোদনার প্যাকেজসমূহ

(সারণি-১)

কোভিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের
জুন, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকা)

ক্রমিক	প্যাকেজের নাম	উপকারভোগী গ্রুপ	বরাদ্দ	জুন, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল	রপ্তানিমুখী শিল্প শ্রমিক	৫,০০০	৫,০০০
২	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	৭৩,০০০	৪৫,৪৩৯
৩	ক্ষুদ্র (কুটির শিল্প সহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (নারী উদ্যোক্তাসহ)	৪০,০০০	৩০,১৩৪
৪	বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো	রপ্তানিমুখী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৭,০০০	২৩,১৩৫
৫	Pre-shipment Credit Refinance Scheme	রপ্তানিমুখী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ	৫,০০০	৭২৬
৬	চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকমীদের বিশেষ সম্মানি	করোনা চিকিৎসায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মী	১৩৮	১৫৫
৭	স্বাস্থ্যবীমা এবং জীবন বীমা	করোনা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীগণ	৭৫০	৯৮
৮	বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ	দরিদ্র জনগোষ্ঠী	২,৫০০	১,৪১৯
৯	১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয়	দরিদ্র জনগোষ্ঠী	৭৭০	৭৭০
১০	লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী	১,৩২৬	১,৩২৬
১১	ভাতা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি	বয়স্ক ও দুঃস্থ নারী জনগোষ্ঠী	৮১৫	৫৯৯
১২	গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ	গৃহহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী	২,১৩০	৩,৯৭৭
১৩	কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরণ	কৃষিজীবি	৩,২২০	১১২৮
১৪	কৃষি ভর্তুকি	কৃষিজীবি	৯,৫০০	১৭,৮৫৪
১৫	কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	কৃষিজীবি	৮,০০০	৭,০৮২
১৬	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	নিম্ন আয়ের পেশাজীবি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	৩,০০০	২,৭৮২
১৭	কর্মসৃজন কার্যক্রম (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি ব্যাংক এবং PKSF-এর মাধ্যমে)	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বিদেশফেরত প্রবাসী কর্মী ইত্যাদি	৩,২০০	২,২৫০
১৮	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসে স্থগিতকৃত ঋণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারের ভর্তুকী	ব্যাংক ঋণ গ্রহণকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ	২,০০০	১,৩৯০
১৯	এসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম	ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা	২,০০০	১২৪
২০	তৈরি পোষাক ও চামড়া খাতের শ্রমিকদের সহায়তা	তৈরি পোষাক ও চামড়া শিল্পের দুঃস্থ শ্রমিক	১,৫০০	৯
২১	৮ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নারী উদ্যোক্তা	১,৫০০	১,৪১০

ক্রমিক	প্যাকেজের নাম	উপকারভোগী গ্রুপ	বরাদ্দ	জুন, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২২	বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ	বয়স্ক ও দুঃস্থ নারী জনগোষ্ঠী	১,২০০	৩০৭
২৩	২য় পর্যায়ে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী	৯৩০	৭৭৬
২৪	দিনমজুর, পরিবহন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নির্মাণ শ্রমিক এবং নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের জন প্রতি নগদ ২৫০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান	ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	৪৫০	৪৩৩
২৫	শহর এলাকায় নিম্ন আয়ের জনসাধারণের সহায়তার লক্ষ্যে ২৫ জুলাই হতে ৭ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত সারা দেশে বিশেষ ও.এম.এস কার্যক্রম পরিচালনা	ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের জনসাধারণ	১৫০	১৫০
২৬	৩৩৩ ফোন নম্বরে জনসাধারণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান	সাহায্যের জন্য অনুরোধকারী ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষ	১০০	১০০
২৭	গ্রামীণ এলাকায় কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও পি.কে.এস.এফ.-এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদানের (৪ শতাংশ সুদে) লক্ষ্যে ইতপূর্বে প্রদত্ত ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান	গ্রামীণ এলাকার কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষ	১,৫০০	১,০০০
২৮	পর্যটন খাতের হোটেল/মোটেল/থিম পার্ক-এর জন্য কর্মচারীদের বেতন/ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ৪ শতাংশ সুদে Working Capital ঋণ সহায়তা প্রদান	পর্যটন খাতের হোটেল/মোটেল/থিম পার্ক-এর কর্মচারী	১,০০০	১
		মোট:	**১,৮৭,৬৭৯**	**১,৪৯,৫৭৪**
		মিলিয়ন মার্কিন ডলার:	**২২,০৮০**	
		জিডিপি'র শতাংশ:	**৫.৩১**	

জুন, ২০২২ পর্যন্ত সর্বমোট বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার **৭৯.৭০ শতাংশ**।

সারণি-২

কোভিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা

ক্রমিক	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	উপকারভোগী		মন্তব্য
			ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান	
১	রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল	৫,০০০	৩৮,০০,০০০		রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারি (৫৩% নারী শ্রমিক-কর্মচারি)
২	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	৭৩,০০০	৭১,৪৭,৪৬০	৪,৫২৯	শিল্প ও সেবা খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (কার্যক্রম চলমান)
৩	ক্ষুদ্র (কুটির শিল্প সহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	৪০,০০০		১,৮০,০০৪	৫,২৫৩ জন নারী উদ্যোক্তাসহ (কার্যক্রম চলমান)
৪	বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো	১৭,০০০		১৪,৩৩৬	কার্যক্রম চলমান
৫	Pre-shipment Credit Refinance Scheme	৫,০০০		১৯৯	কার্যক্রম চলমান
৬	চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ সম্মানি	১৩৮	২৯,৮৯০		কার্যক্রম চলমান
৭	স্বাস্থ্যবীমা এবং জীবন বীমা	৭৫০	২৪৫		মৃত্যুবরণকারী কর্মচারীর পরিবার
৮	বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ	২,৫০০	১,৬৮,০৩,৪১০		খাদ্য সহায়তাপ্রাপ্ত দরিদ্র পরিবার
৯	১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয়	৭৭০	৪৯,৫৭,০০০		খাদ্য-বান্ধব কর্মসূচির আওতায়
			২১,০০,০০০		শহর এলাকায় কার্ডের মাধ্যমে বিতরণ
১০	লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	১,৩২৬	৩৫,০০,০০০		নির্বাচিত দুঃস্থ নাগরিক
			৪,০৭,০০০		ডেইরি ও পোল্ট্রি খামারি
			৭৮,০০০		মৎস্য খামারি
১১	ভাতা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি	৮১৫	৫,০০,০০০		বয়স্ক ভাতাভোগী (নতুন অন্তর্ভুক্তি)
			৩,৫০,০০০		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতাভোগী (নতুন অন্তর্ভুক্তি)
১২	গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ	২,১৩০	৯,১৫,৭৮৫		গৃহহীন পরিবার
১৩	কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরণ	৩,২২০	১৯,২৭,৮৪৫		সুবিধাভোগী কৃষক
১৪	কৃষি ভর্তুকি	৯,৫০০	১,৬৫,০০,০০০		দেশের সকল কৃষক পরিবার
১৫	কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৮,০০০	**৩,৭০,২৬৯**		কৃষি ফার্ম
১৬	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৩,০০০	৫,৬০,২৪৩		নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (কার্যক্রম চলমান)

ক্রমিক	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	উপকারভোগী		মন্তব্য
			ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান	
১৭	কর্মসৃজন কার্যক্রম (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি ব্যাংক এবং PKSF-এর মাধ্যমে)	৩,২০০			বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু হয়েছে
১৮	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসে স্থগিতকৃত ঋণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারের ভর্তুকি	২,০০০	৭২,৮০,২৫৩		কার্যক্রম চলমান
১৯	এসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম	২,০০০		৭৭৫	বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু হয়েছে
২০	তৈরি পোষাক ও চামড়া খাতের শ্রমিকদের সহায়তা	১,৫০০	৯,৭৮৪		বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু হয়েছে
২১	৮ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	১,৫০০			বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু হয়েছে
২২	বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ	১,২০০	৮,০১,০০০		বয়স্ক ভাতাভোগী (নতুন অন্তর্ভুক্তি)
			৪,২৫,০০০		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতাভোগী (নতুন অন্তর্ভুক্তি)
২৩	২য় পর্যায়ে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	৯৩০	২৬,৬৯,১৮৬		নির্বাচিত দুঃস্থ নাগরিক (২য় পর্যায়)
			২,৪২,০২৫		মোটরযান শ্রমিক
			১,৯৪৮		নৌযান শ্রমিক
			৭৪,৩৪৮		অধিক ক্ষতিগ্রস্ত বোরো চাষী/কৃষক
			৩৭,৮৪৯		নন-এমপিও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী
			১০,৪০৫		নন-এমপিও স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারী
			৪,৭৭৯		নন-এমপিও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী
২৪	দিনমজুর, পরিবহন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নির্মাণ শ্রমিক এবং নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের জন প্রতি নগদ ২৫০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান	৪৫০	১৭,২১,৪৮৪		বাস্তবায়ন কার্যক্রম শেষ হয়েছে
২৫	শহর এলাকায় নিম্ন আয়ের জনসাধারণের সহায়তার লক্ষ্যে ২৫ জুলাই হতে ৭ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত সারা দেশে বিশেষ ও. এম. এস কার্যক্রম পরিচালনা	১৫০			কার্যক্রম চলমান
২৬	৩৩৩ ফোন নম্বরে জনসাধারণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান	১০০			কার্যক্রম চলমান

ক্রমিক	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	উপকারভোগী		মন্তব্য
			ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান	
২৭	গ্রামীণ এলাকায় কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও পি.কে.এস.এফ. -এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদানের (৪ শতাংশ সুদে) লক্ষ্যে ইতপূর্বে প্রদত্ত ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান	১,৫০০			বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু হয়েছে
২৮	পর্যটন খাতের হোটেল/মোটেল/থিম পার্ক-এর জন্য কর্মচারীদের বেতন/ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ৪ শতাংশ সুদে Working Capital ঋণ সহায়তা প্রদান	১,০০০			কার্যক্রম চলমান
	সর্বমোট	**১,৮৭,৬৭৯**	**৭,৩২,২৫,২০৮**	**১,৯৯,৮৪৩**	

তথ্যসূত্রঃ অর্থ বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোটঃ

১. কয়েকটি প্যাকেজের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু হয়েছে বিধায় প্রকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি।

২. বেশ কিছু প্যাকেজের বাস্তবায়ন এখনো চলমান। ফলে প্রকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা সামনের মাসগুলোতে আরো বৃদ্ধি পাবে।

৩. ২ ও ৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত প্যাকেজের ক্ষেত্রে অনেক বৃহৎ শিল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে কর্মরত শ্রমিক/কর্মীর সংখ্যা সুনির্দিষ্ট জানা না গেলেও প্রকৃত উপকারভোগী ব্যক্তির সংখ্যা অনেক বেশি হবে মর্মে অনুমান করা যায়।

৪. ২৪ থেকে ২৮ নং ক্রমিকের নতুন এই ৫টি প্রণোদনা প্যাকেজ (মোট ৩,২০০ কোটি টাকার) জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ হতে চালু করা হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম: অর্থবছর ২০২২-২৩

পরিচালন খাতের কার্যক্রমসমূহ

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	উপকারভোগী (লক্ষ জন)			বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		
			বাজেট (২০২১-২২)	সংশোধিত (২০২১-২২)	বাজেট (২০২২-২৩)	বাজেট (২০২১-২২)	সংশোধিত (২০২১-২২)	বাজেট (২০২২-২৩)
(ক) নগদ প্রদান (বিভিন্ন ভাতা)								
১	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	সমাজকল্যাণ	৫৭.০১	৫৭.০১	৫৭.০১	৩৪৪৪.৫৪	৩৪৪৪.৫৪	৩৪৪৪.৫৪
২	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা	সমাজকল্যাণ	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫	১৪৯৫.৪০	১৪৯৫.৪০	১৪৯৫.৪০
৩	প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম	সমাজকল্যাণ	২০.০৮	২০.০৮	২৩.৬৫	১৮২০.০০	১৮২০.০০	২৪২৯.১৮
৪	হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য ভাতা	সমাজকল্যাণ	০.৮৬	০.৮৬	০.৮৬	৪৬.৩১	৪৬.৩১	৪৬.৩১
৫	মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি[১]	মহিলা ও শিশু	১০.৪৫	১০.৪৫	১২.৫৪	১০৪১.০৪	১০৪১.০৪	১২৪৩.০৭
৬	বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	২.০০	২.০০	২.০০	৪৬৫৩.৩৫	৪৬০৩.৩৫	৪৬৫৩.৩৫
৭	শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতা	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	০.১৩	০.১৩	০.১৩	৪৪৬.৬৬	৪৫৬.৬৬	৪৭২.৪৫
৮	সরকারি কর্মচারীদের অবসর ও পারিবারিক অবসর ভাতা[২]	অর্থ বিভাগ	৭.৫৩	৬.৩০	৭.৫৩	২৬৬৯০.০০	২৩০১০.০০	২৮০৩৭.০০
(ক) উপমোট: বিভিন্ন ভাতা			**১২২.৮১**	**১২১.৫৮**	**১২৮.৪৭**	**৩৯৬৩৭.৩০**	**৩৫৯১৭.৩০**	**৪১৮২১.৩০**
(খ) খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম[৩]								
১	ভিডব্লিউবি[৪] কার্যক্রম	মহিলা ও শিশু	১০.৪০	১০.৪০	১০.৪০	১৮৪০.০৫	১৮৩৮.৪৭	১৮৪০.৩৩
২	ভিজিএফ	দু:ব্যব:ও ত্রাণ	২০০.১৭	১৮০.০০	১৮০.০০	১৪৫৫.৫৪	৯৬১.৯৬	৯৯১.০৭
৩	জিআর (খাদ্য)	দু:ব্যব:ও ত্রাণ	৩২.০০	৩২.০০	৩৩.০০	৫৯০.৭৫	৫৭২.৬০	৫৮৯.৯২
৪	খাদ্য সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	২.৮১	২.৩২	২.৮৫	৩৩৭.৩১	৩৪৭.৫৫	৩৬৫.২৮
৫	কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা)	দু:ব্যব:ও ত্রাণ	২.০০	৯.৬৪	৯.৮০	৮০৯.৩০	৮২৬.৪৪	৮৭৬.২৭
৬	কাজের বিনিময়ে টাকা(কাবিটা)	দু:ব্যব:ও ত্রাণ	৩.৫০	১৭.৮৬	১৮.২০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০
৭	টিআর (নগদ)	দু:ব্যব:ও ত্রাণ	৩.৬৯	৩.৬৯	৩.৬৯	১৪৫০.০০	১৪৫০.০০	১৪৫০.০০
৮	অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান	দু:ব্যব:ও ত্রাণ	১৯.১৮	১৯.০৬	৫.১৮	১৬৫০.০০	১৯২৫.০০	১৮৩০.০০
৯	ওএমএস	খাদ্য	২৩.০০	৫৩.৯৫	৩৭.৩৫	১০১৯.৮৬	১৯৪৩.৫৮	১৭২০.১৩
১০	খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি	খাদ্য	৬২.৫০	৬২.৫০	৬২.৫০	২৯৪৫.৭৩	২৮১৬.৭২	২৫৪৩.৮৮
১১	খাদ্য ভর্তুকী (অন্যান্য)	খাদ্য	-	-	-	১৪৬১.১৮	১৫৮৪.৫৮	১৭০০.৮৩
(খ) উপমোট: খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান			**৩৫৯.২৫**	**৩৯১.৪২**	**৩৬২.৯৭**	**১৫০৫৯.৭২**	**১৫৭৬৬.৯০**	**১৫৪০৭.৭১**

[১] 'দরিদ্র মা'র মাতৃত্ব- কালীন ভাতা' এবং 'কর্মজীবী মহিলাদের মাতৃত্বকাল ভাতা' দু'টি কর্মসূচিকে একীভূত করে 'মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি' নামকরণ করা হয়েছে;

[২] Non-contributory transfer বিধায় সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত

[৩] খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমে উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণে পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যাকে একক হিসেবে গণ্য করে হয়েছে;

[৪] ভিজিডি কার্যক্রমের নাম 'ভালনারেবল উইমেন বেনেফিট' (ভিডব্লিউবি) করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	উপকারভোগী (লক্ষ জন)			বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		
			বাজেট (২০২১-২২)	সংশোধিত (২০২১-২২)	বাজেট (২০২২-২৩)	বাজেট (২০২১-২২)	সংশোধিত (২০২১-২২)	বাজেট (২০২২-২৩)
(গ) উপবৃত্তি কার্যক্রম								
১	প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ছাত্র-ছাত্রী উপবৃত্তি	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	১৪০.০০	১৪০.০০	১৪০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০
২	মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা স্তরের উপবৃত্তি[৫]	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	৫২.২৫	৪৮.৯৬	৫২.৯০	১৮৪১.১৪	১৯২৫.০৩	১৯৭৯.৭০
৩	স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	১.৩০	১.৩০	১.৩৬	৭৯.৮৫	৫৮.৫০	৭২.২৭
৪	কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা	৫.৫৬	৫.৭২	৬.১২	৩৩০.০০	৩০১.০০	৩৪৩.০০
৫	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি	সমাজকল্যাণ	১.০০	১.০০	১.০০	৯৫.৬৪	৯৫.৬৪	৯৫.৬৪
৬	হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উপবৃত্তি	সমাজকল্যাণ	০.২৭	০.২৭	০.২৭	২৬.৩৫	২৬.৩৫	২৬.৩৫
		(গ) উপমোট: উপবৃত্তি কার্যক্রম	**২০০.৩৮**	**১৯৭.২৫**	**২০১.৬৫**	**৪২৭২.৯৮**	**৪৩০৬.৫২**	**৪৪১৬.৯৬**
(ঘ) নগদ/উপকরণ হস্তান্তর (বিশেষ কার্যক্রম)								
১	ত্রাণ সামগ্রী[৬]	দু: ব্যব:ও ত্রাণ	৫৯.১০	৮০.২৫	৮২.৯০	১৮৫.০০	১৮৫.০০	১৯০.০০
২	দুর্যোগ অনুদান	দু: ব্যব:ও ত্রাণ	-	-	-	১০০.০০	৫০.০০	১০০.০০
৩	ত্রাণ কার্য (বন্যা,খরা, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য)	দু: ব্যব:ও ত্রাণ	৩৬.০০	৪.৮০	৪.৮০	৮১.০০	১৮১.০০	৮১.০০
৪	গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণ[৭]/গৃহ মঞ্জুরী	দু:ব্যব:ও ত্রাণ	-	১.৮৩	১.৮৩	২৭.৫০	২৭.৫০	২৭.৫০
৫	করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সুদ বাবদ ভর্তুকী[৮]	অর্থ বিভাগ	০.১৪	০.০৩	০.০৩	২৮০০.০০	২৮০০.০০	৫০০০.০০
৬	করোনার কারণে রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক ও পাদুকা শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকদের জন্য সহায়তা	শ্রম ও কর্মসংস্থান	০.৫৫	০.১১	০.৫০	৪৫.০০	১০.০০	৪৫.০০
৭	নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পুনর্বাসন সহায়তা	অর্থ বিভাগ	-	-	-	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৮	সঞ্চয়পত্রের সুদ বাবদ সহায়তা (সামাজিক নিরাপত্তার অংশ)[৯]	অর্থ বিভাগ	৬১.৬০	২০.০০	২১.৮৪	৬৯০৯.০০	৭৯৫৬.০০	৭৯০৭.৮১
৯	কৃষি ভর্তুকী[১০]	কৃষি	৮৭.০০	২৪৬.৯৩	২৪৬.৯৩	৭৯৭০.০০	১২০০০.০০	১২৫০০.০০
১০	কৃষি পুনর্বাসন	কৃষি	৬০.০০	৪৫.০৮	৫৬.৩৫	৪০০.০০	৪০০.০০	৫০০.০০
১১	ক্যানসার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগীদের আর্থিক সহায়তা	সমাজকল্যাণ	০.৩০	০.৩০	০.৪০	১৫০.০০	১৫০.০০	২০০.০০
১২	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন	সমাজকল্যাণ	০.৫০	০.৫০	০.৬০	২৫.০০	২৫.০০	৩০.০০
১৩	চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সরকারি কর্মচারীর পরিবারের জন্য অনুদান	জনপ্রশাসন	০.০৪	০.০৩	০.০৩	৩৫০.৮১	২৮৫.০০	২৪১.৮৮

[৫] মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা স্তরের উপবৃত্তি কার্যক্রমটি বর্তমানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রমের ন্যায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে;

[৬] বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে পরিধেয় বস্ত্র, কম্বল, বিস্কুট, ঢেউটিন, তাবু, শিশু খাদ্য ইত্যাদি;

[৭] এ কার্যক্রম আশ্রয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পেও চলমান রয়েছে;

[৮] করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সুদ বাবদ ভর্তুকী মূলতঃ প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিক/ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান বহাল/সৃষ্টিতে সাহায্য করছে;

[৯] সঞ্চয় পত্রের সুদের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাংক হারের অতিরিক্ত অংশ এখানে দেখানো হয়েছে;

[১০] কৃষি ভর্তুকীতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক সংশ্লিষ্ট অংশ দেখানো হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	উপকারভোগী (লক্ষ জন)			বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		
			বাজেট (২০২১-২২)	সংশোধিত (২০২১-২২)	বাজেট (২০২২-২৩)	বাজেট (২০২১-২২)	সংশোধিত (২০২১-২২)	বাজেট (২০২২-২৩)
১৪	শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেশন	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	০.৩৪	০.২৯	০.২৯	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০
১৫	জাতীয় আইনগত সহায়তা	আইন ও বিচার	০.৯৫	১.১০	১.২৫	২৫.৮৮	২৫.৬৫	২৭.৩৮
১৬	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ অনুদান	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	১.৩০	০.০৭	০.১০	১৩.০০	৮.০০	১২.০০
১৭	স্বেছাধীন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে মঞ্জুরি	সংস্কৃতি বিষয়ক/ ধর্ম বিষয়ক	-	-	-	-	৬৪.১৬	৭৩.২৩
(ঘ) উপমোট: নগদ/উপকরণ হস্তান্তর (বিশেষ কার্যক্রম)			**৩০৭.৮২**	**৪০১.৭৩**	**৪১৮.২৬**	**২০১৮২.১৯**[১১]	**২৫২৬৭.৩১**	**২৭১০৫.৮০**
(ঙ) ঋণ সহায়তা কার্যক্রম								
১	মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	মহিলা ও শিশু	০.৩৪	০.৩৪	০.৩৪	৬.০০	৬.০০	৮.০০
২	পল্লী ও শহর সমাজসেবা ও পল্লী মাতৃকেন্দ্রের জন্য সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	সমাজকল্যাণ	০.৩০	০.২০	০.২৭	৬০.৮২	৬১.৪৮	৭০.০০
(ঙ) উপমোট: ঋণ সহায়তা কার্যক্রম			**২১৬.১৪**	**১৬১.৯৮**	**১৬২.০৫**	**১১৭৬.৮২**[১২]	**১৬২২.৪৮**	**৭৮.০০**
(চ) বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা								
১	নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	সমাজকল্যাণ	৩.১৫	৩.০০	৩.১৫	৩০.৮৯	৩০.৯৩	৩৪.০২
২	শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যান ট্রাস্ট	সমাজকল্যাণ	০.০৮	০.০৯	০.০৯	১৭.০০	২০.০০	১৮.৫০
৩	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	সমাজকল্যাণ	০.০৩	০.৪০	০.০৩	২৪.৩৪	২৬.৫৯	২৬.৬৩
৪	প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র	সমাজকল্যাণ	১২.০০	১২.০০	১২.০০	৬৭.৮৩	৬৯.২০	৭২.১৮
৫	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি	সমাজকল্যাণ	০.৩০	০.৩৫	০.৪০	৬.০০	২৬.৮০	১২.০০
৬	প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের জন্য মঞ্জুরী	সমাজকল্যাণ	০.৮৫	০.১১	০.১২	৩৪.৮২	৩৭.৮২	৪০.০০
৭	সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমুহে নিবাসীদের খোরাকী	সমাজকল্যাণ	০.১৯	০.১৬	০.১৯	৮০.৩৯	৮৫.৮০	৯০.২৮
৮	বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন মঞ্জুরী	সমাজকল্যাণ	১.০২	১.০৬	১.১১	২৫৪.৪০	২৫৪.৪০	২৮০.০০
৯	জয়িতা ফাউন্ডেশন	মহিলা ও শিশু	০.০১	০.০১	০.০১	৭.২১	২৭.০৫	৭.১৮
১০	জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ	মহিলা ও শিশু	০.২৬	০.২৬	০.২৬	৭.৯৯	৮.৩৪	৮.০৫
১১	পথ শিশু পুনর্বাসন এবং শিশু বিকাশ কেন্দ্র	মহিলা ও শিশু	০.০২	০.০২	০.০২	১১.২০	১১.০৭	১১.৫৯
১২	চর, হাওর ও পশ্চাৎপদ এলাকার মানুষের উন্নয়নে বিশেষ সাহায্য	অর্থ বিভাগ	০.২৩	০.২৫	০.২৫	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০
১৩	কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম	সমাজকল্যাণ	-	০.০১	০.০১	-	৩৭.১০	৪০.০০
(চ) উপমোট: বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা			**১৮.১৪**	**১৭.৭১**	**১৭.৬৩**	**৫৯২.০৭**	**৬৮৫.১০**	**৬৯০.৪৩**

[১১] ২০২১-২২ অর্থবছরে মূল বাজেটে বরাদ্দ ছিল কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ নেই এমন কার্যক্রমকে পৃথকভাবে প্রদর্শন করা হয়নি। তবে, এ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ ২০২১-২২ অর্থবছরের মোট বরাদ্দের মধ্যে অন্তভুক্ত রয়েছে;

[১২] ২০২১-২২ অর্থবছরে মূল বাজেটে বরাদ্দ ছিল কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ নেই এমন কার্যক্রমকে পৃথকভাবে প্রদর্শন করা হয়নি। তবে, এ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ ২০২১-২২ অর্থবছরের মোট বরাদ্দের মধ্যে অন্তভুক্ত রয়েছে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	উপকারভোগী (লক্ষ জন)			বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		
			বাজেট (২০২১-২২)	সংশোধিত (২০২১-২২)	বাজেট (২০২২-২৩)	বাজেট (২০২১-২২)	সংশোধিত (২০২১-২২)	বাজেট (২০২২-২৩)
(ছ) বিবিধ তহবিল ও কার্যক্রম								
১	করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় তহবিল[১৩]	অর্থ বিভাগ	-	১২৯০.০০	১৩০০.০০	৭৩০০.০০	১০০০০.০০	৫০০০.০০
২	জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল	পরিবেশ ও বন	৪.৭০	৩.৫২	৩.৫২	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৩	জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	সমাজকল্যাণ	০.৮৫	-	-	৭৭.৪৪	৭৭.৫৫	৭৮.৬০
৪	নারী উন্নয়ন ও উদ্যোক্তার জন্য বিশেষ সহায়তা তহবিল	অর্থ বিভাগ	০.২৫	০.২৫	০.২৫	১২৫.০০	১২৫.০০	১২৫.০০
৫	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও পোলট্রি খামারীদের সহায়তা তহবিল	অর্থ বিভাগ	১.০০	-	-	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০
৬	নির্যাতিত দুঃস্থ মহিলা ও শিশুকল্যাণ তহবিল এবং দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল	মহিলা ও শিশু এবং সমাজকল্যাণ	০.৩৩	০.০৬	০.০৬	৬.৯৩	৬.৯৩	৬.৯৩
৭	ন্যাশনাল সার্ভিস	যুব ও ক্রীড়া	০.১৩	০.০৭	০.০৫	৯৫.২৫	৪৩.৮০	৩৫.৯৩
৮	দক্ষতা উন্নয়ন ও ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তহবিল	দু: ব্যব: ও ত্রাণ	০.১৭	-	-	১৫০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৯	অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অভিঘাত মোকাবেলায় তহবিল[১৪]	অর্থ বিভাগ	-	১৮.৫০	১৮.৫০	৫০০০.০০	৪৯০০.০০	৫০০০.০০
(ছ) উপমোট:বিবিধ তহবিল ও কার্যক্রম			**৭.৪৩**	**১৩১২.৪০**	**১৩২২.৩৮**	**১২৯০৪.৬২**	**১৫৪০৩.২৮**	**১০৪৯৬.৪৬**
উন্নয়ন খাতের কার্যক্রমসমূহ								
	(জ) উন্নয়ন খাতের কার্যক্রমসমূহ (চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি)							
১	আশ্রয়ন-২ ও ৩ প্রকল্প	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২.০৭	০.৬৩	১.৫১	৬৪৫.০০	১০৭৩.৯৬	১১৯০.০০
২	বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০.৭০	০.৪৬	০.৫০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৩	খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০.০১	০.০৪	০.০৭	১২১.০০	৩২৪.০০	৬০০.০০
৪	স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম ও দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	৪১.০০	১.৩৩	১.৩৩	৬৭৩.০০	৩৫.০০	৪২.০০
৫	ন্যাশনাল একাডেমী ফর অটিজম এন্ড নিউরো ডেভেলপমেন্ট	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	০.২১	০.২১	০.১৮	১৫০.০০	১২.০৩	৮.৪০
৬	বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন	সমাজকল্যাণ ও স্থানীয় সরকার	০.৩০	০.৫০	০.৫০	৭.২৭	২০৬.৭৪	২৭৬.৭৮
৭	সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমনি নিবাস	সমাজকল্যাণ	০.০৩	০.০১	০.০১	৬০.৩৭	৩৪.০৮	৯৫.৬৭
৮	ক্যাশ ট্রান্সফার মর্ডানাইজেশন (সোশ্যাল সেফটিনেট অংশ)	সমাজকল্যাণ	০.২২	১০৪.৪৪	১১১.১১	৯৪.৬৪	৪২.৪১	৪৭.১০

[১৩] মূলত করোনা প্রাদুর্ভাব হতে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা, নগদ সহায়তা প্রদান এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় এ তহবিল সৃষ্টি হয়েছে।

[১৪] ক্ষতিগ্রস্থ দিন-মজুর, কৃষক, শ্রমিক, গৃহকর্মী এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যথা: বন্যা, অকাল বন্যা, ঝড়ো হাওয়া, শিলাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তার জন্য এ তহবিল সৃষ্টি হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	উপকারভোগী (লক্ষ জন)			বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		
			বাজেট (২০২১-২২)	সংশোধিত (২০২১-২২)	বাজেট (২০২২-২৩)	বাজেট (২০২১-২২)	সংশোধিত (২০২১-২২)	বাজেট (২০২২-২৩)
৯	চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি)-ফেইজ-২	সমাজকল্যাণ	-	১.৫৫	১.৭৬	১৪.৪৩	২০.৭০	৪৭.৮৩
১০	তথ্য আপা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন	মহিলা ও শিশু	০.৩০	০.৩৩	০.৩০	৯২.০৯	৯২.০৯	৭১.২৫
১১	মহিলা, শিশু সুরক্ষা ও শিশু কল্যাণ	মহিলা ও শিশু	১.৪৫	১.২৪	১.৫০	২১.৭৪	২৭.৩১	৩০.৯০
১২	নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম	মহিলা ও শিশু	১১.১০	১০.০০	১০.০০	১৭.৫৬	১৫.৫০	১১.০০
১৩	জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনিমার্ণ এবং টাওয়ার	মহিলা ও শিশু	-	০.০২	০.২৮	৭৯.৬১	৭৯.১০	৮২.৫০
১৪	তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন	মহিলা ও শিশু	০.৪০	০.৪০	০.৫১	৭৯.২৯	৭৬.৪০	৫২.৫০
১৫	ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভারনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	মহিলা ও শিশু	১.০০	১.০০	১.০০	১৫৯.১৯	১১.২৩	৫৭.১৯
১৬	উপকুলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবনাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি	মহিলা ও শিশু	০.২৯	০.২৯	০.৪৩	১০৭.১১	৬৯.২৬	৮৭.০৬
১৭	ম্যাটারনাল, নিউনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলেসসেন্ট হেলথ/ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস	স্বাস্থ্যসেবা[১৫]	৬৮৮.২২	৪৭৩.৭৭	৪৭৩.৯০	১৪৫৭.১৬	৯৮১.২৬	১২৯৫.৮৭
১৮	এসেনসিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি ও কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার	স্বাস্থ্যসেবা	১১০০.০০	১০০০.০০	১১০০.০০	৭৮৬.৬২	৯৬৫.৭৯	১১৩৭.৮৫
১৯	টি,বি, লেপ্রোসি, কমিউনিকেবল এন্ড নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল	স্বাস্থ্যসেবা	১৩১.১৮	১৩২.০০	১৩৪.০০	৭৮৮.৪৭	৬৫০.০৪	৫৮৯.৩৬
২০	মেটারনাল, চাইল্ড, রিপ্রোডাকটিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ	৩৩২.১২	৩৩২.১২	৩৩৪.০০	২৬৪.৮০	১৮৭.১৩	২৪০.৭৩
২১	ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারি/ ফ্যামিলি প্লানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ	১৮০.০০	১৭৬.৩৪	১৮৫.৬২	৬০১.৪০	৫০৫.৭৫	৮৭৬.১৬
২২	সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ	স্থানীয় সরকার	০.০৩	০.০৫	০.০৫	৪০.০১	১৪৬.২৬	১৩৩.৭৬
২৩	পল্লী/গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (সামাজিক নিরাপত্তা অংশ)[১৬]	স্থানীয় সরকার	-	-	-	৫২২.৬৯	৩০১.০৩	৩১৪.৫৩
২৪	আরবান রেজিলিয়ন্স প্রকল্প:	স্থানীয় সরকার	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১১৩.৭৫	৫২.৩৭

[১৫] স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের স্কিম/প্রকল্পসমূহের অধীন উপকারভোগীর কভারেজ এখানে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, একজন সেবা গ্রহীতার একাধিক সেবা গ্রহণের হিসাব এক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

[১৬] পল্লী/গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে সমুদয় বরাদ্দ বিবেচনায় না নিয়ে শুধুমাত্র সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	উপকারভোগী (লক্ষ জন)			বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		
			বাজেট (২০২১-২২)	সংশোধিত (২০২১-২২)	বাজেট (২০২২-২৩)	বাজেট (২০২১-২২)	সংশোধিত (২০২১-২২)	বাজেট (২০২২-২৩)
	(ডিএনসিসি ও ডিডিএম)[১৭]	ও দুর্যোগ						
২৫	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	স্থানীয় সরকার	-	-	-	৮০০.০০	৫০০.০০	৬২৮.৪০
২৬	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরি সহায়তা	স্থানীয় সরকার	৯.০৩	৯.০০	৯.০০	২৯৬.০৭	১৪০.০০	১০৬.৩৮
২৭	পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	স্থানীয় সরকার	০.৪৪	০.৫৭	০.৫৭	৪২৮.৩০	৫৫১.৯২	৫৫১.৯২
২৮	হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন	স্থানীয় সরকার	০.০১	০.০১	০.০১	২০৭.৬১	১৫১.৫৫	৭০.৫৫
২৯	স্কিলস ফর ইমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম	অর্থ বিভাগ	৪.০০	৮.৪২	৮.৫০	৬৬৮.৭৫	৩৬৮.০০	৬৩৬.০০
৩০	গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলাইটেশন) প্রজেক্ট	ভূমি	০.১১	০.০৫	০.০২	১৪০.০০	১৪০.০০	৯৪.০০
৩১	চর ও হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন	পানি সম্পদ	০.১৩	০.১৯	০.১৩	১৩৫.০০	১২২.৬৭	৮৬.২৩
৩২	বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	দু: ব্যব: ও ত্রাণ	৬.৪২	১.৭৫	১.৮০	৩৮৫.০০	৩৮৫.০০	২৯০.০০
৩৩	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (মাটির কাজ) (এডিপি বহির্ভূত)	দু: ব্যব: ও ত্রাণ	-	-	-	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০
৩৪	স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা	গৃহায়ন ও গণপূর্ত	০.০৯	০.২৪	০.২৪	৪০.০২	৫৫.০২	৬৮.৭৭
৩৫	তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন	বস্ত্র ও পাট	০.০১	০.৪৫	০.৫০	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০
৩৬	সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন	মৎস ও প্রাণিসম্পদ	০.০১	০.১২	০.৩১	৩২.০০	৩২.০০	৬০.০০
৩৭	ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎসচাষ/ দেশীয় প্রজাতির মাছ, শামুক চাষ/ এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম	মৎস ও প্রাণী সম্পদ	১.০৪	০.৫১	০.৫৫	২২২.৭২	১৬৭.৩০	১৩১.৮৩
৩৮	তৈরি পোশাক খাতে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন/ বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন এবং শ্রমিকদের কল্যাণ সুবিধাদি ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম	শ্রম ও কর্মসংস্থান	০.১৮	১.০০	১.০০	৮০.২৩	৮৯.৯০	১০৮.০০
৩৯	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও উত্তরাঞ্চলের অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ/ পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	০.৮৯	০.৮৫	০.৯৭	১৫৬.৩২	১৪০.৪৬	১০৬.৪১
৪০	কর্মসংস্থানের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈ. কর্মসংস্থান	০.১০	০.০৯	০.১৫	৫৮.০০	৬০.২৬	৬০.০০
৪১	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং	পানি সম্পদ	০.৫৮	০.৫০	০.৭৮	৭৬.৬৯	৫৫.৭৯	৬৫.৪৮
৪২	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নিমার্ণ প্রকল্প	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	০.০৫	০.০৮	০.১৫	১০০.৫৯	৪৮১.৯০	৭৬১.৮৩
(জ) উপমোট: চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি			**২৭২৯.২৩**	**২৪৭৪.৩৮**	**২৫৮৩.২৪**	**১৩৭৮৭.৯৯**[১৮]	**১১৯৭০.০২**	**১২৮০১.৬১**

[১৭] শুধুমাত্র সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের অংশটুকু এক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

[১৮] ২০২১-২২ অর্থবছরে মূল বাজেটে বরাদ্দ ছিল কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ নেই এমন কার্যক্রমকে পৃথকভাবে প্রদর্শন করা হয়নি। তবে, এ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ ২০২১-২২অর্থবছরের মোট বরাদ্দের মধ্যে অন্তভুক্ত রয়েছে;

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	উপকারভোগী (লক্ষ জন)			বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		
			বাজেট (২০২১-২২)	সংশোধিত (২০২১-২২)	বাজেট (২০২২-২৩)	বাজেট (২০২১-২২)	সংশোধিত (২০২১-২২)	বাজেট (২০২২-২৩)
(ঝ) উন্নয়ন খাতের কার্যক্রমসমূহ (নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি)[১৯]								
১	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স	সমাজকল্যাণ	-	-	-	-	১৫.০০	১২০.০০
২	অসহায়, দুস্থ, বিধবা, অনগ্রসর ও হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	সমাজকল্যাণ	-	০.০৫	০.০৮		১৭.০০	৩৫.৭৯
৩	উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ	মহিলা ও শিশু	-	০.৮৫	০.৭২	-	১৫০.০৬	১৬৯.৮২
৪	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	-	-	-	-	২৮৪.৫৬	২৭৬.০০
৫	একসেলারটিং পোটেকশন ফর চিল্ডেন	মহিলা ও শিশু	-	-	-	-	২১.৫৬	৪০.৬৩
৬	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	৭.০০	৩৫.০০
৭	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	-	-	-	৩৩.১২	৮০.০০
(ঝ) উপমোট: নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি				**০.৯০**	**০.৮০**	**-**	**৫২৮.৩০**	**৭৫৭.২৪**
সর্বমোট:সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম (ক হতে ঝ পর্যন্ত)						**১০৭৬১৪**	**১১১৪৬৭**	**১১৩৫৭৬**
মোট বাজেট =						**৬০৩৬৮১**	**৫৯৩৫০১**	**৬৭৮০৬৪**
মোট বাজেটের শতাংশ =						**১৭.৮৩**	**১৮.৭৮**	**১৬.৭৫**
জিডিপি =						**৩৪৫৬০৪০**	**৩৯৭৬৪৬২**	**৪৪৪৯৯৫৯**
জিডিপি'র শতাংশ =						**৩.১১**	**২.৮০**	**২.৫৫[২০]**

[১৯] ২০২২-২৩ অর্থবছরে জন্য উপকারভোগীর কাভারেজ নির্ধারণের কাজ চলমান রয়েছে, প্রয়োজনের নিরীখে সংখ্যা নিরুপণ করা হবে।

[২০] ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি'র হিসাব গণনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরকে নতুন ভিত্তিবছর হিসেবে বিবেচনা করায় জিডিপি'র পরিমাণ ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে,, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ জিডিপি'র ২.৫৫ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় সামান্য কম।

অর্থ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

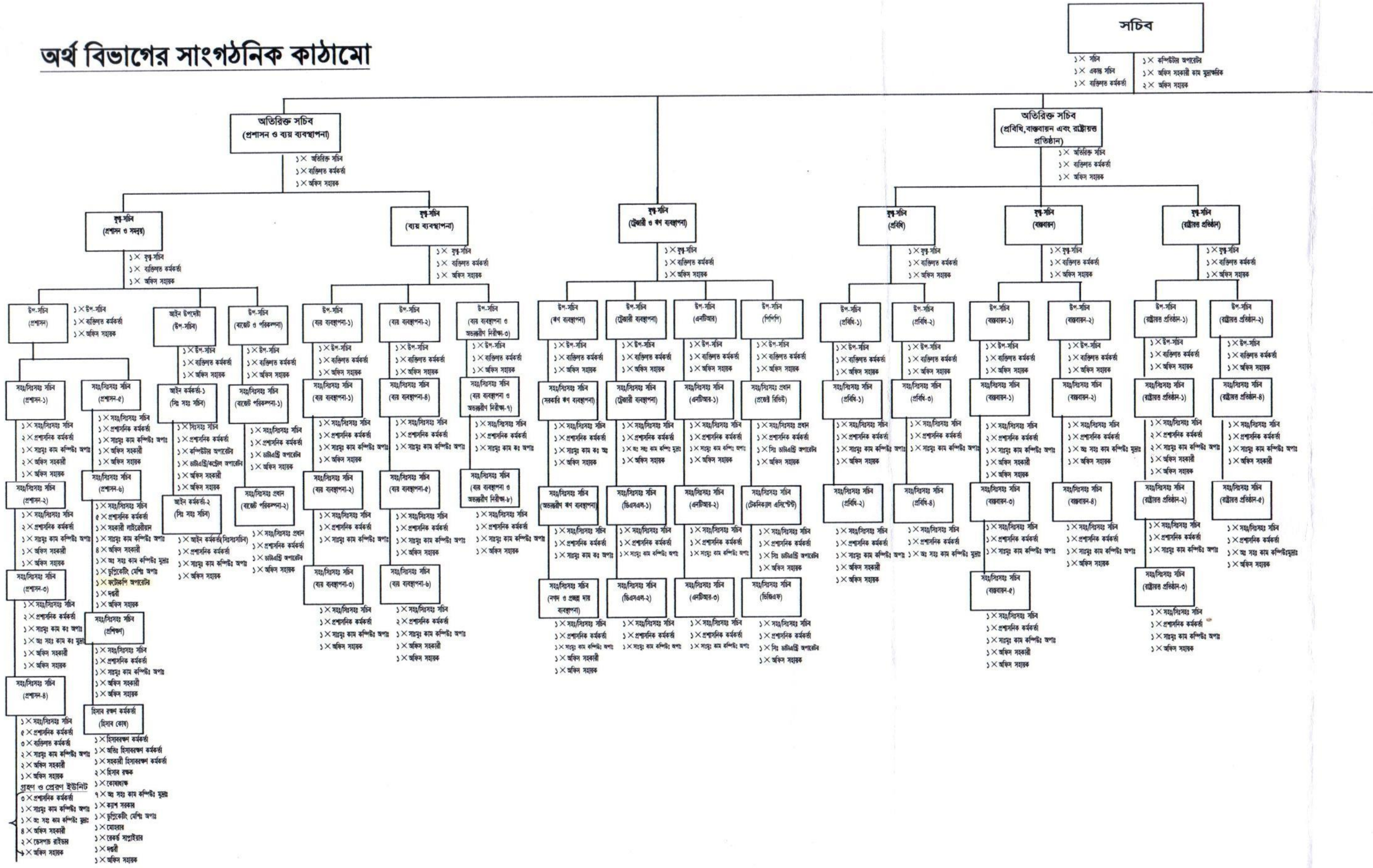

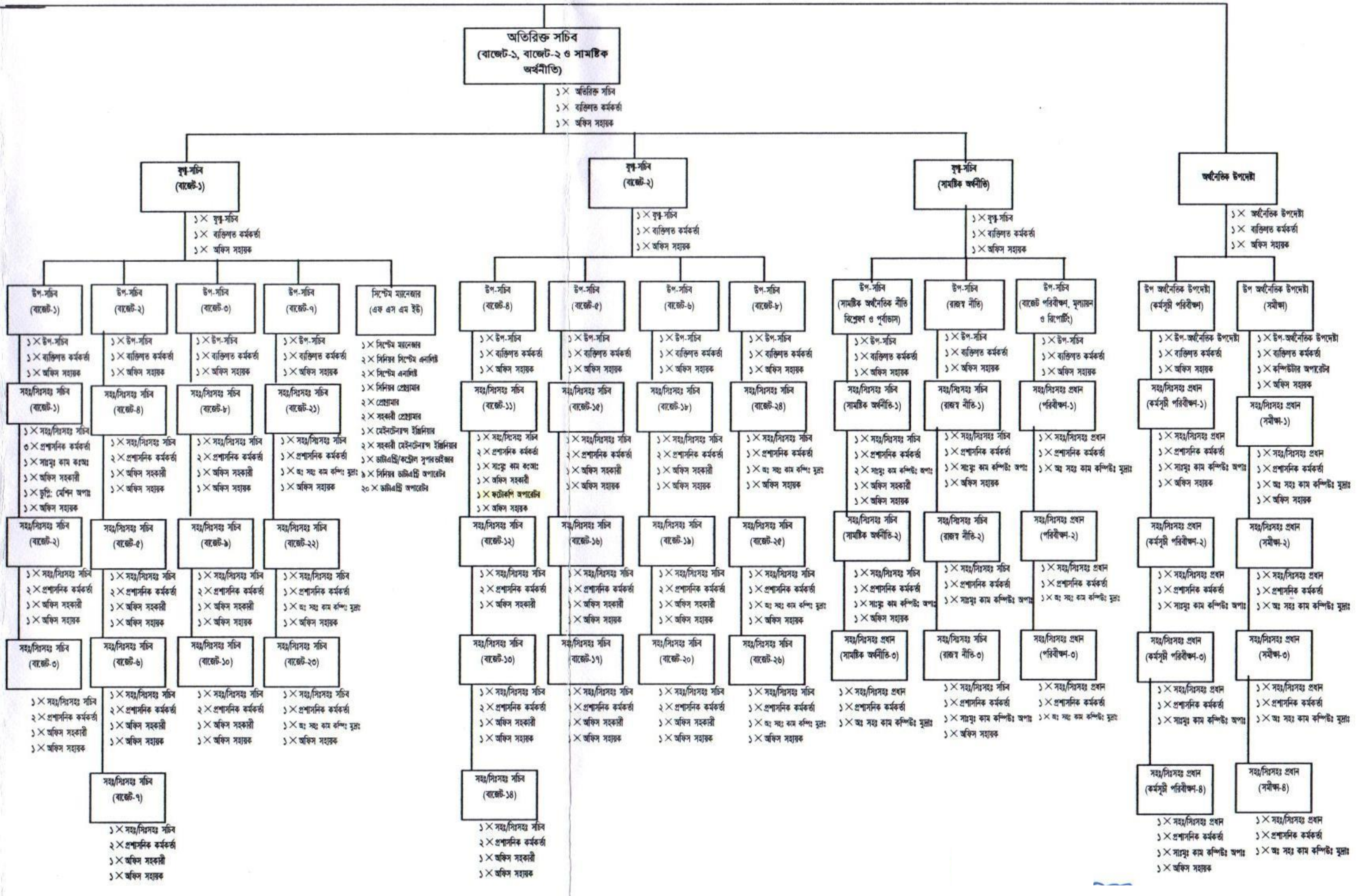

জনবল বিবরণীঃ

১ম শ্রেণীর পদ=১৪৬টি

১. অর্থ সচিব	১
২. অতিরিক্ত সচিব	৩
৩. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা	১
৪. যুগ্ম-সচিব	৯
৫. উপ-সচিব	২৬
৬. আইন উপদেষ্টা(উপ-সচিব)	১
৭. উপ-অর্থনৈতিক উপদেষ্টা	২
৮.সিঃসহঃসচিব/সহকারী সচিব	৭২
৯.আইন কর্মকর্তা (সিঃসহঃসচিব)	২
১০. সচিবের একান্ত সচিব	১
১১.সিঃসহঃপ্রধান/সহকারী প্রধান	১৪
১২.সিস্টেম ম্যানেজার	১
১৩.সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট	২
১৪.সিস্টেম এনালিষ্ট	২
১৫.সিনিয়র প্রোগ্রামার	১
১৬.প্রোগ্রামার	২
২৭.সহকারী প্রোগ্রামার	২
১৮.মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১
১৯.সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	২
২০. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১

২য় শ্রেণীর পদ=১৭৬টি

২১. প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১২৬
২২. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৪৬
২৩ সহকারী লাইব্রেরিয়ান	১
২৪. অতিঃ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১
২৫. সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১
২৬. ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার	১

৩য় শ্রেণীর পদ=১৬৯টি

২৭. সাঃমুঃ কাম কম্পিউঃ অপাঃ	৫০
২৮. অফিস সহকারী	৪৫
২৯. অঃ সহঃ কাম কম্পিউঃ মুদ্রাঃ	২৯
৩০. কম্পিউটার অপারেটর	৩
৩১. সিনিয়র ডাটাএন্ট্রি অপারেটর	৯
৩২. ডাটাএন্ট্রি অপারেটর	২০
৩৩. ডাটা এন্ট্রি /কন্ট্রোল অপারেটর	১
৩৪. হিসাব রক্ষক	২
৩৫. কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার)	১
৩৬. ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	৩
৩৭. ফটোকপি অপারেটর	২
৩৮. ক্যাশ সরকার	১
৩৯. মোহরার	১
৪০. ডেসপাস রাইডার	২

৪র্থ শ্রেণীর পদ=১১৩টি

৪১. অফিস সহায়ক (এমএলএসএস)	১১০
৪২. রেকর্ড সাপ্লাইয়ার	১
৪৩. দপ্তরী	২
সর্বমোট পদ =	৬০৪

সরঞ্জাম তালিকা :

১. কার	৬
২. জীপ গাড়ি	২
৩. মাইক্রোবাস	১৩
৪. মোটর সাইকেল	৩
৫. কম্পিউটার	২৬৯
৬. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	৪
৭. নোটবুক/ল্যাপটপ	৪
৮. স্ক্যানার	১৫
৯. ফটোকপি মেশিন	১৬
১০. ফ্যাক্স মেশিন	৪
১১. ইন্টারকম	২০০
১২. ইন্টারকম (অর্থমন্ত্রীর বাসভবন)	৮

প্রতিবেদন সম্পাদনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

নাম	পদবি
জনাব আবুল মনসুর	অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
জনাব ড. মো: ফেরদৌস আলম	উপ-অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
জনাব ড. শেখ মনিরুজ্জামান	উপ-অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
মো: মমিনুর রহমান	উপসচিব
জনাব ড.মো: মতিউর রহমান	উপসচিব
জনাব সাবিনা ইয়াসমিন	সিনিয়র সহকারী সচিব
জনাব মনোয়ারা পারভীন মিতু	সিনিয়র সহকারী সচিব
জনাব তাসনুভা রহমান	সিনিয়র সহকারী সচিব

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mof.gov.bd